বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

ক্ষ্যাপা তিনজন

কাজি মাহবুব হোসেন

SUVOM

সেবা প্রকাশনী

শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

ক্ষ্যাপা তিনজন

কাজি মাহবুব হোসেন

পুরানো বন্ধু বাড হ্যাডলের পাওনা টাকা পৌঁছে দিতে
নিউ মেক্সিকোর সার্কেল এইচ র‍্যাঞ্চের পথে
রওনা হলো রনি ড্যাশার। টের পেল র‍্যাঞ্চার আর তার
মেয়েকে নিজের র‍্যাঞ্চেই গৃহবন্দী করে রেখেছে নিষ্ঠুর
আউটলর একটা দল। দলের নেতা শার্পি বুমার।
তাকে সহায়তা করছে কলেজে পড়া কুচক্রী বাডি বুল।

বন্ধুকে বাঁচাবার কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে
ওদের নিয়ে দুর্গম পাহাড়ে পালাল রনি।
সামনে অ্যাপাচি, পিছনে ওদের খুন করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে
ধাওয়া করছে আউটলর দল।
এর মধ্যে নামল তুষার ঝড়। কি করবে রনি?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শুভম

ওয়েস্টার্ন

ক্ষ্যাপা তিনজন

কাজি মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8146-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি ও বক্স . ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KHYAPA TINJON
A Western Novel
By: Qazi Mahbub Husain

SUVOM
সেবা
প্রকাশনী

ঊনত্রিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ক্ষ্যাপা তিনজন

ওয়েস্টার্ন

ক্ষ্যাপা তিনজন

কাজী মাহবুব হোসেন

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।

বজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা।

প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ।

ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি।

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ।

মাসুদ আনোয়ার: আশ্রয়

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

বুড়ো ব্যাঙ্কারের টাকা গোনা দেখছে কাউবয় রনি ড্যাশার। খুব যত্নের সাথে কাজ করছে লোকটা। পনেরো হাজার ডলারের ব্যাপার—যত্ন আর সতর্কতা আপনা থেকেই আসে। চোখের সামনে টাকার স্তূপটা বড় হচ্ছে। কিন্তু ওটার পিছনে রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে মাসের পর মাস হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম গেছে। তার ওপর ছিল ঝড়ের সময়ে বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দে অস্থির গরুগুলোর স্ট্যামপিডের ভয়, আর ডাকাতের হামলা।

এছাড়া আরও অনেক খেসারত ওদের দিতে হয়েছে। লোন ট্রী ক্যানিয়নে ওর প্রিয় কাউ-পোনিটা একটা অবাধ্য ষাঁড়ের আক্রমণে মারা পড়েছে। একটা মসিহর্নকে দড়ির ফাঁসে ধরার চেষ্টায় জুনিপার ঝোপে দড়ি পেঁচিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে পা ভেঙে তিন সপ্তাহ বিছানায় পড়ে ছিল ল্যাঙ্কি। টোয়া থেকে আসা তরুণ ছেলেটার রক্তও মিশে আছে ওই টাকায়। অসীম উদ্দীপনা আর প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে বেচারি ওদের দলে যোগ দিয়েছিল। স্ট্যামপিডের আগে-আগে ঘোড়া নিয়ে ছোটার সময়ে প্রেয়ারি কুকুরের একটা গর্তে খুর ঢুকে যাওয়ায় ছিটকে পড়ে ঘোড়ার সাথে সেও প্রাণ হারাল। দেহের যেটুকু পাওয়া গেল তা কবর দিয়ে হ্যাট আর পিস্তল এল পেসোতে ওর ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

'এই নাও, রনি,' গোনা শেষ করে বলল ব্যাঙ্কার। 'আমি জানি দেনা শোধ করতে পেরে বাক এখন অনেক হালকা বোধ করবে।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রনি, 'কিছু কিছু ব্যাপারকে সে খুব গুরুত্ব দেয়।

পারতপক্ষে ঋণের মধ্যে ঢুকতে চায় না বাক।'

'জানি, পশ্চিমের র‍্যাঞ্চটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার পরই নিজের র‍্যাঞ্চ বাকের কাছে বাকিতে বিক্রি করে পশ্চিমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাড হ্যাডলে। জানত টাকাটা মার যাওয়ার ভয় নেই। তুমি নিজেই কি টাকাটা পৌঁছে দিতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, বুড়ো বাড হ্যাডলে আমারও বন্ধু। তাছাড়া বাক বার ২০ র‍্যাঞ্চ ফেলে এই মুহূর্তে পশ্চিমে যেতে পারবে না।'

'হ্যাডলের এখন একটা মেয়েও আছে শুনছি।'

'এখন মানে? আগেও তো ছিল। তিন বছর আগে এখান থেকে যাওয়ার সময়েই ওর বয়স ছিল পনেরো।'

'ভাল কথা'—চেয়ার ঘুরিয়ে ওর দিকে ফিরে বসল ব্যাঙ্কার—'তোমার সাথে আর কে যাচ্ছে?'

'আমি একাই যাচ্ছি। ডাগ মারফি কি একটা কাজে ব্যস্ত, আর এখন বাকের পক্ষে আরেকজন কাউকে ছাড়াও সম্ভব না। তাছাড়া এটা দুজনের কাজও নয়।'

'হয়তো। কিন্তু ওদিককার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। কয়েকদিন আগেই ম্যাকলিলান থেকে আমার এক বন্ধুর চিঠিতে জানলাম সপ্তাহ তিনেক আগে ওর ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছিল। ক্যাশিয়ার খুন হয়ে গেছে, একজন ডেপুটি শেরিফ আহত। ডাকাত দলটাকে ধরা যায়নি, পাসির চোখে ধুলো দিয়ে ওরা পালিয়েছে।'

'ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ, স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

টাকাগুলো তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো রনি।

'বাক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, এখন আমার র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়াই ভাল। এই টাকা নিয়ে তুমি মিছে দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক মতই এটা বাডের কাছে পৌঁছে দেব।'

প্যাকেটগুলো কালো শার্টের ভিতর ভরে, প্যান্টের বেল্টটা একটু

এঁটে, গান-বেল্ট ঠিক মত বসিয়ে, পিস্তল দুটো একটু আলগা করে, দরজার দিকে এগোল ড্যাশার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রনির যাওয়া দেখছে ব্যাঙ্কার। সেই পরিচিত হাঁটার ঢঙ, বলিষ্ঠ গড়ন আর সরু কোমর। কোল্ট ·৪৫ পিস্তল দুটোর ওপর বহুল ব্যবহারের ছাপ রয়েছে। বুট জোড়া ধুলোময়।

জানালা থেকে সরে আসছে, এই সময়ে ওর চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল। একটা লোক ব্যাঙ্কের পাশ থেকে রাস্তায় নেমে রনির পিছু নিল। হয়তো ওই লোক রনিকে টাকা তুলতে দেখেছে। ভুরু কুঁচকাল ব্যাঙ্কার। স্ত্রী সাপার নিয়ে তার জন্যে বাড়িতে অপেক্ষা করছে। এখন যদি রনিকে সাবধান করতে সে সেলুনে ঢোকে তবে কত ঘণ্টার জন্যে যে আটকা পড়বে তার ঠিক নেই।···যাকগে, নিজেরটা নিজেই সামলাতে পারবে ড্যাশার···সবসময়ে ও তাই করেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দালানের কোনাগুলো আবছা হয়ে উঠছে। রাস্তা পার হয়ে সেলুনে ঢুকল রনি। ভিতরে, পোকার খেলা চলছে একটা টেবিলে। খেলোয়াড়রা কেউ ওর চোখে চোখ রাখছে না—সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যাচ্ছে। পরস্পরকে ওরা চেনে, এবং জানে, মোটামুটি সমানে-সমানেই খেলা চলছে। কিন্তু রনি হচ্ছে ড্র পোকারের দক্ষ ওস্তাদ। ওকে খেলায় নিতে চায় না কেউ।

বারে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। নবাগত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে ওদের একজনকে পাশ হতে দেখেছে রনি। এক নজর দেখে ধাঁচটা বুঝে নিল। ভবঘুরে গোছের লোক—কিছুটা আউটল ধরনের ছাপও যেন রয়েছে।

ওদের জামা-কাপড়ে রয়েছে ট্রেইলের পুরু ধুলো। কিন্তু অস্ত্রগুলো মোছা, পরিষ্কার। গানবেল্টের কার্তুজগুলো ঝকঝক করছে। ওদের মধ্যে কম বয়সী লোকটা যখন রনির দিকে আড়চোখে তাকাল, রনি দেখল ওর

একটা চোখ অর্ধেক বোজা। প্রথমে ভেবেছিল লোকটা চোখ টিপছে—পরে বুঝল ওর চোখটাই ওই রকম।

বাকি দুজনও শক্ত চেহারার। লম্বা লোকটার কাঁধ একটু কুঁজো। চেহারায় বদ-মেজাজ আর নিষ্ঠুরতার গভীর ছাপ পড়েছে। তৃতীয়জন মাত্র কৈশোর পেরিয়েছে। কিন্তু ওর চেহারা দেখে বোঝা যায় এরই মধ্যে ট্রেইলে অনেক কঠিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ও।

রেঞ্জ জীবন মানুষকে শক্ত করে তোলে এমন ভবঘুরে লোক এই সময়ে প্রায়ই দেখা যায়, কারণ টুইন রিভার্স শহরটা যে ট্রেইলের ওপর পড়েছে সেটা এই মাসগুলোতে বেশি ব্যবহৃত হয়।

'কাল সকালেই রওনা হচ্ছ, রনি?' বারের ওপর কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে প্রশ্ন করল বারটেন্ডার। 'জনি বলছিল তুমি পশ্চিমে বাড হ্যাডলের ওখানে যাচ্ছ।'

নামটা শুনেই স্ট্রেঞ্জার তিনজন চমকে ফিরে তাকাল। লোকগুলোর মুখের ভাবে, আর ওই নাম ওদের কাছে পরিচিত বুঝে রনির কৌতূহল জাগল। মুখ ফিরিয়ে নিল ওরা। আধ-বোজা চোখের লোকটা নিচু স্বরে অন্য দুজনকে কি যেন বলছে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ড্যাশার। 'তিন বছর আগে ওর গরু আর র‍্যাঞ্চ কিনেছিল বাক। ওই ব্যাপারেই আমাকে পাঠাচ্ছে ও। কিছুদিন ভাল পাহাড়ী বাতাস খেয়ে আসা যাবে।'

'শুনেছি বাড নাকি ওখানে একটা ভাল র‍্যাঞ্চ কিনেছে?'

'কেনেনি। ওর বৌ ছিল স্প্যানিশ। পুরানো একটা স্প্যানিশ গ্রান্টের অংশ হিসেবে পরিবারের তরফ থেকে সে ওটা পেয়েছিল। তাই পনেরো বছর বয়সের হাড্ডিসার মেয়েটাকে নিয়ে ওখানেই বাস করতে গেছে।'

ওদের মধ্যে একজন হেসে উঠল। মুখ তুলে তাকাল রনি। দুজন চোখ নামিয়ে নিলেও আধ-বোজা চোখের লোকটা নির্ভীক ভাবে চেয়ে রইল।

'তোমার বাড হ্যাডলের ওখানে যাওয়ার কথা আমাদের কানে এল,'

মন্তব্য করল সে। 'ওখানে যাওয়ার কথা ভুলে যাও—ওখানকার লোকজন স্ট্রেঞ্জার মোটেও পছন্দ করে না।'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপের স্বরে বলল রনি। 'হয়তো আমাকে দেখে ওদের মত পালটাবে।'

এবার লম্বা লোকটা ওর কথার জবাব দিল, 'তুমি যেতে চাচ্ছ যাও। হয়তো ওকে খুঁজেও পাবে—কিন্তু এর ফল ভাল হবে না!' কথা শেষ করে গ্লাস নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল সে। সঙ্গী দুজনও ওর পিছু নিল। বাইরে ওদের মধ্যে একজন কি যেন বলল—একসাথে হেসে উঠল ওরা।

আড়চোখে বারটেন্ডারের দিকে চাইল রনি। 'ওদের তুমি চেনো?'

'আজ দুপুর থেকে নিয়ে সারাদিন এখানেই কাটিয়েছে ওরা। ট্যারা লোকটা ওর ঘোড়ার খুরে নতুন নাল লাগাতে দিয়েছে। তারপর সবাই পশ্চিমে রওনা হবে।'

তথ্যটা জেনে নিজের মনেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবে দেখছে রনি। টাকাটার কথা কি ওরা জানে? হয়তো ওরা সাধারণ কাউহ্যান্ড—নতুন শহরে একটু রঙবাজি করছে? কিন্তু রনির মন বলছে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ওরা মোটেও সহজ লোক না। সবদিক বিচার করে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে তার কাছ থেকে টাকাটা লুট করাই যদি ওদের উদ্দেশ্য হয়, তবে ওরা তা আজ রাতেই করবে—সম্ভবত এখনই। ওদের মিছে অপেক্ষা করিয়ে লাভ নেই। কয়েক মিনিট শহরের প্ল্যানটা ভাল ভাবে স্মরণ করে নিয়ে বারটেন্ডারকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল ড্যাশার।

সেলুনের উলটো দিকে জিন চড়ানো ঘোড়ার পাশে ওদের একজন বসে আছে। রনি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিল সে। ওটা হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল রনির ঠোঁটে। একটা সিগনাল। ওরা ভেবেছেটা কি? সে একটা অজ্ঞ হাঁদারাম? নিচে নেমে ঘোড়ার পেটি আঁটার ফাঁকে সে আড়চোখে কম বয়সী লোকটাকে লক্ষ করছে।

ওখানে কেবল তিনটে জায়গা আছে, যেখানে দাঁড়ালে লোকে ওই

সঙ্কেতটা দেখতে পাবে। হার্ডওয়্যার দোকানের ওপাশে একটা সরু ফাঁক রয়েছে। আরও একটু দূরে, লিভারি আস্তাবলের পাশের গলি থেকেও দেখা যাবে। তৃতীয়টা হচ্ছে উলটো দিকে শেরিফের অফিসের পাশে। বোকা ছাড়া আর কেউ লিভারি আস্তাবলের পাশে অপেক্ষা করবে না, কারণ গলিটার অন্য প্রান্ত ঘোড়ার করাল দিয়ে বন্ধ।

রাতটা বেশ ঠাণ্ডা। রাস্তার ওপাশে ওই লোকটার বসে থাকার মাত্র একটাই কারণ থাকতে পারে—রনি বার থেকে বেরোলে অন্যদের সাবধান করা। এখন রনি যেদিকেই যাক, ওদের তৈরি থাকতে হবে। সুতরাং বাকি দুজনকে দুদিকে থাকতে হবে।

অর্থাৎ হার্ডওয়্যার স্টোরের পাশে আর শেরিফের অফিসের কাছেই অপেক্ষা করছে ওরা। একজন ওকে থামাবে, বাকি দুজন পিছন দিক থেকে এগিয়ে আসবে। লোকটা কি পিস্তল ঠেকাবে? নাকি সিগারেট ধরাবার জন্যে আগুন চেয়ে সঙ্গীদের এগিয়ে আসার সময় দেবে? সহজ হলেও প্ল্যানটা চমৎকার।

পেটি শক্ত করে এঁটে ঘোড়ার পিঠে ওঠার জন্যে পাদানিতে পা রাখল রনি। তারপর, কি যেন মনে পড়েছে, এমন ভাব দেখিয়ে আবার সেলুনে ঢুকল। সেলুনের লোকজনের অবাক দৃষ্টি উপেক্ষা করে সোজা কামরা পার হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে গলিতে নামল।

স্পারের শব্দ না তুলে সাবধানে দ্রুত হেঁটে শেরিফের অফিসের দিকে এগোল রনি। দালানটার পিছনে পৌঁছে সতর্ক ভাবে উঁকি দিল। অন্ধকারে সরু গলির মুখে সত্যিই একজন অপেক্ষা করছে। কঠিন একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। নিঃশব্দে রনি লোকটার পিছনে এসে দাঁড়াল। 'শিকার খুঁজছ?' হালকা সুরে প্রশ্ন করল সে।

ট্যারা লোকটা ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। একই সাথে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল। ড্যাশারের শক্ত মুঠির প্রচণ্ড ঘুসিটা পড়ল ওর চিবুকে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসছে, দ্বিতীয় ঘুসিটা ঝুলে পড়া চোয়ালে আঘাত হেনে ওকে অজ্ঞান করে ফেলল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওর শিথিল

দেহটা ঝপ করে মাটিতে পড়ল।

লোকটাকে টপকে গলির মুখে এসে দাঁড়াল রনি।

সংক্ষিপ্ত ধস্তাধস্তির শব্দে সন্দিগ্ধ হয়ে সিগনাল-দাতা তরুণ ঘোড়াটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল। 'ভাসকো? কি হয়েছে?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল সে।

গলি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রনি। 'মতের বিরোধ!'

হঠাৎ সামনা-সামনি পড়ে গিয়ে থতমত খেল তরুণ। অভিজ্ঞতার অভাবে কথায় এড়াবার চেষ্টা না করে সরাসরি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে।

সেলুনের ওপাশে লুকানো লম্বা লোকটাও এদিকে কিছু গোলমাল হয়েছে বুঝে আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগোচ্ছে। ড্যাশারকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে সেও পিস্তল বের করল।

রনি যে কখন পিস্তল বের করেছে দেখতে পেল না ওরা। কেবল নলের মুখে দুটো শিখা জ্বলে উঠতে দেখল। প্রথম গুলি লম্বা লোকটার বাম পকেট ফুটো করল—দ্বিতীয় গুলি বেল্টের দু'ইঞ্চি উপরে পেটে বিঁধল। দুজনের মধ্যে ও-ই বেশি বিপজ্জনক ছিল। তৃতীয় গুলিতে বিস্ফারিত চোখে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল তরুণ। ওর বুলেটটা রনির শার্টের হাতা টেনে বেরিয়ে গেল। চতুর্থ গুলিতে ছেলেটা পিস্তল ছেড়ে মুখ থুবড়ে পড়ল।

ঘুরে, দুই লাফে সরু গলিতে ফিরে এল ড্যাশার। ওখানে কেউ নেই! ট্যারা লোকটার ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

গোলাগুলির শব্দে দরজা-জানালা দিয়ে লোকজন উঁকি দিচ্ছে। কিছু লোক রাস্তাতেও নেমেছে। হার্ডওয়্যার স্টোরের সামনে লম্বা লোকটার ওপর ঝুঁকে আছে দুজন। এগিয়ে গেল রনি। লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে চিত করল।

মারা যাচ্ছে ও। মাথাটা সামান্য তুলে ধরে ওকে একটু আরাম দেয়ার চেষ্টা করল ড্যাশার। মরণাপন্ন লোকটার ওপর তার কোন

আক্রোশ নেই। তবে কোন দুঃখও বোধ করছে না। লোকটা নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছে।

হঠাৎ চোখের পাতা খুলে গেল। লোকটা রনির দিকে তাকাল। 'ফাস্ট!' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল সে। 'তুমি খুব ফাস্ট!'

লোকটার শ্বাস ভারী। আরও লোকজন এগিয়ে আসার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

'সরি,' বলল সে।

'এমন কেন করলে?' প্রশ্ন করল রনি।

'টাকা। ভাসকো দেখেছে।'

'হ্যাডলের ব্যাপারটা কি? তোমরা ওকে চেনো?'

কয়েকবার চেষ্টার পর ওর মুখ থেকে কথা বেরোল। 'চি···চিনি। ওখানে···যেয়ো···না। পারবে না। বাস্তি···শার্পি···ভয়ানক।'

'হ্যাডলের খবর কি? ওরা ভাল তো?' লোকটার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বুঝে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল রনি।

কোন জবাব এল না। কথাগুলো হয়তো লোকটা বোঝেনি, ওর চেতনা এখন ঝিমিয়ে আসছে। তবু ঠোঁট নড়ে উঠল, কি যেন বলার চেষ্টা করছে ও। 'হাসির···কথা···হাড্ডিসা···র!' কথার সাথে লম্বা মানুষটার জীবনও ফুরাল।

উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তল দুটোতে গুলি ভরে নিল রনি। তরুণ ছেলেটার কাছে কয়েকজন ভিড় করে আছে। ওদের মধ্যে বারটেন্ডারকেও দেখা যাচ্ছে। সাদা এপ্রোনটা আছে ওর পরনে—হাতে একটা শটগান। ওদিকে এগোল ড্যাশার।

'এদিককার কি খবর?' বারটেন্ডারকে প্রশ্ন করল সে।

অন্য একজন জবাব দিল। 'মারা পড়েছে। দুটো গুলিই পেটে বিঁধেছে—ঠিক নাভির ওপর। একটা রূপার ডলার দিয়েই গর্ত ঢাকা যায়।'

'ওদের সাথে আরও একজন ছিল!' বলে উঠল বারটেন্ডার। 'সে

কোথায়?'

'ভেগেছে। তবে যাওয়ার আগে চোয়ালে একটা চোট নিয়ে গেছে।'

নিজের ঘোড়া, টপারের কাছে ফিরে এল রনি। জিনে উঠে বসতেই সাদা গেল্ডিঙটা পরিচিত ফিরতি ট্রেইল ধরল। রনির জন্যে বাক উইলিয়ামস র‍্যাঞ্চে অপেক্ষা করছে। দেরি দেখে নিশ্চয় এতক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছে বুড়ো।

র‍্যাঞ্চে ফিরে দেখল, সাপার খেতে বসেছে বাক। ওর স্ত্রী জেনি খাবার বেড়ে দিচ্ছে। শার্টের বোতাম খুলে টাকার প্যাকেটগুলো টেবিলে রাখল রনি।

'সেই কখন বেরিয়েছ, আর ফেরার নাম নেই! আমার তো দুশ্চিন্তাই হচ্ছিল!' অভিযোগ করল বাক।

'দুশ্চিন্তা?' টিপ্পনী কাটার সুযোগ ছাড়ল না রনি। 'আমার ওপর কাজ চাপিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি একা-একা গিলতে বসে গেছ! তোমার চিন্তা করার অবসর আছে?'

'ঠাট্টা রাখো। এত দেরি হলো কেন?' চেহারা দেখেই অভিজ্ঞ বুড়ো টের পেয়েছে রনি কিছু একটা ঘটিয়ে এসেছে।

বাকের একমাত্র ছেলে বছর সাতেক আগে রাসলারদের গুলিতে মারা পড়েছে। অবশ্য র‍্যাঞ্চারের হাত থেকে ওরা কেউ রেহাই পায়নি। কিন্তু ছেলের শোকে চুল পেকে অকালেই বুড়ো হয়ে গেছে বাক। বছর ছয়েক আগে রনি বার ২০ র‍্যাঞ্চে কাউহ্যান্ড হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছে। এরই মধ্যে সে র‍্যাঞ্চের সেকেন্ড-ম্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কাজেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা আর সাহসের পরিচয় পেয়ে বাক ওকে একটু ভিন্ন নজরে দেখে। হয়তোবা নিজেও যৌবনে ওই রকম বেপরোয়া ছিল বলেই—কিংবা ছেলের অভাব কিছুটা পুরোন্ হওয়ার কারণে। একই রক্ত না হলেও ওদের মধ্যে সুন্দর একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

র‍্যাঞ্চারের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা চেয়ার টেনে সাপার খেতে

বসে পড়ল রনি। বাককে আরও একটু না জ্বালিয়ে মুখ খুলবে না। প্লেটে রসাল মাংসের একটা বড় চাক আর সবজি তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করল। ওর কাপে কফি ঢেলে দিল জেনি।

'কি হলো—শহরে কি ঘটেছে বললে না?' তাড়া লাগাল বাক।

ধীরে-ধীরে শহরে যা-যা ঘটেছে সব খুলে বলল রনি। কেবল বাড হ্যাডলের বিপদ সম্পর্কে আউটলর কথাগুলো চেপে গেল। রনির কথা শুনে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল জেনি। আউটলদের সম্পর্কে কিছু মামুলি কথাবার্তা বলল বাক। কিন্তু রনির মন তখন অনেক দূরে—ট্রেইলে।

হ্যাডলে যদি সত্যিই কোন ঝামেলায় পড়ে থাকে তবে সময় মতই ওখানে পৌঁছবে রনি। চমৎকার মানুষ বাড। বিশাল আর কঠিন লোক—কিন্তু অতিথিপরায়ণ বলে ওর খ্যাতি আছে।

আউটল মরার আগে কিছু নাম উল্লেখ করেছিল—মনে পড়ল রনির।

কি যেন বলেছিল? বান্ডি আর শার্পি। শার্পি!

চমকে উঠল রনি। কাপ নামিয়ে রাখতে গিয়ে টেবিলে ঠুকে গিয়ে একটু কফি চলকে পড়ল।

'কি হলো?' জানতে চাইল বাক। ধুরন্ধর চোখ দুটো জবাব খুঁজছে। 'কিছু মনে পড়েছে?'

'কই, না তো?'

'তোমাকে আমি ভাল মতই চিনি, রনি,' বলল বাক। 'বিশেষ একটা চিন্তা তোমার মাথায় এসেছে।'

কাপটা তুলে নিয়ে হাত দিয়ে টেবিল মুছল রনি। ভাব দেখাচ্ছে যেন কিছুই হয়নি।

'ডাগ মারফি ফিরেছে?'

বাকের চোখ উজ্জ্বল হলো। জেনির উদ্দেশে সে বলল, 'দেখেছ? আমি জানতাম! একটা বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছে ও। নইলে এই সময়ে হঠাৎ মারফির কথা জিজ্ঞেস করত না!'

আরও এক চাক মাংস আর কিছু আলু ফর্ক বিঁধিয়ে নিজের প্লেটে

তুলে নিল রনি। 'কেন? ওর কথা মনে আসাই তো স্বাভাবিক। ডাগ একজন টপ কাউহ্যান্ড। ল্যাসো ছোঁড়া আর ঘোড়া বশ করায় সে ডেড-শট ওয়াইলসের মতই ওস্তাদ!'

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রনির দিকে চেয়ে থাকল বাক।

'হ্যাঁ, পিস্তলেও ওর হাত দারুণ। আর ডাগের মত ঝামেলার মোকাবিলা করতে তৈরি মানুষও আমি একটার বেশি দুটো দেখিনি!'

'সেটা আবার কে?' প্রশ্ন করল রনি।

'বোঝো না? আমার মনে হয় বিপদের সাথে তোমার ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়তা আছে। যেখানেই যাও, সেও হাজির! কত লোক শহরে যাচ্ছে-আসছে, কিছুই ঘটে না—কিন্তু তুমি গেলে কিছু-না-কিছু ঘটবেই!'

'এই ট্রিপে কিছু ঘটার চান্স নেই,' নির্বিকার চেহারায় মিথ্যা বলল রনি। 'তোমার টাকা আমি নিরাপদে বাডের কাছে পৌঁছে দেব।'

বাককে সান্ত্বনা দিল বটে, কিন্তু শার্পির নামটা ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। অবশ্য শার্পি নামের আরও অনেক লোক থাকতে পারে। বাডি তার অপরিচিত। এক শার্পির কথা সে শুনেছে, এবং যা শুনেছে তার পুরোটাই খারাপ।

শার্পি বুমার প্রথমে মোষ শিকারি ছিল। পরে শিকার ছেড়ে পশ্চিমের একটা বুনো শহরে মার্শাল হিসেবে কাজ নেয়। কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারল না—যথেচ্ছ হত্যার কারণে তার চাকরি গেল। ওখান থেকে সরে লোকটা এল্‌স্‌ওয়ার্থ, অ্যাবিলিন, ডজ, সিমেরন, ব্লুমফিল্ড, ইত্যাদি শহরে ঘুরেছে। প্রত্যেক শহরেই পিস্তলের লড়াইয়ে সে মানুষ মেরেছে। তারমধ্যে অন্তত দুটো ছিল স্রেফ খুন। বদমেজাজ আর কথায়-কথায় পিস্তল তোলার অভ্যাসের কারণে বন্ধুর বদলে কেবল শত্রুই বেড়েছে ওর।

এরপর হঠাৎ করেই গা-ঢাকা দিয়েছে শার্পি। নেভাডা আর মনট্যানার মাইনিঙ ক্যাম্পে গুজব শোনা যায় যে লোকটা ক্যালগেরিতে

একজন মাউন্টেড পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে ওখান থেকে সরে পড়েছে। শহরে ওই মরণাপন্ন আউটল যদি এর কথাই বলে থাকে, তবে সত্যিই বিপদের কথা। শার্পি একটা জঘন্য প্রকৃতির খুনী।

কিন্তু বাড হ্যাডলের র‍্যাঞ্চে ওই ধরনের লোক কি করছে? ভেবে পাচ্ছে না রনি। তাছাড়া পিস্তলবাজের ভয়ে ভীত হওয়ার লোক নয় বাড। হয়তো মিছেই দুশ্চিন্তা করছে ও।

'সকালেই রওনা হব আমি,' বলে উঠল সে। 'এই লম্বা যাত্রায় ধীরে-সুস্থেই এগোব। কিছু কঠিন এলাকা পেরোতে হবে—তাই ঝুঁকি না নিয়ে কেবল দিনের বেলায় পথ চলব।'

'আমিও তোমার সাথে রওনা হব কি না ভাবছি,' পরিস্থিতি বোঝার জন্যে কথা পাড়ল বাক। স্ত্রীর চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। 'লম্বা পথ। অ্যাপাচিরা আবার রেজারভেশন থেকে বেরিয়ে পড়েছে কিনা কে জানে?'

জেনি কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই সশব্দে হেসে উঠল রনি।

'তোমার কি ধারণা আমার একজন নার্সমেইড দরকার? তুমি এখানে এদিকটা সামলাও। হ্যাডলের টাকা পৌঁছে দিয়ে ওখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করার ইচ্ছা আছে আমার।'

উঠে দাঁড়াল রনি। 'আচ্ছা, সুজানার লেখা শেষ চিঠিটা কি আছে তোমার কাছে?'

'আছে। কিন্তু ওটা দিয়ে কি হবে? চিঠিটা তো তোমাকে পুরোটাই পড়ে শুনিয়েছি আমি?'

'হ্যাঁ। তবু নিজে একবার পড়ে দেখতে চাই।'

বাঙ্কহাউসে ফিরে চিঠিটা পড়তে বসল। একটা জায়গায় মেয়েটা লিখেছে:

রনিকে বোলো, ওর কাছে যেসব খেলা আমি শিখেছিলাম সেগুলোর কথা আমার খুব মনে পড়ে। বিশেষ করে যেটা আমি

সবথেকে বেশি পছন্দ করতাম সেটার কথা। বাবাও প্রায়ই ড্রাই ক্যানিয়নে ওর সাথে প্রথম দেখা হওয়ার কথা স্মরণ করে। অনেকটা সেই রকমই আছি। রনি এলে আমাদের খুব ভাল লাগবে।

রনির মনে আছে, রাসলাররা হ্যাডলেকে ড্রাই ক্যানিয়নে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। ওই সময়ে রনি ওখানে না পৌঁছলে র‍্যাঞ্চারের বাঁচার কোন উপায় ছিল না। চারজন রাসলারের মধ্যে দুজন রনির গুলিতে মারা পড়ার পর বাকি দুজন আত্মসমর্পণ করেছিল।

চিঠিটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসল রনি। যেসব অক্ষরের ওপর দুবার কলম ঘোরানো হয়েছে, কেবল সেগুলো কাগজে লিখে ফেলল।

'ন-ধা-ব-সা-ব-খু-ছি-আ-দে-প-বি'

এবার অক্ষরগুলো উল্টো করে আবার সাজিয়ে লিখল:

'বিপদে আছি খুব সাবধান'

সাধারণ চিঠির ভিতর এভাবে গোপন মেসেজ পাঠানোই ছিল সুজানার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। এর আগে চিঠিটা রনিকে পড়ে শোনানো হয়েছিল বলে ব্যাপারটা সে টের পায়নি। তাছাড়া ওরা যে বিপদে থাকতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেনি ও। এখন বুঝতে পারছে শুধু বিপদ নয়, কঠিন বিপদে পড়েছে ওরা। চিঠিতে স্পষ্ট করে কিছু লেখার স্বাধীনতাটুকুও নেই। অর্থাৎ চিঠি সেন্সর করছে কেউ।

দুই

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়ল রনি। বিদায় দেয়ার সময়ে

বারবার ওকে সাবধান থাকতে অনুরোধ করেছে বাক। আরও বলেছে ডাগ মারফি আর ডেড-শট ওয়াইল্‌স্ ফিরলেই সে ওদের পাঠিয়ে দেবে। রনি অবশ্য বলেছে সে একাই সব সামলাতে পারবে। কিন্তু জানে, বুড়ো তবু ওদের পাঠাবে।

তৃতীয় দিন সকালে স্যান ইসিড্রোর তীরে পৌছার আগেই রনি ট্রেইল ছেড়ে সরে গেল। পাথরের গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ঝর্নার ধারে পৌছল। এমন করার নির্দিষ্ট কোন কারণ নেই—নিছক খেয়াল-বশেই এই বাড়তি সাবধানতা। একটা বিপজ্জনক কাজ হাতে নিয়েছে ও। ট্রেইলে নিজের পার হওয়ার চিহ্ন রাখতে চাইছে না।

ডান দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হর্সশু মেসা। দক্ষিণে কিছুটা দূরে জনসন মেসা প্রাচীরের মত দেখাচ্ছে। গিরিপথ পেরিয়ে ওপাশে রয়েছে বিশাল সমতল জমি। ওর ওপর দিয়েই বইছে উত্তাল কেনেডিয়ান রিভার।

ঘোড়াটাকে পানি খেতে দিয়ে নিচে নামল রনি। পাথরের ফাঁক দিয়ে চুয়ে পড়া পানি বোতলে ভরে নিল। এই ঝর্নাটা নিঃসন্দেহে অ্যাপাচিদের কাছে পরিচিত। কিন্তু আশপাশে কারও উপস্থিতির চিহ্ন দেখতে পেল না। চিন্তিত ভাবে ভুরু কুঁচকাল রনি। আজ সারা সকাল কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তা আর অশুভ আশঙ্কা ওর মন ছেয়ে রেখেছে।

কোন কারণ নেই, তবু অস্বস্তি বোধ করছে রনি। খুব সতর্ক নজর রাখছে সামনের নির্জন এলাকার ওপর।

সামনের ট্রেইলেই কোথাও আছে ভাসকো। কিন্তু ওই আউটলকে ভয় পাচ্ছে না রনি, অ্যাপাচিদের নিয়েই ওর দুশ্চিন্তা। রেজারভেশনেই ওদের থাকার কথা, কিন্তু ইদানীং ইন্ডিয়ান এজেন্টদের অন্যায়-অবিচারে ওরা অতিষ্ঠ হয়ে আবার রেইড করতে শুরু করেছে। দশ-বারোটা রেইডের খবর টুইন রিভার্সেও পৌছেচে।

যে এলাকা দিয়ে রনি এগোচ্ছে, সেটাই ছিল অ্যাপাচিদের শক্ত

ঘাঁটি। জাত-যোদ্ধা ওরা রেইড চালিয়ে লোকজন খুন করে দমকা হাওয়ার মত মরুভূমিতে অদৃশ্য হওয়ায় ওদের জুড়ি নেই।

মাঝ-দুপুর নাগাদ রনি ক্লিফটন হাউস স্টেজ স্টেশনে পৌঁছে যাবে। ওখানে গেলেই এদিকে বর্তমানে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ চলছে কিনা জানা যাবে। হয়তো বাড হ্যাডলে বা সার্কেল এইচ সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

এলাকাটা আবার খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠল রনি। ঝর্নাটা পেরিয়ে গিরিপথ ধরল।

স্তব্ধ পরিবেশ। রনির কঠিন নীল চোখদুটো অনবরত চারপাশ দেখে আবার ট্রেইলের ওপর ফিরে আসছে। এখানে নাল-বিহীন ঘোড়ার খুরের কিছু ছাপও দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমে অনেকদিন হলো আছে ও—অ্যাপাচিদের হালকা ভাবে নেয়ার পাত্র সে নয়।

দুপাশ থেকে ক্যানিয়নের দেয়াল সরে গেল। উন্মুক্ত এলাকায় এসে পড়েছে রনি। সামনে চিকোরিকা ক্রীক দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। কেনেডিয়ানের ওপাশে গ্রামা ঘাসে ছাওয়া খোলা জমি দূরে ব্লু মাউন্টিনস পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্লিফটন হাউস এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। চোখের আড়ালে আছে।

একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকে লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল রনি। শব্দটা আবার শোনা গেল। ওয়্যাগন চালকের পরিষ্কার তীক্ষ্ণ স্বর। পরক্ষণেই গুলির মত আওয়াজ তুলে বাতাসে চাবুক ফোটার শব্দ এল।

'গাধা,' বিড়বিড় করল রনি ড্যাশার। এই এলাকায় অমন চিৎকার করা নেহাত বোকামি।

ঘোড়াটাকে আবার আগে বাড়াল রনি। দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছে গাড়ি চালক ক্রীকের তলায় নেমেছে। এগিয়ে গিয়ে ওয়্যাগনটা দেখতে পেল। ছয়টা বলিষ্ঠ খচ্চর ওয়্যাগন টানছে। একটা লোক আর মহিলা পাশাপাশি বসে আছে। ওদের সাথে বাকস্কিন ঘোড়ার পিঠে রয়েছে চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের একটা ছেলে।

পাথর আর ঝোপের আংশিক আড়াল নিয়ে এগিয়ে গেল ড্যাশার। ঢালু ঢাল বেয়ে ওয়্যাগনটাকে কোনাকুনি ভাবে উপরে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করছে চালক। ছেলেটা আগে-আগে চলছে—পিছন ফিরে চিৎকার করে সে ওয়্যাগনের আরোহীদের কি যেন বলল। গাড়িটা উপরে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কাঁপিয়ে একটা গুলির শব্দ উঠল।

ওপাশের পাথরের ভিতর থেকে একটু ধোঁয়া উঠতে দেখল রনি। মুহূর্তে আড়াল থেকে সাত-আটজন অ্যাপাচি বেরিয়ে ওয়্যাগন লক্ষ্য করে ছুটে এল। ঘোড়া সহ ছেলেটা পড়ে গেছে। খাপ থেকে রাইফেলটা বের করার ফাঁকে দেখতে পেল চালকও তার পুরোনো শার্পস রাইফেলটা তুলে নিয়েছে।

রাইফেল কাঁধে ছুঁইয়েই ট্রিগার টিপে দিল ড্যাশার। উইনচেস্টারটা ওর হাতে লাফিয়ে উঠল। প্রথম অ্যাপাচিটা ঘোড়া থেকে পড়ে কিছুটা ধুলো উড়িয়ে স্থির হয়ে গেল।

ওয়্যাগন চালকও নিশ্চয় একই মুহূর্তে গুলি ছুঁড়েছিল। একটা ঘোড়া পড়তে দেখা গেল। দুদিক থেকে আক্রমণ আসতে দেখে অ্যাপাচিরা একটু হকচকিয়ে গেছে। একটু সামনে বেড়ে আবার গুলি ছুঁড়ল ড্যাশার—দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল।

দ্রুত আরও দুটো গুলি ছুঁড়ে রাইফেল খাপে গুঁজে ঊর্ধ্বশ্বাসে ইন্ডিয়ানদের লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল রনি। অ্যাপাচিরা পাথরের পিছনে আড়াল নিতে ছুটছে। পাথরের কাছে পৌঁছার আগেই প্রথম জনের পথ আটকে দাঁড়াল ড্যাশার। মরিয়া হয়ে অ্যাপাচি লোকটা সোজা ওর দিকেই এগিয়ে ছুরি হাতে ঝাঁপ দিল।

ডান দিকের পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছিল ড্যাশারের হাতে—ভারী নলটা সজোরে ছুরি ধরা হাতের ওপর নামিয়ে আনল সে। ইন্ডিয়ানের কব্জির হাড় ভেঙে গেছে। ব্যথায় চিৎকার করে নিচে পড়ল লোকটা। ঘোড়ার খুরের তলায় পিষে ওর চিৎকার গোঙানিতে পরিণত হলো।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওয়্যাগনের কাছে ফিরে এল রনি। চালক

ঘোড়ার তলা থেকে ছেলেটাকে বেরোতে সাহায্য করছে।

'তুমি ঠিক সময় মত এসে পড়েছিলে, মিস্টার!' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল ছেলেটা। 'নইলে আমার বাঁচার কোন উপায় ছিল না!'

ওয়্যাগন-ড্রাইভারের চেহারাটা বিষণ্ণ। একেবারে সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ—ভয়ে এখনও কাঁপছে লোকটা।

'ধন্যবাদ, মিস্টার,' বলে সরু হাত বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। 'সত্যিই সাহায্য করেছ!'

লোকটার চোখ দুটো এখন ওকে যাচাই করে দেখছে। কৌতূহল প্রকাশ পাচ্ছে ওর চোখে।

'গোলাগুলিতে তোমার দারুণ হাত,' মন্তব্য করল লোকটা। 'তুমি কি এদিককার লোক?'

'ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছি,' বলল রনি। 'ভাবছি পশ্চিমে মগোলন্‌সের দিকটা একটু দেখব।'

লোকটার চেহারা একটু আড়ষ্ট হলো। সতর্ক ভাবে সে বলল, 'ওই এলাকা থেকে দূরে থাকাই ভাল—বন্ধু হিসেবেই বলছি। এসব এলাকা আমি চিনি। বছর দুই হলো ম্যাকক্লিল্যানের কাছে র‍্যাঞ্চ করছি। এইমাত্র কলোরাডো থেকে বউ আর ছেলেকে নিয়ে ফিরছি। মগোলন্‌স্ এড়িয়ে চলাই তোমার জন্যে ভাল। অবশ্য যদি...'

কথার মাঝখানেই হঠাৎ থেমে গেল লোকটা। নার্ভাস ভাবে জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁট ভেজাল।

'যদি কি?' লোকটার ওয়্যাগনের পাশে-পাশে ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোচ্ছে রনি।

'কিছু না।' লোকটা ওর চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। 'তোমাকে আবারও ধন্যবাদ। তোমার জন্যেই আমরা এ যাত্রা বেঁচে গেছি। কথাটা আমি ভুলব না।' মুখ তুলে তাকাল সে। 'আমার নাম মরগ্যান। ম্যাকক্লিল্যানের ছয় মাইল উত্তরে আমার র‍্যাঞ্চ। যখন খুশি এসো।'

মগোলন্‌স্ সম্পর্কে লোকটার রহস্যময় মন্তব্যে কৌতূহল বোধ

করছে রনি।

'আমি ক্লিফটনের দিকে যাচ্ছি। হয়তো ওখানেই আজকের রাতটা কাটাব। চলো একসাথেই এগোই।'

'ওখানকার খাবারটা ভাল,' মন্তব্য করল মরগ্যান।

এই এলাকায় তথ্য জোগাড় করার সবথেকে খারাপ উপায় হচ্ছে প্রশ্ন করা। এটা ভাল করেই জানে রনি। সে নিজেও চাপা প্রকৃতির, কিন্তু পশ্চিমের লোকের তুলনায় কম। কিছু-কিছু এলাকায় প্রশ্ন করা বা মুখ খোলা দুটোই খারাপ। তবু কিছু তথ্য পাওয়ার আশায় মামুলি কথাবার্তা চালিয়ে গেল রনি।

শেষে ছেলেটাই ওর সাথে কথা শুরু করল। 'তোমার ঘোড়াটা চমৎকার! কিন্তু ওটাকে মাসট্যাঙ বলে আমার মনে হচ্ছে না।'

'ঠিকই ধরেছ,' ব্যাখ্যা করল রনি। 'এখান থেকে উত্তরে একটা ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ আছে। লোকটা আমার বন্ধু। ওর একটা উপকার করায় সে আমাকে এই ঘোড়াটা উপহার দিয়েছে। টপারের মা অ্যারাবিয়ান মেয়ার আর বাপ হচ্ছে বিশাল আইরিশ স্ট্যালিয়ান। এর হাঁটাই অনেক ঘোড়ার দৌড়ানোর মত দ্রুত।'

'এই রকম একটা ঘোড়াই আমার পছন্দ!' গদগদ স্বরে বলল ছেলেটা। 'ওকে আমি বাতাসের আগে ঢাল বেয়ে ছুটে নামতে দেখেছি!' রনির দিকে মুখ তুলে চাইল সে। 'আমার নাম জেরোমি। তোমার কি নাম?'

রনি দেখল এই প্রশ্নে ড্রাইভারের মাথাটা সামান্য এদিকে ফিরেছে। ওর কৌতূহল স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু সেও জানে পশ্চিমে প্রশ্ন করা হারাম।

'আমার নাম রেগান,' সহজ সুরেই জবাব দিল ড্যাশার। 'কিন্তু বেশিরভাগ লোক আমাকে রেড রিভার বলে ডাকে।'

ক্লিফটন হাউসে পৌঁছানো পর্যন্ত ওরা নিচু স্বরে আলাপ চালাল। স্টেজ স্টেশনে চারটে জিন চাপানো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে

ওটা বেশ জনপ্রিয়। একটা ওয়্যাগনও একপাশে দাঁড় করানো রয়েছে। আশপাশে কয়েকজন ইতস্তত দাঁড়িয়ে সময় কাটাচ্ছে। ওদের চোখ প্রথমে মরগ্যানের ওপর থেকে ঘুরে রনিকে দেখে আবার মরগ্যানের দিকে ফিরল।

ছেঁড়া জামা আর মাথায় নোঙরা সমব্রেরো পরা একটা হ্যাঙলা লোক মরগ্যানের দিকে এগিয়ে ওর সাথে কথা বলল। লোকটার দাঁতগুলো বড়-বড়, উরুর সাথে বাঁধা রয়েছে ওর পিস্তল।

মেক্সিকান আস্তাবল-রক্ষী রনির দিকে এগিয়ে এল।

'কর্ন আছে তোমাদের?' প্রশ্ন করল রনি। 'থাকলে ওকে কিছু খেতে দাও। কাল সকালেই আমি আবার রওনা হব।'

'সি, সেনিয়র।' লোকটা রনির উরুর সাথে বাঁধা পিস্তল দুটো আর রাইফেলটা খেয়াল করল। রাইফেলটা খাপ থেকে বের করে নিয়েছে রনি।

মরগ্যান আর বড় দাঁতওয়ালা লোকটা ওকে লক্ষ করছে। ওদের উপেক্ষা করে লম্বা কামরাটায় ঢুকল ড্যাশার। বারে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। কয়েকজন একটা টেবিলে বসে ড্র পোকার খেলছে।

'পথে কোন ইন্ডিয়ান দেখেছ?' প্রশ্ন করল একজন বিশাল লোক। শেভ না করায় বক্তার চেহারা কালচে দেখাচ্ছে।

'হ্যাঁ।' দরজার দিকে মাথা ঝাঁকাল রনি। 'মরগ্যান আর আমার সাথে ওদের ছোট একটা মোকাবিলা হয়ে গেছে। ওরা সাত-আটজন ছিল।'

'পড়েছে কেউ?'

'চার বা পাঁচজনও হতে পারে।'

সঙ্গীর সাথে মরগ্যান ভিতরে ঢুকেছে।

'চমৎকার শুটিঙ, মরগ্যান,' বলল বিশাল লোকটা। 'আমি জানতাম না তোমার হাত এত ভাল।'

'আমি না। রেগান একাই চারজনকে মেরেছে। আমার এক গুলির

শার্প নিয়ে আজ ওদের হাতে নির্ঘাত মারা পড়তাম। আমি একটাকে ফেলেছি। লোড করে ওঠার আগেই ওরা আমাদের ধরে ফেলত। ছেলেটা নিজের ঘোড়ার নিচে আটকা পড়েছিল।'

'ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলে তুমি,' বিশাল লোকটা বলল। 'তোমার নাম রেগান? আমি সায়মন ড্রিল। পশ্চিমে আমার র‍্যাঞ্চ।'

'যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে র‍্যাঞ্চ করার জন্যে কঠিন এলাকা বেছে নিয়েছ তুমি,' বলল ড্যাশার।

'এদিকে থাকার কথা ভাবছ?' প্রশ্ন করল সায়মন। 'কাজ করতে চাইলে ডি বারে এসো। আমার ভাল লোক দরকার।'

'হয়তো পরে।' হাসল রনি। 'এখনও ফতুর হইনি আমি।'

সবাই হেসে উঠল।

'তোমার ঘোড়াটা সামলে রেখো,' পরামর্শ দিল সায়মন। 'এই দেশে ভাল ঘোড়া অদৃশ্য হতে সময় লাগে না।'

হঠাৎ কামরাটা স্তব্ধ হয়ে গেল। মরগ্যানের দেঁতো সঙ্গী ধীরে সোজা হয়ে র‍্যাঞ্চারের দিকে ফিরল। সায়মন সেটা খেয়াল করে থাকলেও ওর আচরণে টের পাওয়া গেল না। কামরার নীরবতা উপলব্ধি করে রনি বলল, 'আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে ওরা ঘোড়া চোরের জন্যে দড়ির ফাঁস ব্যবহার করে।'

'এখানেও আমরা কেউ-কেউ সেটাই করার ইচ্ছা রাখি।' সায়মন কথা বলছে, কিন্তু একা রনিকে বলছে না—কামরার সবাইকেই শোনাচ্ছে। এবং না শোনার ভান করলেও প্রত্যেকটা লোক মনোযোগ দিয়েই ওর কথা শুনছে।

'এখানকারই কেউ?' নাড়ি টিপে বোঝার চেষ্টা করল রনি। 'নাকি মেক্সিকোতে পাচার করা হচ্ছে?'

'দুটোই,' জবাব দিল সায়মন। বুড়ো আঙুল দুটো বেল্টের ফাঁকে গুঁজল সে। রনি খেয়াল করল লোকটার কোমরে একটাই অস্ত্র ঝুলছে—তাও বেশি উঁচুতে। 'বেশির ভাগ এখানেই থাকছে। আমার

ধারণা টেক্সাসের রেঞ্চ ডিটেকটিভরা খুঁজলে পাহাড়ী মাঠগুলোতে অনেক হারানো গরু-ঘোড়া দেখতে পাবে। র‍্যাঞ্চারদের সবার এক হয়ে রাসলারদের চুরি বন্ধ করার সময় এসে গেছে। হান্ট'—তাস খেলোয়াড়দের একজন মুখ তুলে তাকাল—'তুমি এতে আমার সাথে আছ?'

সায়মনের দিকে চেয়ে ঢোক গিলল হান্ট। 'আমার কোন স্টক খোয়া যায়নি—অর্থাৎ তেমন কিছু না।'

সায়মন ড্রিলের চেহারা কঠিন হলো। 'তাহলে ব্যাপারটা এই রকম? ভাল, কিন্তু এমন অনেকে আছে যারা ওই লাইনে ভাবে না। শূটিঙ শুরু হলে কেবল দুটো পক্ষ থাকবে। হয় আমাদের পক্ষে, নইলে বিপক্ষে!'

কালো সরু গোঁফওয়ালা একজন পাতলা গড়নের লোক শান্ত স্বরে বলল, 'এই ধরনের কথা একটু নিচু স্বরে বলা ভাল, সায়মন।' কথাটা যদি শার্পির কানে যায়, সে হয়তো এটা পছন্দ করবে না।'

সায়মন অটল রইল। 'আমি শার্পিকে অভিযুক্ত করিনি। কারও বিরুদ্ধেই আমি অভিযোগ আনিনি। কিন্তু সময় এলে আমি ঠিকই নাম বলব।'

'তুমি শার্পি বুমারের কথা বলছ না তো?' কথার ছলে প্রশ্ন করল রনি। 'একজন শার্পি বুমারের কথা আমি শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।'

'শুনেছ?' বড় দাঁতওয়ালা লোকটা বলল। 'না শোনার কোন কারণ নেই! সে এই দেশের সবথেকে ফাস্ট গানম্যান! আমার ধারণা ওয়েস হার্ডিনও ওর সামনে কিছুই না!'

'কি করছে ও? র‍্যাঞ্চিঙ?' জানতে চাইল রনি। 'আমি শুনেছিলাম একটা শহরের মার্শাল হিসেবে যথেচ্ছ পিস্তল ব্যবহার করত ও—জুয়াড়ীদের সাথে বেশ খাতিরও ছিল।'

'সে র‍্যাঞ্চিঙই করছে,' জবাব দিল সায়মন। 'হ্যাডলে নামের একটা র‍্যাঞ্চারের সাথে জুটেছে ও।'

ব্যস্তভাবে দরজার দিকে এগোল মরগ্যান। যেন বেরিয়ে পড়তে

পারলেই বাঁচে। ওর দিকে চেয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সায়মন। কিন্তু কিছু বলার আগেই বেরিয়ে গেল লোকটা। এক মুহূর্ত পরে সায়মন মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে দেখাল। 'ওর কাছে কিছু ভাল স্টক আছে,' বলল সে।

দেঁতো লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। 'অর্থাৎ?' ওর স্বরে অশুভ সুর। 'মরগ্যান আমার বন্ধু।'

আবার কামরাটা স্তব্ধ হলো। দুজনকে যাচাই করে দেখে র‍্যাঞ্চারের জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ করছে রনি। কিন্তু ওদের কথার মাঝে নাক গলাবার অধিকার ওর নেই—এবং তা সে করবেও না।

রনিকে অবাক করে দিয়ে র‍্যাঞ্চার নিজেই চমৎকার ভাবে পরিস্থিতি সামলে নিল। বলল, 'মানে আবার কি? কিছুই না। আমি ওর তাগড়া মিউলগুলোর কথা বলছিলাম। মিসৌরির এপাশে আর এত ভাল মিউল আমি দেখিনি!'

গানম্যানকে উপেক্ষা করে ওর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সায়মন।

এক মিনিট পর আবার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। রনি দেখল লোকটা চলে গেছে। নিচু স্বরে সে বলল, 'মরগ্যানের বন্ধু লোকটাকে দেখে মনে হয় পিস্তলে হয়তো ওর হাত ভাল।'

'তা ঠিক।' সায়মনের স্বর শুষ্ক। 'ওর নাম জনি রিগ। লোকটা পিস্তলবাজ। হ্যাডলের র‍্যাঞ্চে কাজ করে।'

'জনি রিগ? তাই? এমন নাম ও কোথায় পেল?'

হেসে উঠল সায়মন। 'আর পাঁচজনের মত। মহরহ নাম বদলায় ওরা।'

'হর্স স্প্রিঙসের ট্রেইলটা কেমন?' প্রশ্ন করল রনি। 'ওই পথেই যাব আমি।'

'প্রায় আগের মতই।' রনিকে যাচাই করে দেখল সায়মন। 'ওই চাকরিটা খোলা রইল, বন্ধু।' মাথা ঝাঁকিয়ে পিস্তল দুটোর দিকে ইঙ্গিত করল র‍্যাঞ্চার। 'ওগুলোয় তোমার ভাল হাত আছে বুঝতে পারছি।'

মাথা নাড়ল রনি। 'হয়তো পরে।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরল সায়মন। 'শোনো,' শান্ত স্বরে বলল সে, 'তুমি যদি হর্স স্প্রিঙসের দিকে যাও তবে তোমার ঘোড়া আর টাকা, দুটোই ভাল মত সামলে রেখো।'

লোকটার যাওয়া দেখল রনি। তারপর পোকার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পেশাদার জুয়াড়ীর নজর নিজের ওপর অনুভব করেও ওকে উপেক্ষা করল সে। দেখল জুয়াড়ীর হাত বেশ চালু এবং লোকটা চতুর। জিতছে ও, কিন্তু সামান্যই। এই খেলায় ওর হয়তো কয়েক ডলার জিত থাকবে। অনেক জুয়াড়ীই বেশি জিততে গিয়ে হয় আর সব খেলোয়াড়দের ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দেয় বা গুলি খেয়ে মরে।

এই লোক বারবারই জিতবে, কিন্তু একবারে বেশি নেবে না। এসব খেলোয়াড় খেলা ছেড়ে উঠে গেলেও কেউ টের পাবে না যারা জিতেছে সেও তাদেরই একজন।

খেলোয়াড়দের একজন ওকে নাম ধরে ডাকায় রনি জানল লোকটার নাম ডীন। নামটা মনে গেঁথে নিয়ে এক রাতের জন্যে ভাড়া করা কামরায় এসে ঢুকল রনি। সাপার খাওয়ার জন্যে একটা স্যান্ডউইচ কিনে এনেছে।

কামরায় গরুর চামড়ায় ছাওয়া একটা বাঙ্ক, পাশেই কাঠের চেয়ার। একটা ছোট টেবিলে এক জগ পানি আর গামলা রাখা আছে। একটা জানালাও রয়েছে। দরজাটা ভিতর থেকে লাগাবার ব্যবস্থা আছে। দরজা বন্ধ করে গানবেল্ট খুলে চেয়ারের ওপর রাখল রনি। একটা পিস্তল খাপ থেকে বের করে কম্বলের তলায় রাখল। উরুর পাশে ওটা হাতের কাছে থাকবে। সে জানে, বালিশের তলা পর্যন্ত হাত আনার সময় পায়নি বলে অনেকেই রাতের বেলা বিছানায় খুন হয়েছে।

দরজায় হালকা টোকা পড়ল। বাকি পিস্তলটা কোমরে গুঁজে দরজার দিকে এগোল রনি।

'কে?'

'ডীন।' নিচু স্বর। 'আলাপ করতে এলাম।'

বাম হাতে দরজা খুলে দিল সে। ডীন ভিতরে ঢুকে আড়চোখে কোমরে গোঁজা পিস্তলটা লক্ষ করে হাসল।

'এটা ফ্রেন্ডলি ভিজিট।'

'নিশ্চয়,' সায় দিল রনি, 'বিছানার কিনারে বসতে পারো তুমি।'

এগিয়ে বিছানার ওপর বসল জুয়াড়ী। পায়ের ওপর পা তুলে হ্যাট খুলে হাঁটুর ওপর রাখল।

'অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়ার পরেই সায়মনের সাথে পরিচয়?'

'হ্যাঁ।'

লোকটা নিজের মর্জিতে এসেছে, কথা সে-ই বলুক। অপেক্ষা করছে রনি।

'এখান থেকে পশ্চিমের এলাকাটা চমৎকার—যদি ঠিক লোকের সাথে পরিচয় থাকে।'

'হ্যাঁ। বেশিরভাগ এলাকাতেই তাই হয়।'

'টেক্সাস থেকে?'

'অনেক দেশ ঘুরে এসেছি। তোমার মতলবটা কি? তুমি খেলা শুরু করেছ, আমি শো দিয়েছি। তোমার হাতের তাস দেখাও?'

'স্মার্ট!' হাসল ডীন। 'পছন্দ করলাম। রেখে-ঢেকে-চলতে-জানা মানুষের সংখ্যা খুব কম।'

'ছেলেবেলায় শুনেছি, "খালি কলসি বাজে বেশি।"'

'ঠিক।' রনির দিকে চেয়ে ওকে যাচাই করে দেখে ডীন আবার বলল, 'তোমার কায়দায় যারা পিস্তল ঝোলায় তাদের প্রায় সবাইকেই আমি চিনি—কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনে উঠতে পারছি না।'

'তাহলে হয়তো একজন আছে যাকে তুমি চেনো না।'

'বিশ্বাস করা কঠিন। যারা চেনার মত, যেমন ডক হলিডে, বেন থমসন, হিকক, হার্ডিন, আর্প্ এবং আরও অনেকের সাথেই আমার পরিচয় আছে। যাক, সায়মন তোমাকে চাকরি দিতে চেয়েছিল—নিচ্ছ?'

'জবাবটা তুমি শুনেছ—এখনও টাকায় টান পড়েনি আমার।'

'ভাল বেতন দেবে ও।'

একজন ভাল দিলেও অন্য কেউ আরও বেশি দিতে পারে।'

হাসল ডীন। 'তুমি তাহলে কাজের জন্যে সবথেকে চড়া দাম চাও?'

'তুমি চাইতে না?'

'চাইতাম।' নীরবে একটু চিন্তা করে ডীন আবার বলল, 'কিন্তু মানুষ কি পাচ্ছে, সেটা আগে থেকে যাচাই করে দেখতে চায়। লোক-দেখাতেও অনেকে তোমার মত পিস্তল ঝোলাতে পারে।'

'অর্থাৎ?' কঠিন ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে রনি।

হঠাৎ আতঙ্কিত বোধ করছে ডীন। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। 'কিছু না!' বলে উঠল সে। 'কাজের নমুনা না দেখে মানুষ কিভাবে বুঝবে? কাজ দেখাতে পারো?'

চেয়ার থেকে একটু সামনে ঝুঁকল রনি। ওর নীল চোখ দুটো ভয়ানক আর কঠিন হয়ে উঠেছে।

'কেউ যদি বলে সে পিয়ানো বাজাতে জানে,' শান্ত নিচু স্বরে বলল রনি, 'তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে হলে একটা পিয়ানো দরকার। কেউ যদি বলে সে ঘোড়া পোষ মানাতে পারে তবে তাকে বুনো ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিতে হয়। কিন্তু কেউ যদি বলে সে ফাইটার, মিথ্যে বড়াই করছে কিনা বুঝতে হলে তুমি কিছু শুরু করো।'

পরস্পরের চোখে চোখ রেখে দুজন তাকিয়ে আছে। শেষে ডীনই চোখ সরাতে বাধ্য হলো। হেরে গিয়ে রাগ হচ্ছে ওর, কিন্তু পেশাদার জুয়াড়ী সে—তাই চেহারায় কিছু প্রকাশ পেল না।

'তোমার কথায় যুক্তি আছে, বন্ধু। ফাইটার না হয়েও যে বলে সে ফাইটার, সে বোকা। নিজের মরণ সে নিজেই ডেকে আনবে।' একটা চুরুট ধরিয়ে একটু ইতস্তত করল ডীন। 'তুমি কি আমাকেই তোমার মূল্য যাচাই করে দেখার প্রস্তাব দিচ্ছ?'

'আরে, না,' সহজ সরল একটা হাসি দিল রনি। 'আমার মনে হয় না

তুমি পিস্তলবাজ ভাড়া করার লোক। কিন্তু তুমি বা আর কেউ যদি সত্যিই বাজিয়ে দেখতে চায় তবে ওটাই একমাত্র উপায়, কি বলো? শো চেয়ে দেখো লোকটা ব্লাফ দিচ্ছে কিনা। তুমি তো পোকার খেলোয়াড়, এটা নিশ্চয়ই বোঝো?'

মাথা ঝাঁকাল ডীন, দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথায়। 'হ্যাঁ, আমি বুঝি। আমার ধারণা তুমি ব্লাফ দিচ্ছ-মনে করে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে দেখবে তোমার হাতে ফুল হাউস।'

'হয়তো। কিন্তু তাতে কি?'

'তাহলে,' নিজের মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে বলল সে, 'আমি বলব তুমি যদি সায়মন ড্রিলের টাকা চাও, ওর কাছেই কাজ নেও। কিন্তু যে আরও বেশি টাকা দিতে পারবে তার সাথে কথা বলতে চাইলে হর্স স্প্রিঙসে গিয়ে ওল্ড করাল বারের স্যামকে বোলো আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। তুমি কাজ খুঁজছ।'

'ধন্যবাদ।' উঠে দাঁড়াল রনি। 'দেখি, সেটাও করতে পারি।'

'তা যদি না করো,' দরজার কাছে পৌঁছে বলল ডীন, 'তবে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেয়ো। জানাশোনা না থাকলে স্ট্রেঞ্জারের জন্যে এটা অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে।'

'কিংবা যাদের ভুল লোকের সাথে জানাশোনা?'

হাসল ডীন। 'দেখতে পাচ্ছি পরস্পরকে আমরা পরিষ্কার বুঝেছি। তুমি যদি এদিকে থাকো, তবে হয়তো কোন রাতে পোকার খেলা যেতে পারে।'

'হয়তো। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। বাচ্চার হাত থেকে লজেন্স ছিনিয়ে নেয়ার মতই হবে।'

'মানে?' খেপে উঠল ডীন।

'তুমি টেক্স ইউয়াল্টের নাম শুনেছ?'

'কে?' আড়ষ্ট হলো ডীন। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। নামটা যে ওর পরিচিত তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ইউয়াল্ট তাসের সবথেকে

ধুরন্ধর ওস্তাদ। তাসে যত রকম চুরি আছে সবই সে জানে, এবং নিজেও অনেক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছে।

'ভাবলাম তোমার জেনে রাখা ভাল' নরম সুরে বলল ড্যাশার, 'আমি নিজে যেটুকু জানতাম না, তাও টেক্স ইউয়াল্ট আমাকে শিখিয়েছে।'

তিন

ঠগ আর বদমায়েশের আখড়া হয়ে গড়ে উঠেছে ছোট্ট হর্স স্প্রিঙস। ওল্ড করাল সেলুনকে ঘিরেই ওটা গড়ে উঠেছে। সেলুনের মালিক ক্রদার্স হলেও, ওর কর্মচারী স্যাম হাডসনই সব দেখাশোনা করে।

হর্স স্প্রিঙসে নতুন কোন পিস্তলবাজ এলে তাকে যাচাই করে দেখা স্যামের একটা রুটিন-বাঁধা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের তিনটে শ্রেণীতে ফেলা হয়: যারা শার্পি বুমারের কাছে মূল্যবান হবে; যারা খামোকা-রুস্তম বা ধোঁকাবাজ; এবং যারা আইনের লোক।

কিন্তু আজ বিকেলের দিকে যে লোকটা পৌঁছেচে, যার নাম রেভ রিভার হোগান, তাকে কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় তা বুঝে উঠতে পারছে না।

নানারকম ভাব নিয়ে অপেক্ষায় আছে স্যাম। কিন্তু নতুন লোকটা কিছুই প্রকাশ করছে না—একটা মন্তব্যও না।

'খাচ্ছ?' শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করল স্যাম।

'হয়তো। খাবার কেমন?'

'একেবারে সেরা।' স্যাম ভাল খাবার পছন্দ করে। তাই উৎসাহ

দেখাল। 'পেশাদার রাঁধুনী!'

'তাহলে হয়তো কিছুদিন থাকব।'

'কাজ খুঁজছ?'

'হয়তো। তেমন জরুরী না।' রনির শান্ত নীল চোখ স্যামের ওপর এসে স্থির হলো। 'তুমি স্যাম?'

'হ্যাঁ, তুমি কিভাবে জানলে?'

'ক্লিফটনের এক লোক তোমার কথা বলেছিল। ওর নাম ডীন।'

নড করল স্যাম। ডীন ওকে পাঠিয়ে থাকলে যাচাই করেই পাঠিয়েছে। সতর্ক লোক ডীন। সে নিজেও সাবধানী, কারণ শার্পি বুমারের হয়ে কাজ করতে হলে ভুল এড়িয়ে চলাই ভাল।

'ওকে কতদিন হলো চেনো?'

'মোটেও চিনি না। অল্প কিছু কথা হয়েছে মাত্র।'

দরজা ঠেলে একটা লোক ভিতরে ঢুকল। বারের পিছনে আয়নায় জনি রিগকে দেখা গেল। দেঁতো গানম্যান ধীর পায়ে বারের দিকে এগিয়ে এল। ওর 'হাওডি'র জবাবে নড করল রনি। রাই হুইস্কির অর্ডার দিল রিগ।

আড়চোখে স্যামের দিকে তাকাল ড্যাশার। 'খাবার?'

'ওদিকে।' তোয়ালে হাতে দিক নির্দেশ করল সে। 'বীফ আর বীন্‌স্। কিন্তু এমন সুস্বাদু বীন্‌স্ কম লোকেই খেয়েছে।'

'ক্রিওজোটের আগুনে বেক করা?'

'হ্যাঁ।' সমঝদার বুঝে প্রসন্ন হলো স্যাম। 'অবশ্যই! রাঁধুনী আর কোন ভাবে বেক করতে নারাজ।'

প্রশস্ত দরজা দিয়ে খাবার-ঘরে ঢুকল রনি। ভিতরে দুটো 'পটবেলি' স্টোভ জ্বলছে। সন্ধ্যা হতে বেশি দেরি নেই। সাত হাজার ফুট উঁচুতে এখানে সূর্য ডোবার পর চারপাশ দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

গোটা ছয়েক টেবিল রয়েছে ভিতরে, কিন্তু কাস্টমার মাত্র একজন। লোকটার পরনে ধূসর টুইডের স্যুট আর কালো ফ্ল্যাট-টপ হ্যাট।

ঠোঁটের ওপর সরু করে ছাঁটা গোঁফ, আর চিবুকের কাছে সামান্য কিছুটা দাড়ি। লোকটা তার কালো চোখ তুলে রনিকে এক-নজর দেখে নিজের খাওয়ায় মন দিল।

মিনিটখানেক পরে ছোট আকৃতির চটপটে একটা মেয়ে রনির অর্ডার নিয়ে গেল। এই সময়ে জনি রিগ এসে রনির টেবিলেই বসল। অন্য টেবিলে বসা লোকটাকে জনি চেনে কিনা তা ওর ভাবে বোঝা গেল না।

'এই এলাকা র‍্যাঞ্চ করার জন্যে ভাল?' চোখ তুলে প্রশ্ন করল ড্যাশার।

'খুব ভাল, যদি অ্যাপাচিদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে পারো।'

'আশপাশে বড় র‍্যাঞ্চ আছে?'

'কম। বেশিরভাগ ছোট।'

'সার্কেল এইচ কেমন?' রনি টের পেল স্যুট পরা লোকের মাথাটা একটু ফিরল। না শোনার ভাব দেখিয়ে শুনছে। 'ওদের অনেক গরু আছে?'

'কিছু।' কথা বলার আগ্রহ দেখাচ্ছে না রিগ।

'শুনেছি বাড হ্যাডলে দাপটের লোক,' বলে চলল রনি, 'মনে হয় না রাসলাররা ওকে ঘাঁটাতে সাহস পাবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রিগ জোরের সাথে বলল, 'সার্কেল এইচকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না!'

কথাটার যেন আরও গূঢ় কোন অর্থ আছে, ভাবছে রনি। নাকি বাড হ্যাডলে আছে এবং রাসলারদের ঠেকাবার ক্ষমতা রাখে? ওই স্যুট পরা লোকটার সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছে ওর।

খেতে খেতে ভাবছে ড্যাশার। হ্যাডলে আর সুজানার সাথে যত জলদি দেখা করা যায় ততই ভাল। কিন্তু এই দেশে অন্ধের মত এগোনোও ঠিক হবে না। হর্স স্প্রিঙসে কিছু সময় কাটালে সেটা বৃথা যাবে না।

কফি শেষ করে আস্তাবলে গিয়ে সহিসের সাথে বেশ কিছুটা সময় কাটাল ড্যাশার। কিন্তু সরাসরি জিজ্ঞেস করা যাচ্ছে না বলে কাজের তথ্য জোগাড় হলো না। নিজের পরিচয় বেশিদিন গোপন রাখা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না, কারণ ভাসকো এদিকেই কোথাও আছে।

সেলুনে ফিরে দেখল পোকার খেলা চলছে। খেলতে বসার ইচ্ছা ওর নেই। জনিকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে ওর কাছেই একটা আসনে বসল।

'মরগ্যান বাড়ি ফিরে গেছে?' আলাপ জমাবার চেষ্টা করল রনি।

মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল রিগ। 'হ্যাঁ। সে তোমার খুব প্রশংসা করছিল। বলেছে তুমি না থাকলে ওরা মারা পড়ত—সন্দেহ নেই।'

'ভাল র‍্যাঞ্চ করেছে?'

'মোটামুটি চলছে।'

'ম্যাকক্লিল্যানটা কেমন?'

'কাউ-টাউন। কিছু মাইনিঙও আছে। আগে ওখানে সৈন্যও থাকত।'

'টাকাওয়ালা শহর?'

কাঁধ উঁচাল রিগ। 'মাঝেমাঝে। ওদিকে একটা বড় মাইন আছে। তাছাড়া র‍্যাঞ্চাররা যখন টাকা দেয় অনেক টাকা জমে।'

'শুনলাম ওখানে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে?'

চোখ তুলে তাকাল রিগ। সতর্ক হয়ে উঠেছে। 'তোমাকে কে বলল?'

মাথা হেলিয়ে টেক্সাসের দিকে ইঙ্গিত করল ড্যাশার। 'ওদিকের ট্রেইলে একজন বলছিল, ম্যাকক্লিল্যান থেকে চিঠি পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্কে লুট হয়েছে।'

'ধরা পড়েছে কেউ?'

শব্দ করে হাসল রিগ। 'ওরা ধরবে? সাহসই পায়নি

'ভীতু শেরিফ?'

অস্বস্তি বোধ করছে গানম্যান। কথা যেদিকে মোড় নিচ্ছে সেটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু আবার এই রেগান লোকটার সাথে যেন একটা পেশাগত মিল খুঁজে পাচ্ছে। 'ঠিক ভীতু নয়, হয়তো গোলাগুলি এড়িয়ে চলতে চায়।'

হাসল রেড রিভার রেগান। 'ধনী শহরে দুর্বল শেরিফ থাকা ভাল না।' এক মিনিট চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'ওই ব্যাঙ্ক আবারও ঝামেলায় পড়তে পারে।'

'তার মানে?'

কাঁধ উঁচাল রনি। 'বলা যায় না, হয়তো কিছু লোক ভাবতে পারে'—মুখ তুলে গানম্যানের চোখে চোখ রাখল সে—'যে আরও একবার লুট করার এটাই উপযুক্ত সময়। একটা ডাকাতির পর আরও একটার কথা ওরা কেউ ভাবতেও পারবে না।'

চিন্তায় জনি রিগের কপালে ভাঁজ পড়ল। পরিকল্পনাটা চমৎকার। লোকটা কি ওকে বাজিয়ে দেখছে? কে ও? চোখ তুলে দেখল স্যাম ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। হঠাৎ অস্থির বোধ করে উঠে দাঁড়াল সে।

'রাত বাড়ছে, আমি চললাম।'

'দেখা হবে,' বলল রনি। 'তুমি আবার কখনও এলে হয়তো ওই ব্যাপারে আরও আলাপ করা যাবে।'

একটু ইতস্তত করে মাথা নাড়ল জনি রিগ। 'তুমি আমার কাছে হেঁয়ালিই রয়ে গেলে, রেগান,' নিচু স্বরে বলল সে। 'তোমাকে বোঝা কঠিন। কিন্তু এই এলাকায় নতুন এসে ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামানো তোমার ঠিক হবে না। এখানে স্থানীয় লোকই স্থানীয় কাজ সামলায়।'

চোখে কাঠিন্য ফুটিয়ে তুলল ড্যাশার। 'মানে তুমি?' ওর স্বরে চ্যালেঞ্জের আভাস। একটু আড়ষ্ট হয়েও নিজেকে সামলে নিল রিগ।

'না,' বলল সে। 'মানে অন্য লোক, যারা কারও নাক গলানো পছন্দ করে না!'

গানম্যান চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে নিজের কামরায় এল রনি।

একটা একটা করে বুট খুলে সশব্দে মেঝের ওপর ফেলল। তারপর হ্যাট খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল—কিন্তু ঘুমাল না।

বেশ কিছুটা দক্ষিণে সার্কেল এইচে বিছানার ওপর বসে শার্পি বুমার একটা পাতলা গড়নের লোকের কথা শুনছে। লোকটার একটা চোখ আধ-বোজা।

'ওর কাছে নগদ পনেরো হাজার ডলার আছে! এবং টাকাটা নিয়ে সোজা এখানেই আসছে সে!'

শার্পি লোকটা লম্বা। ওর কাঁধের চেয়ে পাছা বেশি চওড়া হলেও, কাঁধে থোকা-থোকা পেশি আছে। ভাসকোর দিকে চতুর দৃষ্টি স্থির রেখে সে প্রশ্ন করল, 'তাহলে তোমার সঙ্গী দুজনকেই ও শেষ করেছে?'

নার্ভাস বোধ করছে ভাসকো। "হ্যাঁ।' ঠোঁট চাটল লোকটা। 'আমার ওপর পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করে ওদের মোকাবিলা করেছে। তুমি তো জানো ছেলেটা কাঁচা ছিল। তবু, ওই লোক দারুণ ফাস্ট না হলে দুজনকে একসাথে শেষ করতে পারত না।'

"লোকটার নাম জানো?'

মাথা ঝাঁকাল ভাসকো। 'ও একটা সাধারণ কাউহ্যান্ড। শহরের কাছেই থাকে।'

'নামটা কি?' বিরক্তি প্রকাশ পেল ওর স্বরে।

'ড্যাশার।'

'কে?' সিধে হয়ে বসল শার্পি। 'রনি ড্যাশার?'

'হ্যাঁ।' শার্পির প্রতিক্রিয়ায় অবাক হয়েছে সে। 'ওকে তুমি চেনো?'

নাক দিয়ে একটা শব্দ করল শার্পি। 'বার্ টোয়েন্টির লোক। আমার সাথে সামনা-সামনি দেখা হয়নি বটে, কিন্তু ওর কথা আমি শুনেছি। ঝানু পিস্তলবাজ—সাক্ষাৎ শয়তান! আমার কিছু বন্ধুবান্ধবের সাথে ওর মোকাবিলা হয়েছে, সেই বন্ধুরা এখন কবরে।'

নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ভাসকো। এত অল্পে রক্ষা পেয়ে গেছে বলে

নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে ওর। যার নাম শার্পি বুমারের মত লোককে বিচলিত করে তুলতে পারে, সে সহজ লোক নয়।

উঠে দাঁড়াল শার্পি। ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা লোকটার পাশে ভাসকোকে খাটো দেখাচ্ছে। ভাসকোকে উপেক্ষা করে এগিয়ে পাশের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ওপাশের দরজার তলা দিয়ে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। কামরা পেরিয়ে বন্ধ দরজার তালা খুলে নক করল।

'কে?' একটা মেয়ে শঙ্কিত স্বরে সাড়া দিল।

'শার্পি। দরজা খোলো।'

হুড়কো নামানোর আওয়াজের পর দরজা খুলে গেল। মেয়েটা একপাশে সরে দাঁড়াল।

কামরাটা বড়। বেশ রুচিশীল আসবাবপত্র। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। সাথে একটা পটবেলি স্টোভও ঘর গরম রাখার জন্যে জ্বালানো আছে। বই আর কাগজ-পত্র প্রচুর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোন অস্ত্র ওখানে নেই। ঘরে দুজন থাকে। মেয়েটা; আর কম্বলে পা ঢেকে চেয়ারে বসা বিশাল আকৃতির এক বুড়ো।

বাড হ্যাডলে ঠিক বুড়ো নয়; মাঝ-বয়সী। কিন্তু গত কয়েক মাসে ওর বয়স অন্তত বারো বছর বেড়ে গেছে। ঢাল বেয়ে নিচে নামার সময়ে ওয়্যাগন উলটে রুক্ষ পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে ওর দুই উরু, কোমরের হাড়, আর কলারবোন ভাঙার পর এখন এই অবস্থা। কয়েক মাস বিছানায় পড়ে থাকার সুযোগে শার্পি বুমার কৌশলে র‍্যাঞ্চের কর্তৃত্ব আগে ধীরে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।

এখন হ্যাডলে আর সেই আগের হ্যাডলে নেই, কেবল কাঠামোটাই পড়ে আছে। নিজের এই অক্ষমতা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে আরও ভেঙে পড়েছে সে। নিজের বা মেয়ের জন্যে কিছুই করার উপায় নেই ওর। সুজানা আঠারোয় পা দিয়েছে। চমৎকার ছিপছিপে গড়ন, সুন্দর কোমল চেহারা। কিন্তু শার্পির দিকে যখন তাকাল, চোখে কোমলতার বিন্দুমাত্র

আভাস থাকল না।

'রনি ড্যাশার কিজন্যে আসছে?' কঠিন স্বরে বাডের কাছে জানতে চাইল শার্পি।

হ্যাডলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ড্যাশার? এখানে আসছে?' দাঁত বের করে হাসল সে। 'তুমি কি এখনই বিদায় নিচ্ছ? নাকি সীসা হজম করার জন্যে থাকবে?'

'বোকার মত কথা বোলো না!' ধমকে উঠল শার্পি। 'তুমি ওর কাছে টাকা পাও?'

'ওর কাছে? এক পয়সাও না! অবশ্য বাক উইলিয়ামসের কাছে পাই,' চিন্তাগ্রস্ত ভাবে বলল বাড। 'হয়তো ওই টাকাই সে আনছে।'

সুজানার দিকে ফিরল শার্পি। মেয়েটার চোখে বিজয়-উল্লাস দেখে চতুর গানম্যানের মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। র‍্যাঞ্চটা পুরোপুরি নিজের আয়ত্তে আসার আগে, বাইরের কারও মনে সন্দেহ না জাগাবার উদ্দেশ্যে, মেয়েটাকে সে মাঝেমাঝে চিঠি লিখতে দিয়েছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটা চিঠি পোস্ট করতে দেয়ার আগে সে নিজে পড়ে দেখেছে। সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পায়নি। শার্পি বোকা নয়, সে আঁচ করছে এই সময়ে এখানে আসার পিছনে হয়তো ড্যাশারের গূঢ় কোন মতলব থাকতে পারে।

'ও এখানে এসে পৌঁছবে মনে করে আশায় বুক বেঁধে বোকার মত কিছু করে বোসো না,' ওদের সাবধান করল শার্পি। 'আমার অজান্তে কেউ এই র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পারবে না। জানো'—ওর স্বরে গর্ব প্রকাশ পেল— 'এই এলাকার সত্তর মাইলের মধ্যে কেউ এলেই সে-খবর আমার কাছে আসে। চারদিকের যেখানেই ওকে দেখা যাক, আমি জানব।'

'তাহলে এখনও পৌঁছেনি ও?' প্রশ্ন করল সুজানা। শার্পির প্রথম প্রশ্নে সে ধরে নিয়েছিল রনি কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

'ড্যাশার?' মাথা নেড়ে একটা চেয়ারে বসল সে। 'না, আশপাশে কোথাও নেই। ওই গাধা ভাসকো আর তার দুই সঙ্গী ওকে টুইন

রিভার্সে ব্যাঙ্ক থেকে পনেরো হাজার ডলার তুলতে দেখেছে। ওরা ড্যাশারকে চেনে না, মনে করেছিল কাজটা সহজ হবে।'

'ভাসকো মারা গেছে?' খুশি হয়ে উঠল বাড।

বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল শার্পি। ভাবল, লোকটার প্রায় পঙ্গু অবস্থা, আউটলদের কবলে পড়ে সে সর্বস্ব হারাতে চলেছে, তবু নির্ভীক; উদ্যম হারায়নি।

'না, সে মরেনি,' জবাব দিল গানম্যান। 'চোয়ালে আঘাত পেয়েছিল, তবে এখন আবার ঠিক মতই খেতে পারছে। কেবল ওর সঙ্গী দুজন মরেছে।'

খুশিতে হেসে উঠল বাড। 'ওহ্, ড্যাশার যদি তার দলবল নিয়ে এই মুহূর্তে এখানে হাজির হত! কিংবা কেবল ড্যাশার আর ডাগ মারফি! তোমাদের শায়েস্তা করার জন্যে ওরা দুজনই যথেষ্ট!'

বিরূপ মন্তব্যের জবাবে নাক দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করল শার্পি। 'বোকার মত কথা বলছ! ড্যাশার এই রকম কঠিন লোকজনের বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়ায়নি। এতদিন শুধু সাধারণ চোর আর ছ্যাঁচোড়দের সাথেই লড়েছে ও।'

উঠে দাঁড়াল শার্পি। 'বাড, আগামীকাল সই করার জন্যে কিছু কাগজ-পত্র নিয়ে আসব আমি। তুমি তৈরি থেকো।'

'আমি সই করব না!' কিন্তু ওর স্বরে ততটা জোর এল না।

কাঁধ উঁচাল শার্পি। এই ধরনের প্রতিবাদ সে আগেও শুনেছে। সে জানে ওকে কিভাবে কাবু করতে হয়। 'তোমার মেয়ের কোন অঘটন ঘটতে পারে ভেবেই তুমি তা করবে,' স্থির বিশ্বাস নিয়ে বলল গানম্যান।

'আমার সর্বকিছু নেয়ার পরেও তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখবে তা আমি কিভাবে জানব? এখনই আমার শক্ত হওয়া দরকার।'

'না, জানো না,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল শার্পি। 'মোটেও না। কিন্তু তুমি জানো, রাজি না হলে সুজানাকে আমি নিজে উপভোগ করে আমার লোকজনের হাতে তুলে দেব। এটা যতদিন ঠেকাতে পারো সেটাই

তোমার লাভ।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল শার্পি। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই সুজানা বলল, 'আমিই রনিকে আসতে বলেছি, ড্যাডি।'

'তুই? কিভাবে?' অবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকাল বাড।

'শেষ চিঠিতে। আমরা কোড মেসেজ পাঠাবার খেলা খেলতাম, মনে আছে? ওই ভাবে।'

'কিন্তু ও যে চিঠিটা ওই ভাবে পড়বে তা তুই কিভাবে জানিস?' সন্দেহ প্রকাশ করল বাড। ওর মনে আশা জাগছে। কিন্তু শার্পির এত লোকজন রয়েছে, রনি একা কি করবে? তবে অতীতে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ও।

'চিঠিতে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি, হয়তো ও বুঝবে। তাছাড়া টাকা দিতে এলেও সে টের পাবে এখানে কিছু গোলমাল আছে।'

'যদি পৌঁছতে পারে।'

ক্ষীণ একটা আশা। কিন্তু অসম্ভব। শার্পি অত্যন্ত ধূর্ত লোক, এবং অ্যাপাচির মত নির্দয়। ওর প্রত্যেকটা কাজে সতর্ক প্ল্যানিঙের পরিচয় পেয়েছে বাড। ওর সাথে আছে চৌকস আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি বার্ডি বুল। ব্যবসার সব লেনদেন সে-ই সামলায়।

শার্পি বুমার ভবঘুরে রাইডার হিসেবে একটা রাত কাটাবার জন্যে সার্কেল এইচে আশ্রয় নিয়েছিল। পরে শিকার করার অছিলায় আরও কয়েকদিন থাকার অনুমতি নিয়ে র‍্যাঞ্চের কাজে সাহায্য করা শুরু করে। এই অ্যাপাচি এলাকায় ভাল কাউহ্যান্ড পাওয়া দুষ্কর, তাই কিছুটা কৃতজ্ঞই বোধ করেছিল বাড।

শার্পির কীর্তিকলাপ বাডের অজানা ছিল না। কিন্তু লোকটা চুপচাপ আর বন্ধুসুলভ ছিল। তারপর বাডের যোগ্য ফোরম্যান চার্লি হর্স স্পিঙসে পিস্তলের লড়াইয়ে মারা পড়ল। তখন কেউ ভাবেনি ওই ঘটনার সাথে শার্পির কোন যোগাযোগ থাকতে পারে। জনি রিগ আর ভাসকোর হাতেই মারা পড়েছে চার্লি। কি নিয়ে বিবাদ তা কেউ জানে না। ক্রস

ফায়ারে ঘটনাস্থলেই শেষ হয়েছে ফোরম্যান।

ওই ঘটনার তিনদিন পর র‍্যাঞ্চের চারজন পুরানো কাউহ্যান্ড অ্যামবুশে মারা পড়ল। শোনা যায় ওটা ইন্ডিয়ানদের কাজ। ওই সময়ে শার্পির উপস্থিতিতে বাডের সুবিধাই হয়েছিল। কাউহ্যান্ডদের মতই কাজ করত সে, কিন্তু বেতন নিতে রাজি হয়নি। এর পরেই দুর্ঘটনায় বিছানায় পড়ল বাড। এবং না বুঝে শার্পির মাধ্যমেই কর্মচারীদের নির্দেশ পাঠাত।

বাড যখন মৃত্যুর সাথে লড়ছে, আর সুজানা বাপের সেবায় ব্যস্ত, সেই ফাঁকে কর্তৃত্ব নিয়ে ফেলল শার্পি। ওকে দিয়েই বাড সব নির্দেশ জারি করছে বলে সে ফোরম্যান হয়ে বসল। কাউহ্যান্ডরা কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেল না।

প্রথমেই নিজেকে কাজের লোক বলে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল বুমার। সুজানাও ওকে বন্ধু বলেই জানত। ভিতরে-ভিতরে কি ঘটছে সেটা টের পেল যখন জানল ভাসকো আর জনি রিগকে কাজে নিয়েছে শার্পি। ওদের বরখাস্ত করার নির্দেশ দিল মেয়েটা, কিন্তু আপত্তি জানাল সে। সুজানা শক্ত হওয়ায় শেষে রাজি হলো শার্পি। কয়েকদিন ওদের আর দেখা গেল না। এই সময়ে তিনজন পুরানো কাউহ্যান্ডকে বিনা কারণে বরখাস্ত করল নতুন ফোরম্যান। ওদের একজন হর্স স্প্রিঙসে মুখ খুলেছিল। কয়েক ঘণ্টা পর ওর মৃতদেহ পাওয়া গেল একটা গলিতে।

থমথমে ভাব নেমে এল র‍্যাঞ্চের ওপর। বাড হ্যাডলে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু বুঝতে পারছে খোঁড়া হয়েই তাকে বাকি জীবন কাটাতে হবে। কি ঘটছে তা টের পাচ্ছে সে, কিন্তু কিছুই করার উপায় নেই। শেরিফের কাছে খবর পাঠাবার চেষ্টা করেছিল, চিঠিটা র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যেতে দেয়া হয়নি। সুজানা নিজে যাওয়ার চেষ্টা করে দেখেছে বাড়িটা পাহারা দেয়া হচ্ছে।

নিজের বাড়িতেই ওরা বন্দি। র‍্যাঞ্চ কর্মচারী সবাই শার্পির লোক। একদিন শার্পি নিজেই এসে শান্ত স্বরে বর্তমান পরিস্থিতি কি জানিয়েছে।

চালকের আসনে বসেছে শার্পি। স্পষ্টই সে বলেছে ওরা যদি তার

কথা মত আদেশ মেনে চলে তবেই বাঁচবে, নইলে মারা পড়তে পারে। একা পেয়ে সুজানাকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে তাকে সাহায্য করলে ওর বাবা নিরাপদ থাকবে। এবং বাডকে বলেছে কথা মেনে না চললে মেয়েটার বিপদ ঘটবে।

শার্পি ভাল করেই জানে বাডের প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধব আছে। প্রথমে সে ভেবেছিল গরুগুলো বিক্রি করে টাকা নেবে। কিন্তু র‍্যাঞ্চটা ওকে প্রলুব্ধ করেছে। শেষে পুরোটাই হাতিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে তদন্ত হোক এটা সে চায় না। তাই আইন-সম্মত ভাব বজায় রেখে সতর্কতার সাথে কাজ করছে, যেন পরে ওর মালিকানা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে না পারে।

শার্পি গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে বাড তাকে পার্টনার হিসেবে নিয়েছে, পরে হয়তো পুরোটাই ওর কাছে বিক্রি করে দেবে। হ্যাডলের অত্যন্ত অসুস্থ থাকার খবরও সে নিয়মিত প্রভাবশালী মহলে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। এবং র‍্যাঞ্চারকে হুমকি, চাপ, আর এমন কঠিন নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, যে কেবল এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে হলেও বাডকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হবে।

বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। সবাই জানছে র‍্যাঞ্চার অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় বর্তমানে কারও সাথে দেখা করছে না, এবং মেয়েটাও তার বাবার পাশ থেকে নড়ে না।

দুপুরের দিকে জনি রিগ র‍্যাঞ্চে পৌঁছল। ওকে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকতে দেখে শার্পি মুখ তুলে তাকাল।

'বস্, হর্স স্প্রিঙসে আমাকে একজন খুব চমকে দিয়েছে,' জানাল রিগ। 'ম্যাকক্লিলানের ব্যাঙ্কটা আবার লুট করার প্রস্তাব দিল। ওকে কঠিন লোক বলেই মনে হলো—দুটো পিস্তল ঝোলায়। তোমার কাজে লাগতে পারে।'

মাথা নাড়ল বুমার। 'বাড়তি লোকের এখন প্রয়োজন নেই।' হঠাৎ

একটা চিন্তা মাথায় আসতেই সোজা হয়ে বসল সে। 'লোকটার নাম কি? চেহারা কেমন?'

'ওর নাম রেগান,' বলল রিগ। 'কালো চুল, তীক্ষ্ণ একজোড়া নীল চোখ, মনে হয় যেন সব ভেদ করে দেখতে পাচ্ছে—'

উঠে দাঁড়াল শার্পি। 'কালো চুল? কাঁধ দুটো একটু সামনের দিকে ঝোঁকানো?' জনিকে নড করতে দেখে শার্পির চোখ সরু হলো। তাড়া দিল সে, 'যাও! এখনই ভাসকোকে নিয়ে আড়াল থেকে লোকটাকে দেখাও! এখনই!'

'নিশ্চয়, বস্।' হ্যাটটা মাথায় পরল জনি। 'তোমার মনে হচ্ছে ও আইনের লোক?'

'লম্যান? তাহলে তো চিন্তাই ছিল না। আমার ধারণা ও রনি ড্যাশার!'

চার

কর্ন পেটে পড়ায় রনির ঘোড়া টপার বেশ দ্রুতবেগেই ছুটছে। ভোরের আলো পুবের আকাশকে ধূসর করে তোলার আগেই হর্স স্প্রিঙসকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। একটা ক্ষীণ ট্রেইল ধরে প্রথমে উত্তরে রওনা হয়ে, পরে কোনাকুনি এগিয়ে মাসট্যাঙ ট্রেইল ধরেছে। কেউ ওকে অনুসরণ করেনি নিশ্চিত হয়ে, শেষে দক্ষিণে যাবার স্টেজ রাস্তা ধরল।

কিছুক্ষণ পর ট্রেইল ছেড়ে পাথর আর গাছপালার ভিতর দিয়ে এগোল। ওর ধারণা, অতিথি-আপ্যায়ন পছন্দ নয় বলে ট্রেইলের ওপর

নজর রাখার ব্যবস্থা করবে শার্পি। তাই পাহাড়ী পথে এগোচ্ছে। সার্কেল এইচ অনেক দূরের পথ। সবার অগোচরে ওখানে পৌঁছতে চায় রনি।

তিন ঘণ্টা সোজা দক্ষিণে এগোবার পর একটা উঁচু পাহাড়ের কাঁধে উঠে থামল। সামনে গভীর আর চওড়া একটা উপত্যকা। কয়েক মাইল দূরে, ওর থেকে প্রায় দুহাজার ফুট নিচে সমতল জমিতে হালকা একটু ধুলো উড়তে দেখে স্যাডলব্যাগ থেকে বিনোকিউলার বের করে খুঁটিয়ে লক্ষ করল। ঘোড়ার পিঠে একজন আরোহী। কিন্তু এত দূর থেকে ঘোড়ার রঙটাও ঠিক চেনা যাচ্ছে না। লোকটা যদি ওর গতিপথ না বদলায় তবে সে রনির পথটা ক্রস করবে। অর্থাৎ সেও হয়তো সার্কেল এইচেই যাচ্ছে।

তবে কি হর্স স্প্রিঙসে অনুপস্থিতি কেউ টের পেয়েছে? লোকটা বুমারকে খবর দিতে চলেছে? কিন্তু রেড রিভার রেগানই যে রনি ড্যাশার, এটা ওখানকার কেউ বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয়নি। ও যে দক্ষিণেই যাচ্ছে, এটাও কারও জানার কথা নয়। আবার আগে বাড়ল রনি। ইচ্ছে করেই সামনের আরোহীর কিছুটা পুবে পন্ডারোসা পাইনের আড়াল দিয়ে এগোল সে। লোকটা কে এবং এই ট্রেইলে কি করছে জানা দরকার।

বাডের দেয়া বিবরণ থেকে রনি জানে সার্কেল এইচ র‍্যাঞ্চটা ঠিক কোথায়। তাই অবাক হয়ে লক্ষ করল লোকটা এলক মাউন্টিনের দিকে রওনা হলো। অচেনা আরোহী অদৃশ্য হওয়ার পর নিচে নেমে ঘোড়ার খুরের ছাপ পরীক্ষা করে দেখল নালগুলো নতুন লাগানো হয়েছে। ওই ছাপ পরেও সে চিনতে পারবে।

কূনি ক্যানিয়নের উত্তরে চওড়া সমতল জমিতে কিছু গরু চরছে। ওগুলো সার্কেল এইচের গরু। অথচ মাত্র আধ-মাইল এগিয়েই একটা বাছুরের চামড়ায় সার্কেল বি ব্র্যান্ড ওর চোখে পড়ল। ছাপটা নতুন!

বুমারের বি? চিন্তায় ভুরু কুঁচকাল রনি। পুবে হিলা নদীর প্রধান শাখার দিকে এগোল সে। ব্ল্যাক মাউন্টিন মেসার উত্তর-পুব কোনা

পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণে যাওয়ার ট্রেইল পেয়ে ওটা ধরেই এগিয়ে চলল। পথে গরুর ব্র্যান্ডগুলো লক্ষ করছে। দেখল, পুরানো স্টকের ব্র্যান্ড সার্কিল এইচ থাকলেও, কমবয়সী নতুন স্টক সবই সার্কেল বি। অবশ্য (H) কে (B) -তে পরিণত করা সহজ কাজ, কিন্তু আপাতত কেবল বাছুরগুলোকেই সার্কেল বি ব্র্যান্ড করা হচ্ছে। এতে চুরি করে ব্র্যান্ড বদল করা হয়েছে বলে কেউ বুমারকে অপবাদ দিতে পারবে না, অথচ কয়েক বছরের মধ্যেই সব গরু সার্কেল বির গরু হয়ে যাবে। চমৎকার দূরদর্শী প্ল্যান।

বীভার পেরিয়ে সার্কেল এইচ রেঞ্জ পিছনে ফেলে এল রনি। পাহাড়ী পথেও দক্ষতার সাথে পথ চলছে টপার। বড়বড় পাথরে ঘেরা একটা জায়গা বেছে নিয়ে কর্ডুরয় ক্যানিয়নের কাছে রাতের জন্য ক্যাম্প করল রনি, কিন্তু আগুন জ্বালাল না।

ভোরে উঠে আবার দক্ষিণে রওনা হলো। বিকেলের দিকে সামনে একজন লোক ওর চোখে পড়ল। কাছাকাছি পৌঁছে রনি হাত তুলল। লোকটা থেমে দাঁড়াল, উইনচেস্টারটা ওর হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা আছে। আরোহী সায়মন ড্রিল, ডি বার র‍্যাঞ্চের মালিক।

'তুমি তাহলে ঠিকই হাজির হয়েছ,' রেড রিভার রেগানকে চিনতে পেরে বলল ড্রিল। 'দক্ষিণে চলেছ, নাকি কাজ খুঁজছ?'

শব্দ তুলে হাসল রনি। 'হর্স স্প্রিঙসে যাওয়ার পরেও আমার টাকাটা এখনও রয়েছে। জায়গাটা নিরিবিলি, তুমি চাইলে হয়তো একটু কথাবার্তা বলার সুযোগ নিতে পারি আমরা।'

'মন্দ কি?' ঘোড়াটাকে ট্রেইল থেকে একপাশে সরিয়ে দাঁড় করাল সায়মন।

'এই এলাকার লোকজন বেশ স্পর্শকাতর, একটুতেই চটে ওঠে,' মন্তব্য করল রনি। 'ওইসব রাসলাররা কি তোমার জন্যে খুব ঝামেলা করছে?'

'কিছুটা।'

'এসব বুমার আসার পর শুরু হয়েছে?'

শান্ত চোখে রনিকে যাচাই করল ড্রিল। 'তুমি আমাকে দিয়ে বলাতে চাইছ শার্পি চোর? সেটা আমি বলব না—যদি বলতেই হয়, তবে ওর মুখের ওপরই পিস্তল হাতে বলব।'

ড্যাশার হাসল। 'আমি যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে সেটা খুব ভুল হবে না।' ওপাশের ব্ল্যাক মাউন্টিনের চূড়ার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রনি। 'হ্যাডলে যখন সার্কেল এইচে একা ছিল তখন এসব ঝামেলা ছিল?'

'মোটেও না!' দৃঢ় স্বরে বলল সায়মন। 'বাডের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক ছিল। ওর ফোরম্যানটাও ভাল ছিল, কিন্তু বেচারা মারা পড়েছে।'

'চার্লি মারা গেছে?' দুর্বোধ্য অনেক কিছু এখন রনির কাছে পরিষ্কার হয়ে এল।

'হর্স স্প্রিঙসে পিস্তলের লড়াইয়ে মরেছে। ভাসকোর সাথে ঝগড়া, কিন্তু জনি রিগই পাশ থেকে বেশি গুলি করেছে। এটা ওদের একটা চালাকি।'

'কথাটা আমি মনে রাখব। তাহলে চার্লি মারা গেছে? সেটা কি শার্পি এখানে আসার পরে?'

'হ্যাঁ, ঠিক পরপরই। কয়েকদিন পর চারজন পুরানো কাউহ্যান্ডও মারা পড়েছে। শোনা যায় অ্যাপাচিদের হাতে—অবশ্য এটা সত্যিও হতে পারে।'

'কিন্তু তোমার তা মনে হয় না?'

কাঁধ উঁচাল সায়মন। 'ওটা আমার নিজস্ব ধারণা।'

আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল রনি। সবই মিলে যাচ্ছে।

'কিন্তু বাড হ্যাডলের কি খবর?' চানতে চাইল সে।

'একটা দুর্ঘটনায় পড়ে খারাপ ভাবে জখম হয়েছে বলে শুনেছি। বেশ কয়েক মাস হলো ওকে বা ওর মেয়েকে কেউ দেখেনি।'

টপারকে আগে বাড়াল রনি। 'চলো, এগোই। বেশিক্ষণ এক জায়গায় স্থির থাকা আমার পছন্দ নয়। তোমার র‍্যাঞ্চটা এখান থেকে কতদূর?'

'মাইল পাঁচেক হবে।' রনিকে কৌতূহলী চোখে দেখছে। 'তুমি এই এলাকা মোটামুটি ভালই চেনো মনে হচ্ছে।'

'অনেকদিন আগে এদিকে একবার এসেছিলাম। তাছাড়া বাডের কাছেও এই এলাকার কোথায় কি আছে শুনেছি।'

'তাহলে তুমি বাড হ্যাডলেকে চেনো?' অবাক হয়েছে সায়মন।

'অবশ্যই চিনি! ওর প্রতিবেশী বাক উইলিয়ামসের র‍্যাঞ্চে কাজ করি—আমি ড্যাশার।'

'রনি ড্যাশার?' চমকে উঠল সায়মন। 'তোমাকে দেখেই আমার চেনা উচিত ছিল। বাড আর তার মেয়ের মুখে তোমার বহু গল্প আমি শুনেছি। ওরা তোমার কথা খুব বলে।'

'ওদের সাথে দেখা করতেই আমি এসেছি। আমার ধারণা ওরা বিপদে আছে।'

'হতে পারে।' ড্রিলের চেহারা গম্ভীর হলো। 'কিংবা আর সবার বিপদ ঘটাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওকে আমি ভাল বলেই জানতাম। কিন্তু শার্পি বুমারের মত লোককে কাজে নিয়ে সে মোটেও ভাল করেনি।'

'বান্ডি নামে কাউকে তুমি চেনো?'

'বান্ডি বুল? নিশ্চয় চিনি, চমৎকার লোক। দেখতেও সুন্দর। ও পিস্তল ঝোলায় না, কিন্তু ওই শক্ত আউটফিটের লোকজনও ওকে সমীহ করে চলে।'

'লোকটার চেহারা কেমন?'

বিবরণ হর্স স্পিঙসে খাবার ঘরে বসা লোকটার সাথে হুবহু মিলে গেল। মাথা ঝাঁকাল রনি। ভুরু কুঁচকে ভাবছে, তাহলে কার কথা ঠিক? মরার আগে আউটল ইঙ্গিত দিয়েছিল যে দুজনের মধ্যে বুলই বেশি

ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ ছয়জন রাইডার গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে পথ আটকে থেমে দাঁড়াল। সায়মনের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আড়চোখে ব্যাপারটা খেয়াল করে রনি বুঝল ওরা সায়মনের শত্রু।

'হাওডি, সায়মন!' নীল শার্ট পরা লোকটা কথা বলছে। বিশাল আকৃতি, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 'আমাদের দেখে তুমি খুশি হওনি মনে হচ্ছে!'

'খুশি হওয়া উচিত?' ড্রিলের স্বর ঠাণ্ডা। 'তোমাকে আমি চিনি, বার্কার!'

'শোনো কথা!' হেসে উঠল বার্কার। 'আমাকে নাকি চেনে! ভাল কথা। পরিচয় আরও গাঢ় করার সময় হয়ে এসেছে। ড্রিল'—সামনে ঝুঁকল বার্কার—'তোমাকে সাবধানে কথাবার্তা বলতে বলা হয়েছে! সব ব্যাপারে নাক গলাতেও মানা করা হয়েছিল! এখন তোমাকে শিক্ষা দেয়া হবে!'

'হাওডি, বার্কার!' শান্ত স্বরে বলল ড্যাশার।

বিশাল লোকটা ওর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। 'তুমি আবার কে?' ছোট ছোট চোখ দুটো চকচক করছে। 'তোমার র‍্যাঞ্চের নতুন কর্মচারী, ড্রিল?'

'আমার লোক না,' বলল সায়মন। 'ও ভবঘুরে লোক। ও এর মধ্যে নেই।'

হঠাৎ লোকটার জন্যে কেমন একটা টান অনুভব করল রনি। সায়মন ভয় পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু এটা রনির ফাইট নয় বলে সে ওকে বাইরে রাখার চেষ্টা করছে।

'ঠিক আছে, ও যদি নাক গলাতে না আসে তবে নীরবেই তামাশা দেখুক।'

হাঁটুর গুঁতোয় টপারকে আগে বাড়াল ড্যাশার। ওর নীল চোখ দুটো বরফ-শীতল হয়ে উঠেছে।

'তামাশা দেখব?' রনির স্বর মোলায়েম হলেও ভয়ানক শোনাল। 'নিশ্চয়! আমি তামাশাই দেখতে চাই! পুরোটাই!' টপার আগে বাড়ছে।

'কী! আমার সাথে ওই সুরে কথা!' রাগে লোকটার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'ফিউরি, ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে দাও!'

পাতলা গড়নের একটা লোক আগে বাড়ল।

'খবরদার!' ধমকে উঠল ড্যাশার!

'বাহাদুরি?' টিটকারির স্বরে বলল বার্কার। 'তোমাকে—' পিস্তলের বাঁট ছুঁলো ওর হাত। পিস্তল দুটো রনির হাতে লাফিয়ে উঠে এল। দুটোই একসাথে গর্জে উঠল। বার্কারের পিস্তল খাপ থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছিল, ওটা আবার পিছলে খাপে ঢুকল। ধীরে, একটা বস্তার মত ঘোড়ার জিন থেকে নিচে পড়ল বার্কার। বোকার মত নিজের রক্তাক্ত হাতের দিকে চেয়ে আছে ফিউরি। রনির দ্বিতীয় গুলি ওর হাতে গভীর দাগ কেটে বেরিয়ে গেছে। পিস্তলটা মাটিতে পড়ে আছে। বাকি লোকগুলো অবাক বিস্ময় নিয়ে জিনের ওপর স্থির বসে আছে।

'খুব দেখালে, স্ট্রেঞ্জার!' রনির দিকে ঘৃণার চোখে তাকাল ফিউরি। 'কাজটা ভাল করলে না!'

'তোমরা ডি বার রেঞ্জে আছ,' হঠাৎ মুখ খুলল ড্রিল। 'ভালয়-ভালয় কেটে পড়ো!' ওর উইনচেস্টারটা লোকগুলোকে কাভার করে আছে।

'মালিকের নির্দেশ তোমরা শুনেছ,' বলল ড্যাশার। 'লাশটা তুলে নিয়ে সরে পড়ো!'

'কাজটা ভাল করলে না,' আবার বলল ফিউরি। 'কথাটা শার্পির কানে গেলে দেখো সে কি করে!'

হেসে উঠল রনি। 'তুমি ছুটে গিয়ে ওকে খবরটা দাও। আর বোলো, রনি ড্যাশার দেখা করতে আসছে, সে যেন তৈরি থাকে। লাল কার্পেট বিছিয়ে, বা পিস্তল হাতে, যেভাবে খুশি।'

পাঁচ

তাকিয়ে থেকে রাইডারদের যাওয়া দেখে রনির দিকে মুখ ফেরাল সায়মন। ওর চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

'ওহ্, দারুণ ফাস্ট তোমার হাত!' বলল সে। 'বার্কার ছিল একজন পেশাদার পিস্তলবাজ!'

'তাই নাকি?' খালি কার্তুজ ফেলে পিস্তল দুটোয় গুলি ভরে খাপে রাখল রনি। 'শার্পি তাহলে কিছু পেশাদার গানম্যান পুষছে?'

'ওর লোকজন প্রত্যেকেই পিস্তলবাজ। আজ তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। লোকগুলো আমাকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছিল। আরও অনেককে ওরা এইভাবে মেরেছে।' একটা খুশি খুশি ভাব ফুটে উঠেছে র‍্যাঞ্চারের চেহারায়। 'আজ ওদের কিছুটা শিক্ষা হয়ে গেল। এর আগে কেউ ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস পায়নি ওরা বুক ফুলিয়ে যা-খুশি-তাই করে বেড়িয়েছে।'

'তোমার গরু খোয়া যাচ্ছে?'

'কিছু, কিন্তু খুব সামান্যই। ওদের বড় কোন মতলব আছে বেশ বুঝতে পারছি।'

'ম্যাকক্লিল্যানের র‍্যাঞ্চ ডাকাতি সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

চট করে মুখ তুলে তাকাল সায় [illegible] জানি? [illegible]

বিষয়ে আমি কিছু চি[illegible] ভাবলা ক[illegible] ওই [illegible]

নিয়ে সট [illegible] পড়ে

[illegible]ান!'

ডি বার পর্যন্ত বাকি পথ ওদের প্রায় নীরবেই কাটল। পাশ দিয়ে ডায়মন্ড ক্রীক বয়ে যাচ্ছে। র‍্যাঞ্চহাউস, আস্তাবল, বাঙ্কহাউস আর করাল একটা চারকোনা জায়গা ঘিরে রেখেছে। ভিতরে ঢোকার জন্যে একটা কাঠের গেট রয়েছে। অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

'তিন-চারবার আমাদের ওপর অ্যাপাচিরা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই আমরা ওদের হটিয়ে দিয়েছি।' একটা টিনের বেসিনে রনির মুখ-হাত ধোয়ার ফাঁকে কথা বলছে সায়মন। 'অবশ্য একবার আমরা একজন কাউহ্যান্ডকে খুইয়েছি। লোকটা বাইরে রয়ে গেছিল।'

খাবার-ঘরটা নিচু ছাদের লম্বা একটা ঘর। শক্ত গড়নের এক মেক্সিকান মহিলা ভিতরে ঢুকে টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাউহ্যান্ডরা দল বেঁধে ঢুকে যার-যার জায়গায় বসে খাওয়া শুরু করল। খাবারটা ভাল। পরিমাণেও যথেষ্ট। রনি টের পায়নি ওর কতটা খিদে পেয়েছে, মাংসের প্লেটটা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে বড় আরেক চাকা মাংস তুলে নিল সে।

খাওয়া শেষ করে রনি উঠতে যাচ্ছে দেখে হেসে উঠল ড্রিল। 'করছ কি?' বলল সে। 'আসল জিনিসই তো তোমার খাওয়া হয়নি! এই মেক্সিকান মহিলা সীমান্তের এপারে এসে একটা রান্না খুব ভাল শিখেছে—চমৎকার অ্যাপ্‌ল্ পাই বানায়।'

চট করে আবার বসে পড়ল রনি। কাপে কফি ঢেলে নিল।

'আজকে বার্কারকে দেখলাম,' মন্তব্য করল একজন কাউহ্যান্ড। 'রেঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি ধারণা করেছিলাম তোমাকে খুঁজছে। আমরা সবাই মিলে বেরোবার জোগাড় করছি, এই সময়ে দেখলাম তুমি ফিরছ।'

'ভাল মত দেখে নিয়েছ তো?' বলল সায়মন, 'কারণ ওকে আর তুমি দেখতে পাবে না।'

সে চিৎকার করলেও হয়তো এত দ্রুত সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারত না। টেবিলে অ্যাপ্‌ল্ পাই হাজির হয়েও ওদের মনোযোগ

টলাতে পারল না। ওরা ড্রিলের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে রনিকে দেখে আবার ড্রিলের দিকে তাকাল। লাল চুলওয়ালা একজন কাউহ্যান্ড ব্যাখ্যা দাবি করল।

শান্ত ভাবে, সবার আকুতি ভরা নজর উপেক্ষা করে ফর্ক দিয়ে অ্যাপ্‌ল্ পাই কাটল সায়মন। পাইটা পুরো আড়াই ইঞ্চি চওড়া, এবং রসাল। পশ্চিমের কোন র‍্যাঞ্চে একটা পাইকে চারটের বেশি ভাগ করার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

নীরবে পাই চিবিয়ে কফিতে একটা চুমুক দিল সায়মন। শেষে লাল চুলের লোকটাই আবার বলল, 'আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছি না—কি ঘটেছে?'

'আমার সাথে বার্কারের কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে আজ,' বলল সায়মন। 'এই বন্ধু আমার পক্ষ নিল। তারপর একটা ভুল করে বসল বার্কার।'

কাপটা তুলে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে ওটা আবার নামিয়ে রাখল র‍্যাঞ্চার।

'অর্ধেক পেটে রেখে কথা বোলো না!' খেপে উঠল লাল চুলের লোকটা, 'কি ঘটেছে তাই বলো!'

হাসল সায়মন। 'বললাম তো ভুল করে বসল বার্কার। সত্যিই ভুল করল, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে।' ঘড়ি দেখার ভান করল র‍্যাঞ্চার। 'এই সময়ে সার্কেল এইচে ওরা বার্কারকে বুট হিলে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করছে।'

সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। 'মানে—তুমি ওকে হারিয়ে দিয়েছ?' প্রশ্ন করল একজন।

'আমি না,' বলল সায়মন। 'আমার এই বন্ধু। ওর দুটো পিস্তলই একসাথে গর্জে উঠল। একটা গুলি বেকারের পকেটে তামাকের থলি ফুটো করল, অন্যটা ফিউরির হাত থেকে ওর পিস্তলটা ফেলে দিল। জিনের ওপর স্থির অপেক্ষায় থাকল আমার বন্ধু—কিন্তু চোখের সামনে

ওর বিদ্যুৎ-গতি ড্র দেখার পর ওদের কারও ঝামেলা করার শখ থাকল না। এই সময়ে আমি আমার রাইফেল বাগিয়ে ধরলাম। ড্যাশার প্রস্তাব দিল ওরা যেন লাশ তুলে নিয়ে সরে পড়ে।'

'ড্যাশার?' রেড সামনে ঝুঁকে রনিকে খুঁটিয়ে দেখল। 'মানে, বার ২০-র রনি ড্যাশার?'

'বার ২০-তে ছিলাম,' স্বীকার করল রনি। 'এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'তুমি এদিকে কিছুদিন থেকে গেলে ভালই হয়,' গম্ভীর ভাবে বলল রেড। 'এখানে বুমার নামে একটা লোক আছে, ওর সাথে তোমার দেখা হওয়া দরকার।'

'ওকে সময় দাও,' বলল সায়মন। 'ও ফিউরিকে বলেছে সে যেন শার্পিকে খবর দেয় রনি ড্যাশার শীঘ্রি দেখা করতে আসছে। শার্পি যেন কার্পেট বিছিয়ে, বা পিস্তল হাতে, যেভাবে খুশি তৈরি থাকে!'

'না!'

'হ্যাঁ, ঠিক ওই কথাই বলেছে!'

পাইটা সত্যিই ভাল। দ্বিতীয় একটা টুকরো নিজের প্লেটে তুলে নিল রনি। ওদিকে চেয়ে সায়মন মন্তব্য করল, 'এই র‍্যাঞ্চের খাওয়াটা দারুণ। কেউ কাজ করতে চাইলে তার এখানেই কাজ নেয়া উচিত!'

রনি দাঁত বের করে হাসল, কিন্তু কিছু বলল না। পরে র‍্যাঞ্চে কর্মচারীদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'বাড হ্যাডলের মেয়েটাকে ইদানীং কেউ দেখেছ? আমি ওকে শেষ যখন দেখি তখন একেবারে হাড্ডিসার ছিল।'

রেড হাসল। 'সেটা নিশ্চয় বহুদিন আগের কথা,' বলল সে। 'বর্তমানে পেকোসের এপাশে ওর মত সুন্দরী আর দুটো নেই! বিশ্বাস করো, ওর প্রতিটা অঙ্গ অপূর্ব সুন্দর!'

'ওর হাতটা কেমন, রেড?' হাসছে সায়মন। অন্যান্য কাউহ্যান্ডও শব্দ করে হেসে উঠল।

রেডের মুখটা লাল হয়ে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষুব্ধ চোখে সবাইকে

একবার দেখে রনির দিকে ফিরল। 'ওদের কথা তুমি শুনো না! মানুষের পিছনে লাগা ওদের স্বভাব!'

এলোচুলের একজন কাউবয় মুখ তুলে রনির দিকে চেয়ে চোখ টিপল। 'মেয়েটাকে একবার নাচের পার্টিতে নিয়ে গেছিল রেড। পরে সুজানাকে চুমো খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। ওহ্, ওকে কী চড়টাই না মারল মেয়েটা! তিন দিন পাঁচ আঙুলের ছাপ ছিল ওর গালে! তবু ওর লজ্জা নেই—প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটাকে দেখতে যেত। হ্যাডলের অ্যাকসিডেন্টের পর অবশ্য মেয়েটা আর ওখানে বেড়াতে যায় না।'

রেড সরাসরি রনিকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি সত্যি-সত্যিই সার্কেল এইচে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত আগামীকাল।'

'আমরা সবাই তোমার সাথে যাব,' ঘোষণা করল সায়মন।

'না, আমি একা যাব,' বলল রনি। তারপর আবার বলল, 'তবে দেখা না দিয়ে ওখানে পৌঁছার পথ যদি আমার জানা থাকে তাহলে সুবিধা হবে।'

একটা বুড়ো মুখ তুলে তাকাল। 'দুটো রাস্তা আছে, কিন্তু দুটোই কঠিন। প্রথমটা হিলার পশ্চিম শাখা ধরে হট স্প্রিঙসের ছয় মাইল উপরে পৌঁছে ট্রেইলটা উত্তরে তিন মাইল গেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, তারপর পশ্চিমে মোড় নিয়ে সার্কেল এইচের দিকে এগিয়েছে।

'দ্বিতীয়টা ওয়েস্ট ফর্কের অন্যপাশে লিট্‌ল্ ক্রিক ধরে উপরে উঠে হোয়াইটওয়াটার ক্রিক যেখানে মিশেছে সেখানে পার হয়েছে। ওটার খুব কাছেই একটা কেবিন আছে। কেবিন থেকে সার্কেল এইচ র‍্যাঞ্চ ঠিক ছয় মাইল পশ্চিমে। ফর্কের উত্তর দিকের ভাঙাচোরা এলাকা দিয়ে এগোলে র‍্যাঞ্চহাউসের খুব কাছে পৌঁছানো সম্ভব।'

'ওটার পশ্চিমে মগোলন্‌স্ আর জার্‌কি মাউন্টিন্‌স্,' বলল সায়মন। 'বিশ্বাস করো ওটা খুব রুক্ষ এলাকা। জ্যাকসন মেসার পর থেকেই

পাহাড় আরও উঁচু হতে শুরু করেছে। শোনা যায় ওখানে টার্কিফেদার নামে একটা গিরিপথ আছে, কিন্তু আমরা কেউ দেখিনি বা জানি না ওটা কোথায়। হয়তো নিছক উড়ো কথা।'

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'ওখানে সত্যিই একটা পাস্ আছে, সায়মন। আমি নিজে কখনও ওই পথে পার হইনি বটে, কিন্তু যারা পেরিয়েছে তাদের মুখেই শুনেছি। স্নো ক্রীক ট্রেইলটা নিচে নেমে প্রায় মিলিয়ে গেছে, কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের আবছা ট্রেইলের মত এগিয়ে ওটা মগোলন্স্ পার হয়ে সিলভার ক্রীক ট্রেইলে পড়ে আলমায় গেছে। কেউ ঠেকায় পড়লে টার্কিফেদার পাস্ পেরিয়ে হোয়াইটওয়াটার বলডিকে দক্ষিণে রেখে পশ্চিমে এগোলে আলমায় পৌঁছতে পারবে।'

'ভাল,' মন্তব্য করল সায়মন, 'কিন্তু তোমার ওই পথে চলার কোন প্রয়োজন পড়বে না, তুমি লিট্ল্ ক্রিক ট্রেইল ধরেই সার্কেল এইচে পৌঁছতে পারবে। ওই পথে র‍্যাঞ্চহাউসের দুশো গজের মধ্যে হাজির হলেও কেউ টের পাওয়ার সম্ভাবনা কম।'

মাথা ঝাঁকাল রনি। যা শুনেছে সব মনের মধ্যে ভালভাবে গেঁথে নিল। এসব ব্যাপারে পশ্চিমের লোকজনের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। কোনদিন ওই এলাকায় না গেলেও কল্পনায় পুরোটা ছবির মত দেখতে পায়। নিখুঁত বিবরণ দেয়ার ক্ষমতাও ওদের অদ্ভুত।

পরদিন সকালে রনির ঘুম ভাঙল। রাতটা সায়মনের র‍্যাঞ্চেই কাটিয়েছে সে। আড়মোড়া ভেঙে মাথার পিছনে হাত রেখে বাঙ্কেই শুয়ে থাকল। সে আবিষ্কার করেছে আবার ঘুমিয়ে না পড়লে বিছানাই চিন্তা করার জন্যে সবথেকে ভাল জায়গা।

সন্ধ্যা থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত বুড়ো কাউহ্যান্ডের সাথে আলাপ করেছে ও। জায়গা মত প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন জেনে নিয়েছে। কথা বলতে পছন্দ করে বুড়ো, রনির মত মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে সেও মন খুলে গল্প করেছে।

সার্কেল এইচে লোকজনের সংখ্যা কত জিজ্ঞেস করায় কাউহ্যান্ড বলেছিল, 'আসা-যাওয়ার মধ্যে জনা বিশেক আছে।' কিন্তু পরক্ষণেই চতুর বুড়ো রনির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ধূর্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, 'তোমার যদি ওখান থেকে দ্রুত সরে পড়ার প্রয়োজন হয় তবে সোজা পশ্চিমে যেয়ো। তাহলে ওদের বাধ্য হয়ে দুই ভাগ হয়ে এগোতে হবে। একদল ক্রসিঙের ওই কেবিনটার দিকে যাবে, অন্যদল জ্যাকসন মেসার উত্তরে ছুটে মিড্‌ল্ ফর্কের ক্রসিঙে পৌঁছবে। ওইভাবে ওরা ধারণা করবে তোমাকে আটকে ফেলেছে—কিন্তু তুমি লিলি পীক পার হয়ে পশ্চিমে জারকিসে গিয়ে নিরাপদে ঘাঁটি গাড়বে। ওরা যদি তোমার খোঁজে ওখানে ঢোকে, তাহলে বুঝতে হবে ওদের চেয়ে বড় গাধা আর কেউ নেই। তবে অ্যাপাচিদের জন্যে তোমাকে চোখ খোলা রাখতে হবে!'

কম্বল সরিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে তৈরি হয়ে নিল রনি। সবার সাথে নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়ল। আজ সায়মনের দেয়া একটা বাকস্কিনে চড়েছে ও, টপারকে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে র‍্যাঞ্চে রেখে এসেছে। টপারের মত না হলেও ঘোড়াটা পাহাড়ী পথে কিভাবে চলতে হয় বোঝে। ভাল ঘোড়া।

মাঝ-দুপুরের দিকে কেবিনের ট্রেইলে এসে উঠল রনি। এই প্রথম কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে। শুনেছে এই ট্রেইলটা আউটলদের কাছে পরিচিত এবং ওরা মাঝেমাঝে এটা ব্যবহারও করে। ট্রেইল ধরে এগোনো বোকামি হবে, তাই ক্যানিয়নে নামল সে।

অগভীর ঝর্না ধরে দুমাইল এগিয়ে দেখল সামনে দশফুট উঁচু দেয়ালের মত পথ আটকে রেখেছে প্রায় খাড়া একটা জলপ্রপাত। নিজে বেয়ে উপরে উঠতে পারবে বটে, কিন্তু ঘোড়া নিয়ে ওঠা অসম্ভব। বুঝল ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য! ঘোড়াটাই জলপ্রপাত এড়িয়ে উপরে ওঠার পথ খুঁজে বের করল। একটু ডান দিকে সরে পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে সাবধানে পা পেলে এগিয়ে গেল বাকস্কিন। কখনও পানিতে নামছে আবার

বেরোচ্ছে।

উপরে উঠে দেখল আরেকটা ঝর্না পশ্চিম দিক থেকে বয়ে এসেছে। দুটো ঝর্না যেখানে মিলেছে তার কিছুটা উপরে আছে ও। কেবিনের পথ খুঁজে বের করে জঙ্গলে ঢুকে থামল রনি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কিছু ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে ঘোড়ার পাগুলো ডলে দিল। কারণ, বরফ গলা ঝর্নার পানি অত্যন্ত ঠাণ্ডা। ঘোড়াটাকে বেঁধে কেবিনের দিকে হেঁটে এগিয়ে গলার স্বর শুনতে পেল।

ঝপ করে মাটিতে শুয়ে ক্রল করে একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে আড়াল নিল। মাথাটা সামান্য উঁচু করে শিকড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দুজনকে দেখতে পেল রনি। একজন কেবিনের বারান্দায় বসে আছে, অন্যজন ঘোড়ার পিঠে। যে মাত্র পৌঁছেচে সে-ই কথা বলছে।

'হ্যাঁ, বার্কার।' নিচু স্বরে একটু গুঞ্জন শোনা গেল, তারপর একই লোক জবাব দিল, 'গতকাল বিকেলে। লোকটা বলেছে ওর নাম রনি ড্যাশার।'

'লোকটা একাই আছে?' সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল গার্ড।

'তাই মনে হয়, ' জবাব দিল আরোহী। 'ও সায়মন ড্রিলের সাথে ছিল, কিন্তু জনি রিগ ওকে ক্লিফটনসে দেখেছে, তখন সে একাই ছিল।'

'ও একা থাকলেই বাঁচি,' অসন্তোষ প্রকাশ করল গার্ড। 'ওই আউটফিটের কথা আমি শুনেছি, ওদের একজনের সাথে কারও ঝামেলা হলেই দেখা যায় সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ড্যাশারের তরুণ সঙ্গী ডাগ মারফি একাই একটা কঠিন রাসলার দলকে শেষ করেছিল। ডাচ বিলকেও সে-ই গুলি করে মেরেছে।'

'ড্যাশারের মিস নেই, বার্কারের হার্ট ফুটো করে দিয়েছে ও।'

'ফিউরির কি হয়েছে?'

'ফিউরি? ও আহত গ্রিজলির মত মেজাজ দেখাচ্ছে। ড্যাশার গুলি করে ওর হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিয়েছে। হাতের উলটো পিঠে গভীর

খাঁজ কেটে গুলিটা বেরিয়ে গেছে—ওই জখম চট করে সারবে না। সে বলে বেড়াচ্ছে হাত ভাল হলেই ড্যাশারকে খুন করবে।'

ঘোড়ার মুখ ফেরাল রাইডার। 'শার্পির নির্দেশ মত এদিককার খবর নিয়ে গেলাম। পরে আবার দেখা হবে।'

'থেকে যাও। আমার কাছে এক প্যাকেট তাস আছে।'

'তা হয় না। শার্পি ইদানীং অস্থির হয়ে উঠেছে। হয়তো এখানেও এসে হাজির হতে পারে—তুমি তো জানো তাহলে কি ঘটবে।'

ঘাসের ওপর শুয়েই রনি লোকটাকে ঘোড়া হাঁটিয়ে চলে যেতে দেখল। কেবিনের গার্ড উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে ক্লিফের ধার থেকে রাইডারকে ঝর্না পার হতে দেখে আবার ফিরে এল। তারপর হাতের রাইফেলটা নামিয়ে রেখে সাপার তৈরি করায় মন দিল।

রনি উঠতে গিয়েও একটু ভেবে চুপচাপ শুয়েই থাকল। সাপার তৈরি হওয়ার আগে লোকটাকে কব্জা করে লাভ নেই—তাহলে নিজের সাপার নিজেই তৈরি করতে হবে। লোকটাকে যথেষ্ট সময় দিয়ে কোনাকুনি ভাবে কেবিনের দিকে এগোল, যেন ভিতর থেকে ওকে দেখা না যায়।

মাঝ-বয়সী গার্ড কেবিনে গজর-গজর করছে। হঠাৎ একটা ফ্রাইঙ-প্যান হাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দার কিনারে দাঁড়িয়ে প্যান-ধোয়া পানি উঠানে ফেলল। ফেরার জন্যে ঘুরতেই দেখল দরজার পাশে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে রনি।

থমকে আড়ষ্ট হয়ে ঢোক গিলল গার্ড। 'তুমি কে? কি চাও?' কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সে প্রশ্ন করল।

'আমি ড্যাশার,' শান্ত স্বরে বলল রনি, 'সাপার চাই। দুজনের জন্যে যথেষ্ট তৈরি করেছ?'

অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। 'করব; কিন্তু তুমি ওই পিস্তলটা নামাও। আমি কোন দোষ করিনি।'

'তাহলে গানবেল্টটা খুলে নিচে ফেলো,' সদয় স্বরে বলল রনি। 'বাধ্য না হলে তোমাকে মারার ইচ্ছা আমার নেই।'

বাম হাতে বেল্টটা খুলে নিচে ফেলে রনির নির্দেশ মত সরে দাঁড়াল গার্ড। কেবিনে ঢুকে দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দেয়া রাইফেল থেকে গুলিগুলো বের করে নেয়ার পর বারান্দা থেকে গার্ডের-পিস্তল তুলে লোকটাকে সামনে রেখে কেবিনে ফিরল।

স্টোভে খাবার তৈরি করছে গার্ড। দুটো ট্রেইলের ওপরই নজর রাখার জন্যে সুবিধা মত জায়গা বেছে নিয়ে বসেছে ড্যাশার। ব্যাপারটা লক্ষ করে লোকটা মন্তব্য করল, 'নজর রেখে লাভ নেই; এখন আর কেউ আসবে না।'

'না এলেই ভাল,' নির্বিকার স্বরে বলল রনি। 'নইলে ঝামেলা কমাতে হয়তো তোমাকেই আমার আগে গুলি করতে হবে।'

'না! আমাকে মেরো না!' লোকটা ভয় পেয়েছে। 'সত্যি বলছি আমি চুপচাপ মেঝের ওপর বসে থাকব—কোন ঝামেলা করব না! গুলি খাওয়ার শখ আমার নেই!'

দুজনে মুখোমুখি বসে নীরবে খাচ্ছে। খাওয়ার ফাঁকে লোকটা বারবার ভীরু চোখে তাকাচ্ছে। রনির মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করেছে শেষ পর্যন্ত সে জানে বাঁচবে কিনা।

খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে সরে বসল রনি। গার্ডের সন্ত্রস্ত অবস্থা টের পেয়ে সে বলল, 'তোমাকে ভালমানুষ বলেই মনে হচ্ছে। এখনই ঘোড়ায় চেপে সরে পড়াই তোমার উচিত—সোজা দক্ষিণে।'

'শার্পি আমাকে খুন করে ফেলবে!' প্রতিবাদ করল গার্ড। ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বারবার ঢোক গেলায় কণ্ঠা ওঠা-নামা করছে। 'ও আমাকে ছাড়বে না!'

'শার্পি এদিকে ব্যস্ত থাকবে, তোমার পিছনে ধাওয়া করার সময় পাবে না ও। সার্কেল এইচ কয়েকদিনের মধ্যেই নরক হয়ে উঠবে। প্রচণ্ড গোলাগুলি হবে ওখানে। শার্পির খেলা শেষ। অনেক মানুষ মরবে। আমি তোমাকে একটা শেষ সুযোগ দিচ্ছি, মিছে ওর মত একটা ঠগের জন্যে বেঘোরে প্রাণ হারিয়ে তোমার কোন লাভ নেই।'

ঢোক গিলে চোয়াল চুলকাচ্ছে গার্ড। রনি ড্যাশারের অসাধারণ ক্ষমতার কথা সে জানে, কিন্তু তবু পুরো আস্থা আসছে না।

'এত লোকের বিরুদ্ধে তুমি একা কি করবে?' মনের দ্বিধাটা কথায় প্রকাশ করল গার্ড।

'আমি একা কে বলল? বার ২০ থেকে আরও লোক আসছে। চূড়ান্ত একটা নিষ্পত্তি না করে আমরা কেউ ফিরব না।' রনি জানে কথাটা সত্যি না হলেও পুরোপুরি মিথ্যে নয়। বাক উইলিয়ামসের সাথে এবিষয়ে কোন কথা না হলেও সম্ভবত বুড়ো লোক পাঠাবে বলেই ও ধারণা করছে।

গার্ডের মনে আর সন্দেহ রইল না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও।

'ঠিক আছে, আমার ঘোড়াটা ওদিকে গাছের আড়ালে রাখা আছে—আমি সরে পড়ছি।'

নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ওকে রওনা করিয়ে দিল রনি। তারপর বাকস্কিনটাকে কেবিন থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে রাতের জন্যে গাছের তলায় ক্যাম্প করল।

ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়ল রনি। সার্কেল এইচ র‍্যাঞ্চহাউস যখন ওর চোখে পড়ল তখন পুবের আকাশ ফিকে হতে শুরু করেছে। একটা এভারগ্রীনসের ঘন ঝোপের ভিতর ঘোড়াটাকে বেঁধে হেঁটে এগিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের কাছাকাছি পাইনে ছাওয়া একটা ছোট টিলার ওপর পাথরের আড়ালে ঘাঁটি গেড়ে বসল। সকালে র‍্যাঞ্চের লোকজন সবাই একসাথে নাস্তা খাবে। তারপর কারা কাজে যাচ্ছে, আর র‍্যাঞ্চে কোথায় কে থাকল তা ভাল করে বুঝে নিয়ে তবেই সে নিচে নামবে। শার্পি বুমার, বা বান্ডি বুলের সাথে সামনা-সামনি কথা বলাই ওর উদ্দেশ্য।

একে-একে আটজনকে বাঙ্কহাউস থেকে বেরোতে দেখল রনি। পোশাক দেখে ওদের চিনে রাখল। হাতে পট্টি-বাঁধা লোকটা ফিউরি। আহত হলেও এখন সে নেকড়ের চেয়েও ভয়ানক। কারণ গানম্যানের

কাছে গর্ব খর্ব হওয়ার থেকে বড় অপমান আর নেই।

নাস্তা সেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকগুলো ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কেবল ফিউরি আর একটা লম্বা লোক বাঙ্কহাউসেই রয়ে গেল। ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় রইল রনি। শার্পি বা বান্ডিকে এখনও দেখতে পায়নি। লোকগুলো অদৃশ্য হওয়ার অল্পক্ষণ পরে একটা ছাই রঙের ঘোড়া উঠানে এসে থামল। ওটার আরোহী, বান্ডি। ওই ঘোড়াটাকেই এলক মাউন্টিনের দিকে যেতে দেখেছে বলে মনে হচ্ছে ওর।

মুখ তুলে চেয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় কারও সাথে কথা বলল বান্ডি।

'হ্যাঁ, ভোরের আগেই রওনা হয়েছি। বীভারের লাইন কেবিনে ছিলাম।' তারপর অন্য একটা প্রশ্নের জবাবে বলল, 'না, পথে কাউকে দেখিনি।'

শার্পি বুমার বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে এল। ওকে দেখেই চিনতে পারল রনি, কারণ লোকটা অস্বাভাবিক রকম লম্বা। যদিও দূরত্ব বেশি নয়, তবু চোখে দূরবীন লাগিয়ে ওদের দুজনকে খুঁটিয়ে দেখল। শার্পি কি যেন বলায় ঝট করে মুখ তুলে তাকাল বান্ডি। 'বার্কারকে মেরেছে?' ওর স্বরে বিস্ময়।

উঠে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল রনি। বিনোকিউলার স্যাডল-ব্যাগে রেখে জিনে চেপে বাকস্কিনটাকে হাঁটিয়ে টিলা থেকে নামল। উঠানের দুজন আর রনির মাঝে র‍্যাঞ্চহাউসের কোনাটা থাকায় ওকে দেখতে পায়নি কেউ। তিরিশ ফুটের মধ্যে চলে আসার পর ঘোড়ার খুরের শব্দে ওরা মুখ তুলে চাইল।

'হাওডি, শার্পি, বান্ডি!' ওদের বুঝে ওঠার সময় দিল রনি। 'আমি ড্যাশার।'

দুজনের কেউ নড়ল না। বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে রনিকে দেখে হতবাক।

'ভাবলাম পুরানো বন্ধু হ্যাডলের সাথে দেখা করে যাই,' শান্ত স্বরে

বলল সে। 'শুনেছি তোমরাও আছ।'

ঘোড়ার আড়াল নিয়ে নিচে নামল রনি। তারপর লাগাম ছেড়ে দিয়ে সামনে এগোল। জানে ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে।

স্বভাবজাত ভাবে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে চাইছে শার্পি, রনিকে মেরে ফেলতে চাইছে, কিন্তু ওর সহজাত বুদ্ধি বাধা দিচ্ছে।

'নিশ্চয়, ড্যাশার!' বলল সে। 'বুড়োর মুখে তোমার কথা অনেক শুনেছি। দুঃখের বিষয় লোকটা অসুস্থ। খুব খারাপ অবস্থা।'

'তোমার কিছু লোকের সাথে পরশু আমার দেখা হয়েছিল,' জানাল রনি। 'ওরা ট্রেইলে আমাকে বাধা দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, এমন একটা ঘটনা ঘটায় আমি দুঃখিত, ড্যাশার।' শার্পি এখন নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছে। মনেমনে পরবর্তী প্ল্যান আঁটছে। 'রাসলারদের নিয়ে এদিকে অনেক ঝামেলা হচ্ছে, তাই রেঞ্জে স্ট্রেঞ্জার দেখলেই লোকজনের হাত নিশপিশ করে।'

ব্যাপারটা যে ড্রিলের রেঞ্জে ঘটেছে, এবং ড্রিলকেই ঠেকানো হয়েছিল, এই সত্যটা দুজনেই উপেক্ষা করল।

'বাড কি ভিতরে? ওর সাথে একটু দেখা করতে চাই।'

'সেও তোমাকে দেখলে খুশি হবে,' শান্ত স্বরে বলল বুমার। 'কিন্তু ঘণ্টা দুয়েকের আগে তা হবে না। দশটার আগে সে কখনও ওঠে না। ডাক্তারের নির্দেশ।'

ওর ঠাণ্ডা দৃষ্টি রনির চোখের ওপর স্থির হলো। পুরো এক মিনিট পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। তারপর শার্পির কঠিন মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'নাস্তা খেয়েছ? আমরা এইমাত্র খেয়ে উঠলাম। চলো, ভিতরে এসো।'

ফিউরি বাঙ্কহাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। রনি ড্যাশার এখানে! সম্মানিত অতিথিকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! রাগে জ্বলে উঠে এগোল সে. কিন্তু পরক্ষণেই ওর গতি

ধীর হলো। হাতের অবস্থা খারাপ, অপেক্ষা করাই ভাল।

পরিস্থিতি বুঝে শার্পিই প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকল, ওর পিছনে বুল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অতিথিকে শেষে ঢুকতে দেয়াই ভদ্রতা।

টেবিল এখনও পরিষ্কার করা হয়নি। হাতের ইশারায় রনিকে বসতে বলে ওরাও বসল। চেঁচিয়ে আরও কফি আর একজনের জন্যে নাস্তা আনার নির্দেশ দিল শার্পি। রাঁধুনী ঘরে ঢুকে টেবিলে খাবার রাখল। মুখ তুলে দরজায় অপূর্ব একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল রনির মুখ।

ছয়

ওর মুখে সুজানার বর্ণনা শুনে ভাসকো কেন হেসেছিল তা এখন বুঝতে পারছে রনি। ঠিক সুন্দরী নয়, কিন্তু মনোরম। পশ্চিম তার মেয়েদের যা দেয়, সেই শক্তি আর কোমল নমনীয়তায় মনোরম।

রনিকে দেখে সুজানা আরও বেশি অবাক হয়েছে। সে আরও বয়স্ক একজনকে দেখবে আশা করেছিল। সে নিজে যখন কিশোরী, রনি তখনই যুবক ছিল। কিন্তু ওই বয়সে মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় যে সবার তাক লেগে যায়। পুরুষের জীবনে তিনটে বছর কিছুই না, কিন্তু মেয়েদের জীবনে পনেরো থেকে আঠারো পর্যন্ত অনেক।

ওর কিশোর বয়সে দেখা রনির সাথে বর্তমান রনির কোন তফাত নেই।

'হাওডি, সুজানা!' হাসিমুখে বলল ড্যাশার। 'অনেকদিন পরে দেখা!'

বর্তমান পরিস্থিতি কি, তা মেয়েটা জানে না। রনি ভয় পাচ্ছে, ও হয়তো না বুঝে কিছু বলে ফেলতে পারে। শার্পি ভালমানুষের মুখোশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলে ব্যাপারটা ঘোলাটে হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই টের পেল, মিছেই দুশ্চিন্তা করছিল সে—মেয়েটা সবদিক থেকেই পরিণত হয়েছে।

'তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি, রনি।'

দ্রুত টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে কাছে এসে নিজের হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সে। ওগুলো নিজের হাতে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে আদর জানাল রনি।

'তুমি এখানে কিছুদিন থাকছ তো?'

এই প্রশ্নে খুশি হলো রনি। যা বলতে চায় সেটা কথায় প্রকাশ করার সুযোগ পেল।

'নিশ্চয়, সুজানা!' মুখ তুলে শার্পির চোখে চোখ রেখে সে বলে চলল, 'তোমার বাবা নিজে সবকিছু চালাবার মত সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি আছি। হ্যাডলের জন্যে উইলিয়ামস ব্যবসার কিছু খবরও পাঠিয়েছে, কিন্তু ওসব পরে হবে।'

'ঠিক আছে, পরে কথা হবে,' বলে ঘুরে চলে যাচ্ছিল সুজানা, কিন্তু শার্পির ডাক শুনে থামল।

'তোমার বাবা ঘুম থেকে উঠলে ওকে বোলো আমি দেখা করতে চাই। আমি জানি ড্যাশারও দেখা করবে, কিন্তু সেজন্যে ওকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করা দরকার। এই অবস্থায় ওকে অযথা বেশি উত্তেজিত হতে দেয়া ঠিক হবে না।'

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর সামনে রাখা খাবার খেতে শুরু করল রনি। খাওয়ার মাঝে কথা বলতে হচ্ছে না বলে সে খুশি। চিন্তা করার সময় পাওয়া গেছে। গত কয়েক মিনিটে শার্পি সম্পর্কে ওর ধারণা পালটে গেছে। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ভুল করে পরে পস্তাবার মানুষ ও নয়। সুজানাকে সে যে প্রচ্ছন্ন হুমকিটা দিয়েছে সেটা রনির নজর

এড়ায়নি। এবং রনি দেখা করার আগে অল্প সময়ের জন্যে হ্যাডলেকে মানসিক প্রস্তুতি দেয়ার বাহানায় শার্পি কি বলবে সেটাও আঁচ করতে পারছে।

পরিস্থিতি কিছুটা রনির অনুকূলেই আছে, কারণ এই মুহূর্তে শার্পির ওকে হত্যা করার প্ল্যান নেই। নইলে সে এর আগেই সেই চেষ্টা করত। সুতরাং ওর আর কোনও মতলব আছে। শার্পিকে ভয় পাচ্ছে না ও, নিজের পিস্তল চালাবার ক্ষমতায় রনির বিশ্বাস আছে। কিন্তু আজ সকালে লোকটার মাথা ঠাণ্ডা রাখা দেখেই বোঝা যায় লোকটা শুধু দক্ষ গানম্যানই নয়, বুদ্ধিও রাখে। নিজেকে কখন সংযত রাখতে হবে তা সে বোঝে।

এর মধ্যে বান্ডি বুলের কি ভূমিকা তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। রনি সব জানতে চায়। লোকটা শার্পির কাজে মিথ্যা বলল কেন? লোকটা হর্স স্প্রিঙস থেকে রনির সাথেই বেরিয়েছে। দুটো রাত সে কোথায় কাটিয়েছে? এলক মাউন্টিনে ওকে আকর্ষণ করার মত কি আছে?

লোকটা দুর্বোধ্য। চমৎকার কথা বলতে জানে। মার্জিত মসৃণ ব্যবহার। এখন র‍্যাঞ্চের সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছে বান্ডি। পাহাড়ী এলাকায় গরু পালা, রেঞ্জের অবস্থা, দেরিতে বৃষ্টি হওয়া পাহাড়ী ঘাসের জন্যে কেন ভাল, ইত্যাদি। একটা বিশাল, শক্ত, আর কঠিন লোক। পশ্চিমের সব রকম অপরাধ সম্পর্কে সে ওয়াকিফহাল এবং শিয়ালের মত ধূর্ত। স্বার্থের ব্যাপারে বুনো নেকড়ের মত হিংস্র। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া লোকটা আর কিছু বোঝে না। কিন্তু এখানে ওর স্বার্থটা কি?

খাওয়া শেষ করে আরাম করে বসল রনি। 'খাবারটা ভাল,' মুখে হাসি ফুটিয়ে মন্তব্য করল সে। 'মনে হচ্ছে এই এলাকার লোক ভাল রাঁধুনীর কদর দেয়। সায়মন ড্রিলের একজন ভাল রাঁধুনী আছে।'

'জানি না,' বলল শার্পি, 'আমাদের মধ্যে সম্পর্ক তেমন ভাল নয়। গরু চুরি যাচ্ছে, আমরাও হারিয়েছি, কিন্তু ছোট র‍্যাঞ্চারদের ধারণা

আমরাই দায়ী। মিথ্যে অভিযোগ।'

'তুমি বললে "আমরা"—অর্থাৎ তুমি এখানকার ফোরম্যান?'

'না।' জবাবটা শার্পি জোর দিয়ে উচ্চারণ করল, 'পার্টনার।'

'অনেকগুলো কম-বয়সী গরু চোখে পড়ল, সার্কেল বি। তোমার ব্র্যান্ড?'

'হ্যাঁ।' বিরক্ত হয়ে উঠছে শার্পি। 'আমার ব্র্যান্ড।'

'এই পার্টনারশিপ—কোন কাগজ-পত্র আছে? নোটিস দেয়া হয়েছে?'

কাঁধ উঁচাল বুমার। 'তাড়াহুড়ার কি আছে? ওসব পরেও করা যাবে। আমার কারবার এখনও ছোট। বর্তমানে আমি প্রধানত হ্যাডলের হয়েই কাজ চালাচ্ছি।'

'বুঝলাম।'

কফি পটের দিকে হাত বাড়াল রনি। বেশ সময় নিয়ে নিজের কাপটা আবার ভরে নিল। হ্যাডলের সাথে কথা বলবে সে, কিন্তু ওখানে শার্পি উপস্থিত থাকবে। এরা ওকে একা কথা বলার সুযোগ দেবে না। জোর করলে অনর্থই ঘটবে।

পুরো র‍্যাঞ্চটা দখল করাই যদি ওদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে বাইরের লোককে বুঝ দেয়ার জন্যে আইন-সম্মত রঙ চড়াবার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ এই র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোবার আগে ওকে মারার চেষ্টা করবে না। ফিউরিকে ওর পিছনে পাঠাবে, সাথে আরও লোক থাকবে। ওদের যুক্তি হবে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে রনি খুন হয়েছে। চার্লিকেও একই উপায়ে মারা হয়েছে।

সুজানা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। 'বাবা এখন তোমার সাথে কথা বলবে।' শার্পির ওপর থেকে চোখ সরিয়ে রনির দিকে তাকাল মেয়েটা। 'তুমি এসেছ শুনে বাবা খুব খুশি হয়েছে। জিজ্ঞেস করছিল তোমার সাথে আর সবাই এসেছে, নাকি পরে আসছে?'

উঠে রওনা হয়েছিল বুমার, সুজানার প্রশ্নটা শুনে থমকে দাঁড়াল।

লোকটার মুখের রঙ বদলাতে দেখে মনেমনে খুশি হলো রনি।

'মনে হয় ডাগ মারফি আর ডেড-শট ওয়াইলস এখানে পৌঁছে গেছে,' মিথ্যা বলল সে। 'ওরা ছাড়া আরও দুজন আসছে।'

'ওরা কেন আসছে?' জবাব দাবি করল শার্পি। ধাঁধায় পড়েছে ও।

'অ্যাঁ?' রনির অবাক হওয়ার অভিনয়টা চমৎকার হলো। 'তুমি বলতে চাও তুমি একজন পার্টনার, অথচ হ্যাডলে তোমাকে বাঁক উইলিয়ামসের সাথে ডীলের কথা কিছুই বলেনি? আমরা ড্রাইভের জন্যে বাডের থেকে ছয়শো দুবছর বয়সী, আর দুশো এক বছর বয়সী বাছুর কিনছি। অনেক দিন আগেই ডীলটা করা হয়েছে।'

শার্পি নিজেই বুঝতে পারছে ফেঁসে গেছে ও। এমন কোন কথাই সে শোনেনি, কিন্তু এটা সত্যিও হতে পারে। উভয় শঙ্কট। জানে বললেও বিপদ—ডীল না থাকলে সে ধরা পড়ে যাচ্ছে; আবার জানে না বললেও বিপদ—তাহলে প্রশ্ন উঠবে, তুমি কেমন ধারা পার্টনার, এটাও জানো না?

'তাই? ভাল।'

কথা দুটো কোনমতে বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। ওর সাথে সুজানাও গেল। কামরায় রইল কেবল রনি আর বাডি।

এই লোকটা সম্পর্কে আরও জানতে চায় ড্যাশার। নিজে কিছু না বলে ওকেই কথা শুরু করার সুযোগ দিল। বাডিকেই যে ট্রেইলে দেখেছে ও এব্যাপারে সে নিশ্চিত।

'আশ্চর্য,' হঠাৎ বলে উঠল বুল, 'র‍্যাঞ্চের কাগজ-পত্রে এমন কোন ডীলের উল্লেখ নেই।'

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখল রনি। কুসুম গরম। 'আমি জীবনে কখনও লিখিত ডীল করিনি,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'বাককেও পরিচিত বন্ধুর সাথে দলিল করে চুক্তিতে যেতে আমি দেখিনি।' মাথা হেলিয়ে আড়চোখে বাডির দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু তুমি জানতে চাইছ কেন? আরেকজন পার্টনার? নাকি আর কিছু?'

আড়ষ্ট হলো বুল। মুহূর্তের জন্যে হলেও প্রশ্নটার কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারল না। বাইরে ভাব দেখিয়েছে, শার্পি পার্টনার হচ্ছে, এবং সে অস্থায়ী ভাবে ওদের কাগজ-পত্র আর হিসাব দেখে দিচ্ছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে ওই জবাবে রনিকে বুঝ দেয়া যাবে না। 'র‍্যাঞ্চের কাজে আমি সাহায্য করছি,' বলল সে। 'কাগজ-পত্র আর ব্যবসার দিকটা দেখছি। শার্পি আর আমি একত্রেই কাজ করছি।'

দাঁত বের করে হাসল রনি। বিদ্রূপ-মাখা চোখ দুটো বান্ডিকে যেন ভেদ করে ভিতর পর্যন্ত দেখছে। 'তোমরা একসাথে? আমিও সেটাই ধারণা করেছিলাম, তাই খটকা লাগছিল। অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই গোপন করার মত কিছু জিনিস থাকে।'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল বান্ডি। আড়চোখে ভিতরের দরজার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। 'তুমি কি বোঝাতে চাও?' জানতে চাইল সে।

সিগারেটটা ঠেসে নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল রনি। 'উত্তরের ওই এল্‌ক্ মাউন্টিনের কথা ভাবছি। চমৎকার এলাকা। ওদিকে ঘোরাফেরা আছে তোমার, মিস্টার বুল?'

ভিতরে-ভিতরে রাগে ফুঁসছে বান্ডি, কিন্তু আবার দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। এই কথা যদি বুমারের কানে যায়—

'ঠিকই বলেছ তুমি,' নিচু স্বরে বলল সে। 'কিছু ব্যাপার আছে, যেসব নিয়ে আমরা আলাপ করি না।'

সোজা এগিয়ে ভিতরে ঢোকার দরজা খুলল ড্যাশার। 'মনে হয় ওরা এতক্ষণে আমার জন্যে তৈরি হয়েছে।'

'দাঁড়াও!' সীট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল বান্ডি। 'শার্পি প্রস্তুত হয়ে তোমাকে ডাকবে।'

'আমি এখনই যাচ্ছি,' শান্ত স্বরে বলল রনি। 'ঘুম থেকে জেগে হ্যাডলে যদি মাত্র কয়েক মাসের পরিচিত শার্পির সাথে কথা বলতে পারে, তবে সে নিশ্চয়ই আমার মত পুরানো বন্ধুর সাথেও দেখা করতে

পারবে!'

মাঝের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করল রনি। ঠিক একই সাথে ওপাশের দরজা খুলে বুমার বেরিয়ে এল। ড্যাশারকে দেখে ওর চোখ দুটো কঠিন হলো। কয়েক সেকেন্ড সরু কামরার দুপাশে দুজন পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। রনি ভাবছে, লোকটা যদি শূটিঙ শুরু করে, তবে ওকে ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি ছুঁড়তে হবে। নইলে দরজা ভেদ করে ওদিকের কামরায় গুলি ঢুকবে।

'যাও,' বলল শার্পি। 'উপস্থিত থেকে তোমাদের বিব্রত করব না আমি।'

অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে ওকে যেতে দেখল রনি। তারপর এগিয়ে ওপাশের কামরায় ঢুকল।

ফিউরির ভিতরে রাগের আগুন তুষের মত জ্বলছে। র‍্যাঞ্চহাউসের দরজার দিকে চেয়ে বাঙ্কহাউসে বসে আছে সে। এর একটা বিহিত করতেই হবে। যে লোকটা বার্কারকে হত্যা করেছে, তাকেও জখম করেছে, ওরা কিনা সেই লোকটাকেই জামাই-আদরে ভিতরে নিয়ে গেল!

বান্ডিকে দরজা দিয়ে বেরোতে দেখে ছুটে এগিয়ে গেল ফিউরি। 'এখানে কি হচ্ছে বলো তো?' কৈফিয়ত দাবি করল সে। 'ওই বেজন্মা পিস্তলবাজের ভাব দেখে মনে হচ্ছে এটা তার বাপের বাড়ি!'

'চুপ করো!' মৃদু ধমক দিল বান্ডি। 'শার্পি বুঝে-শুনেই কাজ করছে! চিন্তা কোরো না—ওকে মারার সুযোগ তুমি ঠিকই পাবে—এবং শিগগিরই।'

'আমি কেবল সেটাই চাই,' আক্রোশের সাথে বলল ফিউরি। 'কেবল একটা সুযোগ।'

'হর্স স্প্রিঙস,' চিন্তার মাঝে বিড়বিড় করছে বান্ডি, 'হ্যাঁ, ওটাই সবথেকে ভাল জায়গা। আমরা শার্পির সাথে একটু আলাপ করে নেব। তুমি, জনি রিগ আর ভাসকো।'

ফিউরির চেহারা গোমড়া হলো। 'আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই!'

'হ্যাঁ, আছে।' বান্ডির স্বর শান্ত, ঠাণ্ডা। 'এই লোককে আমি জানি। আমরা কোন ঝুঁকি নেব না, বুঝেছ? একটুও না! এখন এই লোকের বিরুদ্ধে পিস্তল ধরতে হলে আগে নিশ্চিত হতে হবে ও আর কোনদিন উঠবে না। ওর বাঁচা-মরার ওপরই আমাদের সবকিছু নির্ভর করছে।'

'ঠিক আছে।' মেনে নিলেও ওর স্বরে কিছুটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেল। 'আমি তৈরি থাকব।' তারপর বান্ডির নিরাপদ প্ল্যানের যুক্তিটা বুঝে ওর চোখ বিকৃত আনন্দে চকচক করে উঠল। 'ক্রস ফায়ার, না? তিনদিক থেকে?' শব্দ করে হাসল সে। 'লিভারি স্টেবলটাই এর জন্যে উপযুক্ত জায়গা। হয়তো দুজন সাক্ষী, এবং জনি আর ভাসকো আড়ালে থাকবে।'

ওই কথা ভাবতে-ভাবতেই সে বাঙ্কহাউসে ফিরল। তাহলে সে দাবি করতে পারবে সে-ই রনি ড্যাশারকে গুলি করে মেরেছে! শুনে আর সবাই সম্ভ্রমের সাথে ওর দিকে তাকাবে। অন্য দুজনের কথা আর কেউ জানবে না। এখানে, হাতে গোনা কয়েকজন জানবে, কিন্তু আর কেউ না। পুরো কৃতিত্ব তার! হ্যাঁ, বান্ডি ঠিকই বলেছে। ঝুঁকি নেয়ার কি দরকার?

তাছাড়া ভাসকোরও প্রতিশোধ নিতে চাওয়ার কারণ আছে। সে কেন বাদ পড়বে? ইস্, ভাসকো এখন হর্স স্প্রিঙসে। নইলে ওর সাথে খুঁটিনাটি আলাপ করে এখনই প্ল্যানটা এগিয়ে রাখা যেত।

টেক্সাসের দিক থেকে ধুলো-মাখা দুজন রাইডার মাত্র কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেচে। গুল্ড করাল সেলুনে ঢুকেছে ওরা। স্যাম হাডসনের এক বোতল সেরা হুইস্কি নিয়ে এক গ্লাস করে খেয়েছে। এখন, তেমন কিছু করার নেই বলে বারের সবাইকে একে-একে যাচাই করে দেখছে।

হঠাৎ বামদিক থেকে একটা স্বর শুনতে পেয়ে ফিরে তাকাল।

'সামনে বাঁধা বার ডাবল এক্স ঘোড়া দুটো তোমাদের?' (XX=20)

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ডাগ মারফি, 'ওগুলো আমাদের। কেন?'

'তোমাদের আউটফিটের একজন আমার জীবন বাঁচিয়েছে। লোকটা যেন আকাশ থেকে নেমে এসে গুলি ছুঁড়ে চারজন অ্যাপাচি মেরে বাকিগুলোকে তাড়িয়ে দিল। একটা সাদা ডাবল এক্স ঘোড়ার পিঠে ছিল ও।'

'তাই নাকি?' ডেড-শট ওয়াইলস ঝুঁকে প্রশ্ন করল, 'কোথায়?'

'ক্লিফটনের পুবে। পশ্চিমে আসছিল ও।'

গ্লাস পালিশ করায় ব্যস্ত ছিল স্যাম। কথাটা কানে যেতেই কান খাড়া করল। ওই লোকই নিজেকে রেড রিভার রেগান বলে পরিচয় দিয়েছিল। ওকেই দেখতে ভাসকোকে পাঠানো হয়েছে।

'ও এখন কোথায়?' প্রশ্ন করল ডেড-শট।

ইতস্তত করছে মরগ্যান। বুঝতে পারছে ও বেশি কথা বলছে। কিন্তু ওর পেটে বেশ কিছু তরল আগুন পড়েছে। ইদানীং শার্পির নির্দেশ অনুযায়ী চলতে গিয়ে ওর দম আটকে আসছে। কিছু বাড়তি টাকা রোজগারের জন্যে সে ওর কথামত কয়েকটা ঘোড়াকে নিজের র‍্যাঞ্চে জায়গা দিতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু পরে চাপে পড়ে আরও অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়েছে। ম্যাকক্লিল্যানে ডাকাতির পরেও মোটামুটি সব ঠিকই ছিল। কিন্তু লোকজনের গরু চুরি যাচ্ছে—প্রতিবেশীরা এখন ওকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছে। প্রতিবেশী ছাড়া মানুষ কিভাবে বাঁচে?

'ঠিক জানি না। রেগান বলছিল পশ্চিমে যেতে পারে।'

'রেগান কে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ডেড-শট। 'ও তো রনি ড্যাশার!'

আড়ষ্ট হলো স্যাম। এই জন্যেই রেগানকে দেখার জন্যে ভাসকো এসেছে! রনি ড্যাশারের সাথে ভাসকোর সংঘর্ষের কথা দলের সবাই জানে! এইসব ভাবার মাঝেই দরজা ঠেলে ভাসকো সেলুনে ঢুকল। ওর চেহারা দেখেই স্যাম বুঝল বাইরে রাখা ঘোড়ার গায়ে বার ২০-র

রোমান অক্ষরের XX ছাপ গানম্যানের নজর এড়ায়নি। ঝগড়াটে স্বভাবের ভাসকো যে গায়ে-পড়ে ওদের সাথে ঝগড়া বাধাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্রুত চিন্তা করছে স্যাম। মালিকের দিকে তাকিয়ে দেখল ক্রদার্স ইশারায় তাকে ডাকছে। কাছে যেতেই বুড়ো হিসহিসিয়ে বলল, 'ভাসকোকে এখান থেকে তাড়াও! ওদের সাথে লাগতে গেলে নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে! ওরা বার টোয়েন্টির ডাগ মারফি আর ডেড-শট ওয়াইলস!'

বারের পিছন থেকেই ভাসকোর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে কিছুটা এগোল স্যাম। কিন্তু ওর চোখ বার ২০ রাইডারদের ওপর স্থির হয়ে আছে। চোয়ালে রনির ঘুসির স্মৃতি ওকে খেপিয়ে তুলছে।

দুপুরে ড্রিঙ্ক করলেও সে মাতাল হয়নি, কেবল একটু বেপরোয়া হয়েছে। সাধারণত ধোঁয়া-ওঠা পিস্তলের থেকে ফাস্ট ঘোড়াই ওর বেশি পছন্দ, কিন্তু পিস্তলে নিজের দক্ষতার গর্বও আছে। সে জানে ট্রেইলে যেসব কাউহ্যান্ড চলাফেরা করে তাদের চেয়ে তার হাত অনেক ভাল। ওই দুজনকে অবজ্ঞার চোখে যাচাই করে কম-বয়সী ডাগ মারফিকেই চ্যালেঞ্জ করার পাত্র হিসেবে বেছে নিল। কিন্তু সে জানে না পশ্চিমে রনির পরে এই দুটো লোকই সবথেকে ভয়ানক।

'ভাসকো!'

তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল স্যাম। সবাই জানে এখানে স্যামই হচ্ছে শার্পির ডান হাত। ওর ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়াটাই ভাসকোর জন্যে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে ডাবল এক্স ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না, শোধ নিতে চায় ও। ডাকটা শুনেও উপেক্ষা করল।

'ডাবল এক্স,' চিৎকার করে বলল ভাসকো। 'ওই ব্র্যান্ডের একজন লোককে আমি খুঁজছি।'

দুজনেই ভাসকোর দিকে ফিরে তাকাল। মারফির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে আবার বলল, 'আমি তোমাদের ব্র্যান্ডের একটা লোককে

খুঁজছি।'

মারফির চোখ দুটো কঠিন হলো। এক নজরেই সে পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে। ট্যারা চোখের লোকটা ঝগড়া বাধাতে চাইছে।

স্যাম কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মারফির ভাব-ভঙ্গি দেখে চুপ হয়ে গেল।

'ঠিক আছে,' বলল মারফি, 'তুমি ডাবল এক্সের একজন কাউহ্যান্ডকে খুঁজছ। তাতে কি?'

'রনি ড্যাশারকে পেলে আমি খুন করব!'

এক-পা আগে বাড়ল মারফি। 'তুমি রনিকে গুলি করে মারবে? ভাল,' বলল সে। 'কিন্তু ও তো এখানে নেই, আমাকে দিয়ে তোমার কাজ চলবে?'

ডেড-শট ওয়াইলস একপাশে সরে দাঁড়াল। কিন্তু ওখান থেকে পুরো কামরা কাভার করতে পারবে। 'তোমার বন্ধু খেপেছে মনে হচ্ছে,' শান্ত স্বরে স্যামকে বলল ডেড-শট। 'ওদের ঝগড়া ওরাই মেটাক, আমাদের কারও নাক গলাবার দরকার নেই।' কথাগুলো নরম সুরে বলা হলেও ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

বুড়ো আঙুল দুটো বেল্টের ফাঁকে ঢুকাল ভাসকো। মারফির ওপর ওর চোখ। 'হয়তো চলবে,' বলল সে। 'হ্যাঁ, ভালই চলবে! তোমার বন্ধু রনি আমার দুই সঙ্গীকে অ্যামবুশ করে খুন করেছে।'

'রনি কাউকে কোনদিন ড্রাই-গাল্‌শ্ করেনি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ডাগ। 'তোমার কোন বন্ধুকে যদি ও মেরে থাকে তবে সেটা ওদের পাওনা ছিল।' আরও এক-পা আগে বাড়ল সে। 'এবং, তুমি মিথ্যে কথা বলছ! তুমি একটা মিথ্যুক!'

পা ফাঁক করে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল ভাসকো—কেবল ওই কথাটার অপেক্ষা। বিজয় উল্লাসে হেসে হঠাৎ ঝপ করে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

দুবার মরল ভাসকো। প্রথমবার বিস্ময়ে, দ্বিতীয়বার মারফির

বুলেটে। বিস্ময়ে, কারণ সর্বক্ষণ ওর চোখ মারফির ওপরই ছিল, হাত নামিয়ে বাঁট ধরে পিস্তল বের করার এক ফাঁকে দেখল মারফির হাতে কোল্টের কালো গর্তটা ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপল।

নলের মুখে ছোট্ট একটা শিখা ঝিলিক দিয়ে উঠল। ভাসকোর অসাড় আঙুল ঢিলে হলো; পিস্তলটা সশব্দে মেঝের ওপর পড়ল। ধীরে ওর হাঁটু বাঁকা হয়ে দেহ সামনের দিকে ঝুলে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

শব্দ মিলিয়ে গেল। বারুদের কটু গন্ধও বাতাসে ভর করে সরে গেল। কয়েক সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলল না। তারপর শান্ত স্বরে মারফি বলল, 'এই ব্যাপারে কারও কিছু বলার আছে?'

দুই যুবক কামরার আর সবার মুখোমুখি। মারফির হাতে পিস্তল, ডেড-শটের হাত দুটো কোমরে। একে-একে সবার মুখ দেখছে ওরা—অপেক্ষা করছে।

'ফেয়ার শূটিঙ,' মন্তব্য করল একজন।

'নিজের দোষেই মরেছে ও,' অন্য একজন বলল।

পিস্তল খাপে ভরে ডাগ বারের দিকে ফিরল। 'ব্যাপারটা কি, বলো তো?' স্যামকে প্রশ্ন করল সে। 'লোকটা হঠাৎ খেপল কেন?'

কাঁধ উঁচাল স্যাম। 'ওদিকে ট্রেইলে ড্যাশারের সাথে কিছু ঝামেলা হয়েছিল ওর। রনির হাতে ওর দুই পার্টনার মারা পড়েছে, ও নিজেও চোয়ালে ঘুসি খেয়ে ফিরেছিল। যা শুনেছি তাতে মনে হয় ওরাই রনিকে ফাঁদে ফেলার মতলব করেছিল, কিন্তু সামলাতে পারেনি।'

'ড্যাশারকে এদিকে কোথাও দেখেছ?' প্রশ্ন করল ডেড-শট।

ইতস্তত করল স্যাম। সে এখন জানে ড্যাশারই নিজেকে রেগান বলে পরিচয় দিয়েছিল। এটাও জানে হ্যাডলের র‍্যাঞ্চেই গেছে ও। কিন্তু বুঝতে পারছে রনির মত একজনই শার্পির জন্যে অনেক—ওর সাথে এই দুজনও যোগ দিলে তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে।

'ড্যাশারের সাথে আমার সামনা-সামনি কখনও পরিচয় হয়নি,' বলল

স্যাম। 'এখানে অনেকেই আসে, যায়, ঠিক বলতে পারছি না।'

ডাগ আর ডেড-শট আরও একটা ড্রিঙ্ক খেল। এর মধ্যে শহরের শক্ত গড়নের দুজন বাউন্ডেলে লোক ভাসকোর লাশ সরিয়েছে। ওরা বেরোতে যাবে, এই সময়ে দরজা ঠেলে রেড সেলুনে ঢুকল। ওর সাথে ডি বারের একজন কাউহ্যান্ডও রয়েছে। খবরটা দেয়ার জন্যে রেডের আর তর সইছে না।

'জানো, স্যাম,' খুশিতে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সে বলল, 'বার্কারকে তুমি আর দেখতে পাবে না!'

স্যাম বুঝতে পারছে তার সতর্ক চেষ্টা বিফল হতে চলেছে। খবরটা সে আগেই পেয়েছে। দরজার কাছে খবরটা শোনার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ডাগ আর ডেড-শট। 'ওই ড্যাশার লোকটা,' বলে চলল রেড, 'ও যে কী ফাস্ট, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। বার্কার আমার বসের পথ আটকেছিল ট্রেইলে। ড্যাশারের গুলিতে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ল বার্কার, আর ফিউরির হাত থেকে পড়ল পিস্তল। দারুণ চালু হাত!'

'এখন সে কোথায়?' জানতে চাইল ক্রদার্স।

'রনি?' হাসল রেড। 'জায়গা মতই গেছে!' প্রলয়-কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, এমন একটা ভাব নিয়ে সে বলে চলল, 'সার্কেল এইচে বাড হ্যাডলের সাথে দেখা করতে গেছে। বলেছে শার্পি বুমারের সাথেও সে কথা বলবে। মনে হচ্ছে এখন থেকে এদিকে একটা বিরাট পরিবর্তন আমরা দেখতে পাব।'

সেলুনের দরজা ঠেলে বারান্দার দিকে পা বাড়াল ডাগ। ফিরে তাকিয়ে পিছন থেকে কারও গুলি করার মতলব নেই বুঝে ডেড-শটও ওর পিছু নিল। বেরিয়ে দুজনেই আলো থেকে দ্রুত ছায়ায় সরে একটু দাঁড়াল।

'রনি ঝামেলায় আছে,' বলল ডাগ। 'ওকে সাহায্য করতে আমাদের এগিয়ে যাওয়া দরকার।'

'নিশ্চয়!' সরু রাস্তা ধরে দূরে সেলুনের বাতিগুলোর দিকে চেয়ে

বলল ডেড-শট। 'অন্তত লাশগুলো গুনতে পারব!'

কিন্তু ওর চেহারা গম্ভীর। ওরা এর আগে বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ঝামেলার কিভাবে একত্রে মোকাবিলা করেছে মনে পড়ছে।

অন্ধকার আস্তাবলের পাশ থেকে একটা লোক ওদের দিকে কিছুটা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল। 'ডাবল এক্স?' বলল সে।

কাছে এগিয়ে থামল ওরা। 'হ্যাঁ?' জবাব দিল ডাগ।

'আমি মরগ্যান। কথা বলতে চাই। কিন্তু ওরা যদি তোমাদের সাথে আমাকে কথা বলতে দেখে ফেলে, আমি খুন হয়ে যাব।'

' "ওরা" কারা? আর, তোমাকে মারবেই বা কেন?'

'শার্পি বুমারের দল। সবখানেই ওদের চর আছে। ওই বারটেন্ডার, স্যাম, সেও ওদের একজন। সেলুনে যাকে মেরেছ, সেও ছিল শার্পির গানম্যান। আসলে'—একটু ইতস্তত করল সে—'আমিও ওর হয়ে কিছু কাজ করেছি।'

'তুমি কি বলতে চাইছ?'

'ড্যাশার আমার পুরো পরিবারকে অ্যাপাচিদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সার্কেল এইচে গেছে ও। শার্পির লোকজন ওখান থেকে ওকে জীবিত বেরোতে দেবে না।'

'শার্পি সার্কেল এইচে কি করছে?' জানতে চাইল ডেড-শট।

'ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয় হ্যাডলের র‍্যাঞ্চটা ও কায়দা করে ছিনিয়ে নেয়ার মতলবে আছে। দুর্ঘটনায় হ্যাডলে খোঁড়া হয়েছে—হাঁটতে পারে না। ওর কাছ থেকে সব অস্ত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে, এটাও আমি ওদের কথাবার্তা থেকে জেনেছি।'

লোকটা চলে যাওয়ার পর ডেড-শট বলল, 'ঠিক আছে। কাল সকালেই তাহলে আমরা রওনা হচ্ছি।'

'তেমন ক্লান্ত হইনি,' শান্ত স্বরে বলল মারফি। 'চলো, আমরা ট্রেইলেই বিশ্রাম নেব।'

সাত

রনি ভাল পোকার খেলোয়াড়। মুখ দেখে কার হাতে কেমন তাস আছে তা বোঝার ক্ষমতা সে অনেক আগেই অর্জন করেছে। সে জানে, হ্যাডলে যে মুখ খুলবে না, এ বিষয়ে শার্পি একেবারে নিশ্চিত না হলে ওকে কিছুতেই একলা ঢুকতে দিত না। তাই পরিস্থিতি বোঝার জন্যে প্রথমেই সে হ্যাডলের মুখের দিকে চাইল। সমস্ত প্রশ্নের জবাব মুখ দেখেই ওকে পড়ে নিতে হবে।

মাথা তুলে তাকাল হ্যাডলে। কঠিন চোখ দুটো চকচক করছে। 'হাওডি, রনি! বাক আর ওরা সবাই কেমন আছে?'

'চমৎকার আছে ওরা, বাড। তোমাকেও খুব ভাল দেখাচ্ছে।'

ডাহা মিথ্যে কথা বলল রনি। লোকটাকে আসলে অত্যন্ত দুর্বল আর অসহায় দেখাচ্ছে। ওর মধ্যে আগের সেই হ্যাডলেকে খুঁজে পেল না সে, কেবল কাঠামোটাই পড়ে আছে।

কথা চালিয়ে যাচ্ছে রনি। কিন্তু কথার ফাঁকে ঘরের সবকিছু যাচাই করে দেখে নিয়েছে। কোন অস্ত্র নেই ওখানে। জানালাগুলো অনেক উঁচুতে, সুতরাং একমাত্র ওই দরজা ছাড়া এখান থেকে বেরোবার উপায় নেই।

'শুনলাম তুমি একজন পার্টনার নিয়েছ। এই বুমার লোকটা কেমন; ভাল?'

প্রায় দুমিনিট কোন জবাব এল না। রনি স্পষ্ট টের পাচ্ছে লোকটার মনের ভিতর কি পরিমাণ সংঘর্ষ চলছে। বাড যে তার বউ আর মেয়েকে

কি রকম ভালবাসত তা সে নিজেই দেখেছে। মেয়েটা ঠিক তার মায়ের মতই দেখতে হয়েছে। ওর কোন ক্ষতি বুড়ো সহ্য করতে পারবে না।

'হ্যাঁ, শার্পি ভাল লোক,' অবসন্ন স্বরে বলল বাড। 'সে গরু বোঝে, মানুষও বোঝে।' শেষের কথাটায় যেন একটু তিক্ততার আভাস রনির কানে ধরা পড়ল।

'বান্ডিও কি তোমার পার্টনার হচ্ছে নাকি?'

বাডের চেহারা মুহূর্তের জন্যে কুঁচকে চোখে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। 'না, না! তোমার এমন ধারণা কিভাবে হলো?'

'এমনি, ভাবছিলাম!' পা টান করে বসল রনি। 'উইলিয়ামস তোমাকে গরু কেনার টাকাগুলো দিতে চায়।'

'তুমি টাকাটা এনেছ?' ওর বলার ভঙ্গিতে, না এনে থাকলেই ভাল, এমন একটা ভাব দেখতে পেল রনি।

'সাথে আনিনি,' সতর্কভাবে বলল সে, 'কিন্তু আমি—'

দ্রুত বাধা দিল বাড। 'ওর কাছে এখন না থাকলে দরকার নেই।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার যদি কিছু হয়, তবে ওটা সুজানাকে দিয়ো। আর, ওরও যদি কিছু হয়, তবে বাক আর তুমিই রেখো।'

'বাজে কথা রাখো!' বলে উঠল রনি, 'তোমার বা সুজানার কিচ্ছু হবে না! হ্যাঁ, আমি বলছি!' একটু সামনে ঝুঁকে এসে নিচু স্বরে সে আবার বলল, 'তুমি বুমারকে এখানে জায়গা দিয়েছ কেন? লোকটা খুনী; আউটল!'

দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল বাড। রনির দিকে তাকাচ্ছে না। 'মানুষ যাকে খুশি কাজে নিতে পারে,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'এবং যার কাছে খুশি র‍্যাঞ্চ বিক্রি করতে পারে। তুমি আমার উপকার করতে চাইলে সোজা ঘোড়া নিয়ে বাকের কাছে ফিরে যাও, রনি। আর এসো না। সুজানা আর আমার,' দুঃখের সাথেই সে বলল, 'আমাদের নিজস্ব সমস্যা আছে। সেই সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে।'

ধীরে উঠে দাঁড়াল রনি। 'বাড, আমি এখানে বসে এই মুহূর্তে কিছুই করতে পারছি না বটে, কিন্তু তুমি পছন্দ করো আর না-ই করো, আমি পণ করেছি তুমি ভাল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারা পর্যন্ত আমি এই এলাকা ছেড়ে নড়ছি না।'

বুড়োর চোখে একটু আশার আলো ফুটল। সুজানা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। 'ওহ, যদি—'

'বোলো না।' গানবেল্টটা ঠিক করে নিল রনি। 'আমি হাঁদা নই। তোমার ওই বুড়ো বাপ পোকার খেলা কোনদিন শিখল না। জীবনে কখনও আমাকে ধাপ্পা দিতে পারেনি—আজ নতুন করে কি পারবে?'

এগিয়ে দরজা খুলল রনি। 'আবার দেখা হবে।'

'রনি'—ওর হাতের ওপর হাত রাখল সুজানা— 'সাবধানে থেকো।'

হাসল রনি। 'বললাম তো, আবার দেখা হবে।' দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়েও দাঁড়াল। প্রশ্ন করল, 'একান্ত দরকার হলে ও কি ঘোড়ার পিঠে বসতে পারবে?'

একটু ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল সুজানা। 'পারবে। আমার মনে হয় খুব খুশিও হবে।'

মাঝের কামরাটা পার হলো রনি। ওরা তাকে কিছুই জানায়নি, কিন্তু ওরা যে এখানে বন্দি, এটা সে বেশ বুঝতে পারছে। সম্ভবত দুজনেই ভয় পাচ্ছে, কিছু করতে গেলে অন্যজনের ক্ষতি করবে শার্পি। লোকটার প্ল্যানে কোন খুঁত দেখতে পাচ্ছে না রনি। সে যদি হঠাৎ এসে না পড়ত, এসব কথা অজ্ঞাতই রয়ে যেত।

রনির সাড়া পেয়ে ঝট করে মুখ তুলে তাকাল শার্পি। 'সেই আগের হ্যাডলে আর নেই, তাই না?' চামড়ায় মোড়া চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল সে। 'খুব কাহিল হয়ে পড়েছে।'

'হ্যাঁ,' সমর্থন করল রনি। 'কেবল খোলসটা আছে।'

'তুমি ওকে গরু বিক্রির টাকাটা দিয়েছ?' কথার ছলে প্রশ্ন করল সে।

'অ্যাঁ? ওহ, না, আজকে দিইনি। পথে কয়েক জায়গায় থামতে হলো বলে ওটা একখানে সামলে রেখেছি,' সেও কথার ছলেই জানাল।

শার্পির মুখের চেহারা দেখে চেষ্টা করে হাসি চাপল ড্যাশার। পনেরো হাজার বেশ বড় অঙ্ক। ওটা হাতে পাওয়ার আগে আর ওকে খুন করার চেষ্টা করবে না লোভী গানম্যান।

একটা চেয়ারে বসে ফুটন্ত কফি ঢেলে নিল রনি। টেবিলে কিছু ডোনাটও রাখা আছে। প্লেটটা কাছে টেনে নিয়ে খাওয়া শুরু করল।

'আধঘণ্টার মধ্যেই রওনা হব আমি,' বলল রনি। 'ভাবছি আর সবাই না পৌঁছানো পর্যন্ত হর্স স্প্রিঙসেই ওদের জন্যে অপেক্ষা করব।'

'ওই ডীলটার ব্যাপারে হ্যাডলের সাথে আমি কথা বলব,' অস্বস্তিভরে প্রতিবাদ করল শার্পি। 'আমাকে কিছুই জানায়নি ও। তুমি বলছিলে তোমার কিছু লোকজন এসে পৌঁছেচে?'

'পৌঁছানোর কথা,' মিথ্যা বলল সে।

'তেমন কোন খবর আমি পাইনি,' জানাল শার্পি। 'হয়তো এদিক-ওদিক কোথাও গেছে।'

'সেটা খুবই সম্ভব।' কফিতে চুমুক দিয়ে আরেকটা ডোনাট তুলে নিল রনি। 'ওই দুজন রাসলারদের পিছনে ধাওয়া করতে খুব পছন্দ করে—খাওয়ার চেয়েও বেশি—অথচ দুজনই পেটুক।' হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল। একটু বাজিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে সে কথার মোড় পালটাল।

'আচ্ছা, তোমরা কেউ ডীন নামে একজন জুয়াড়ীকে চেনো?'

শার্পি ভুরু কুঁচকাল, কিন্তু বান্ডি চমকে মাথা তুলল। যা বোঝার ছিল বুঝে নিয়েছে রনি।

'কেন? ওকে আমরা দুজনেই চিনি,' জবাব দিল শার্পি।

'ভাবছি, এলক মাউন্টিন এলাকায় ও কি করছিল।'

বান্ডির মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। নাকের দুপাশ ফুলে উঠেছে, শার্পির দিকে তাকিয়ে আছে সে।

চেয়ার ছেড়ে অর্ধেক উঠে এসেছে বুমার। 'ডীন?', ওর স্বরে

অবিশ্বাস। 'এলক মাউন্টিনে?'

'হয়তো কিছুই না,' হেসে কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রনি। ওর কাজ হয়ে গেছে। 'সম্ভবত নিজের কোন ধান্দায় ঘুরছে। জুয়াড়ীরা ওই রকমই হয়—সবসময়ে টাকা বানাবার ফিকিরে থাকে। অবশ্য অনেকেই তাই করে—সেদিন রাতে জনি রিগ আমাকে বলছিল'—থামল সে। 'কিন্তু সেটা আমার ওপর আস্থা রেখে বলেছে।'

এবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল শার্পি। চেয়ারটা উলটে পড়ল, সেদিকে খেয়াল নেই। 'জনি কি বলেছে?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল সে। ওর চোখ দুটো কঠিন আর ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

'এমনি, কিছু কথা বলছিল,' হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রনি। 'নিজের স্বার্থ সবাই দেখে। এজন্যে কাউকে তুমি দোষ দিতে পারো না।'

উঠে দাঁড়াল রনি। 'আমার বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে। তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম মিস্টার বুমার, মিস্টার বুল। আমি আমার লোকজন নিয়ে বাছুরগুলো নিতে আসব—তখন আবার দেখা হবে।'

উঠান পেরিয়ে এগোল রনি। মনেমনে সে নিজের কাজে খুশি হয়েছে। লোকগুলোকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে আসা গেছে। আউটলরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না। একবার সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিতে পারলে নিজেদের মধ্যেই মারপিট লেগে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

বাকস্কিনের পিঠে চেপে উত্তরে রওনা হলো রনি। ওদিকেই ইন্ডিয়ান ক্রীক ট্রেইল এবং ওটাই হর্স স্প্রিঙসে যাবার প্রধান রাস্তা। কেউ অনুসরণ করছে কিনা খেয়াল করার জন্যে ট্রেইল থেকে সরে কয়েকবার অপেক্ষা করল। তৃতীয়বার লোকটাকে দেখতে পেল। আধ মাইল পিছনে আছে সে। লোকটা ওকে পেরিয়ে উত্তরে অদৃশ্য হওয়ার পর আড়াল থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে এগোল রনি।

ক্যানিয়ন ক্রীক পেরিয়ে আরও পশ্চিমে যাচ্ছে। এবড়োখেবড়ো

পাহাড়ী এলাকা। কিন্তু বাকস্কিনটা এমন অনায়াসে পথ চলছে, যেন পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছে।

গাছপালার ভিতর ক্যাম্প করল রনি। ঘোড়াটাকে বেঁধে অল্প কিছু খেয়ে গাছের তলায় শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম দরকার, রাতে তার অনেক কাজ আছে।

লম্বা চার ঘণ্টার একটা ঘুম দিয়ে সন্ধ্যার পর রনির ঘুম ভাঙল। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে আবার সার্কেল এইচের পথ ধরল। র‍্যাঞ্চের কাছে পৌঁছে সকালে যেখানে থেমেছিল সেখানেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

ঠাণ্ডা আর তাজা বাতাস। প্রত্যেকটা শ্বাসই ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার মত তৃপ্তি দিচ্ছে। পাইন আর ধোঁয়ার হালকা একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। র‍্যাঞ্চ আর বাঙ্কহাউসে আলো দেখা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট স্থির দাঁড়িয়ে এলাকাটা আবার নতুন করে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর সাবধানে এগিয়ে করালের পিছনে চলে এল। আশপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে অন্ধকারে ধীরে ধীরে বাঙ্কহাউসের জানালার কাছে পৌঁছে ভিতরে উঁকি দিল। নিজের বাঙ্কে শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করছে ফিউরি। সকালে যাকে দেখেছিল, সেই লম্বা কাউহ্যান্ড দরজার দিকে মুখ করে বসে পেশেন্স খেলছে। ভিতরে আর কেউ নেই।

'এসো, একটু তাস খেলি,' প্রস্তাব দিল লম্বা কাউহ্যান্ড। একা খেলতে খেলতে বিরক্তি ধরে গেছে ওর।

'বিরক্ত কোরো না,' ঘুম জড়ানো স্বরে বলল ফিউরি। 'ঘুমাতে দাও—বারোটা থেকে আমার ডিউটি।'

'ঠিক আছে, ঘুমাও। বারোটায় তোমাকে জাগিয়ে দেব।'

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করে মিলাতে না পেরে তাসগুলো গুছিয়ে তুলে নিয়ে শাফ্‌ল্ করে আবার খেলা শুরু করতে গিয়ে ফিউরির নাক ডাকার শব্দে ফিরে তাকাল। 'দেখো কাণ্ড!' বিড়বিড় করল সে, 'এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'হ্যাঁ,' নিচু একটা স্বর শোনা গেল, 'ঘুমটা ওর দরকার, ওকে জাগিও

না।'

চমকে মুখ ফেরাল তাস খেলোয়াড়। পিস্তলের বাঁট ধরার জন্যে বাড়ানো হাতটা জমে স্থির হয়ে গেল। তারপর ধীরে হাতটা দূরে সরাল। ভিতরে ঢুকে খোলা দরজার মুখ থেকে একটু বাম পাশে সরে দাঁড়াল ড্যাশার—হাতে কোল্ট। 'গলা দিয়ে শেষ একটা শব্দ করতে চাইলে চিৎকার করতে পারো,' নিচু স্বরে বলল সে। 'নইলে গানবেল্টটা খুলে সাবধানে টেবিলে রাখো।'

ঘামছে আউটল। একবার ঢোক গিলে খুব ধীরে বেল্ট খুলে টেবিলে রাখল। কালো ঘন জোড়া-ভুরুর তলা দিয়ে কঠিন, শীতল চোখে রনির দিকে চেয়ে আছে সে।

'এবার ঘুরে দাঁড়াও,' পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল ড্যাশার।

লম্বা লোকটা ইতস্তত করছে। 'ওটা দিয়ে আমার মাথায় মেরো না,' বলল সে। 'আমি তোমার কোন ক্ষতি এখনও করিনি।' নেকড়ের দাঁত বের করে হাসল আউটল। 'কিন্তু পরের বার যখন দেখা হবে এর জন্যে আমি তোমার চামড়া তুলে ফেলব!'

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। রনি ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে, মুখে এক টুকরো কাপড় গুঁজে মুখটাও বেঁধে ফেলল।

ফিউরি এখনও দিব্যি ঘুমাচ্ছে। স্বপ্নে দেখছে রনিকে বাগে পেয়ে সে পিস্তলের ট্রিগার টানতে যাচ্ছে। এই সময়ে পেটে শক্ত কিছুর ঠাণ্ডা স্পর্শে চোখ খুলে দেখল ড্যাশার ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

'একটা টুঁ শব্দ করলে পিস্তলটা তোমার মাথায় ভাঙব!' সাবধান করল রনি।

ধড়মড় করে উঠে বসে চিৎকার করার জন্যে মুখ হাঁ করল ফিউরি। সোলার প্লেক্সাসের ওপর শক্ত খোঁচায় ওর ভিতর থেকে পুরো বাতাস বেরিয়ে গেল। নির্বিকার ভাবে লোকটার কানের পিছনে পিস্তলের নল ঘুরিয়ে আঘাত করল রনি। জ্ঞান হারিয়ে দুভাঁজ হলো আউটল। বাঁধা লোকটার দিকে চেয়ে রনি বলল, 'এই লোক কারও কথা বিশ্বাস করতে

চায় না!'

ফিউরিকে বাঁধা শেষ হলে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে করাল থেকে দুটো ভাল ঘোড়া এনে জিন চাপিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের পাশে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠল।

মেক্সিকান রাঁধুনী মেয়েটার সাথেই সবার আগে দেখা হলো। 'বুয়েনস্ নচেস্, সেনরা,' নরম সুরে বলল রনি। 'তোমার তরফ থেকে কোন ঝামেলা চাই না আমি।'

'কোমো?'

'ওই দরজাটা খোলো।' পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল রনি। 'হ্যাডলেদের আমি এখান থেকে নিরাপদ কোথাও নিয়ে যাব।'

'আমাকেও নিয়ে চলো! প্লীজ!' অনুরোধ জানাল রাঁধুনী।

'আপাতত তোমাকে এখানেই থাকতে হবে, চিকিতা। পরে আমি ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করব।'

দরজা খুলল মেয়েটা। কিন্তু ভিতরের দরজাটার সামনে পৌঁছে মাথা নাড়ল। নক করল রনি। 'সুজানা! বাড!'

ভিতরে পায়ের আওয়াজ হলো। 'রনি?' সুজানার অবিশ্বাস মেশানো স্বর শোনা গেল। 'ওহ, তুমি সত্যিই এসেছ!'

'হ্যাঁ। দরজাটা খোলো।'

'এদিকে কেবল একটা হুড়কো আছে—দরজার চাবি শার্পির কাছে।'

'ঠিক আছে, হুড়কো নামিয়ে রেখে তুমি বাডকে নিয়ে তৈরি হও। আমরা এখনই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হব।'

একটু পিছনে সরে দরজায় লাথি মারল রনি। তারপর আবার। কিন্তু মজবুত দরজাটার নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে বেরিয়ে গুদাম থেকে একটা কুড়াল নিয়ে এল রনি। জায়গা মত দুটো বাড়ি পড়তেই দরজা খুলে গেল। বাড একটা লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। সুজানা আর রনি দুপাশ থেকে ধরে ওকে দরজার সামনে নিয়ে এল। 'আমাকে কেবল একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে দাও,' ভাঙা

স্বরে বলল বাড। 'আমি আর কিছু চাই না। যদি মরতেই হয়, জিনের ওপরই মরব!'

মেক্সিকান মেয়েটা অদৃশ্য হয়েছে। বাডকে জিনের ওপর শক্ত করে বসিয়ে ছুটে গিয়ে ভিতর থেকে ওদের জন্যে দুটো রাইফেল আর পিস্তল নিয়ে এল রনি। এই সময়ে একটা ক্যানভাসের থলিতে খাবার নিয়ে হাজির হলো রাঁধুনী।

ওর দিকে চেয়ে হাসল রনি। 'গ্রাসিয়াস, চিকিতা!' বলল সে। 'তুমি আমার ডার্লিঙ!' আদর করে মাঝ-বয়সী মহিলার থলথলে গাল টিপে দিল রনি। কপট লজ্জায় ওর হাতে চাপড় মারল মেয়েটা।

ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল রনি। 'ভায়য়া কন ডিয়স!' বিদায় জানাল রাঁধুনী।

'Go with God!' ঘোড়া আগে বাড়িয়ে বিড়বিড় করল সুজানা। 'তার আশীর্বাদই আমাদের দরকার।'

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তুলে কয়েকজন আধ-মাতাল রাইডার উঠানে এসে থামল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওদের মধ্যে দুজন হাসি-ঠাট্টার মধ্যে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল। দরজার কাছে পৌঁছে ওদের হাসি থেমে গেল।

'স্লিম! ফিউরি! একি—!' চিৎকার করল একজন। ওদের মাঝে বিস্ময় আর বিভ্রান্তির কোলাহল উঠল। মনেমনে একটা গালি দিল রনি।

'তোমরা এগোও, আমি আসছি,' সুজানাকে বলল সে। 'মোগোলনসের দিকে যাও। জলদি!'

'ঠিক আছে!'

ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। উইনচেস্টারটা খাপ থেকে বের করে কাঁধে ঠেকাল রনি। দ্রুত পাঁচটা গুলি ছুঁড়ল পরপর। প্রথম গুলিতে বাতিটা গেল, দ্বিতীয়টা দরজায় লাগল; তৃতীয় আর চতুর্থটা জানালা দিয়ে ঢুকল, আর শেষটা লাগল সিঁড়িতে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সুজানাদের পিছনে ছুটল সে।

একবার মুখ তুলে তারাগুলোর দিকে চেয়ে বুঝল এখন রাত প্রায় বারোটা হয়েছে। অর্থাৎ হাতে ছয় ঘণ্টা সময় আছে। এর পরে ওরা সহজেই ট্র্যাক করতে পারবে। সুজানা বেশ দ্রুতই এগোচ্ছে। ঘোড়া নিয়ে হ্যাডলের পাশে এসে পৌঁছল রনি।

'কেমন বুঝছ, বাড? টিকতে পারবে তো?'

'আমি ঠিকই পারব!' রনির রাইফেলে গুলি ভরা দেখছে বাড। 'ঠিক সেই পুরানো দিনের মত। বাক আমাদের সাথে থাকলে আরও ভাল লাগত!'

'হ্যাঁ,' বলল রনি। বিভিন্ন জায়গায় পুরানো দিনের কথা ওরও মনে পড়ছে। 'তবে বাকের বদলে ওয়াইল্‌স্ বা ডাগ মারফি থাকলে আমাদের জন্যে আরও ভাল হত।'

'মারফি? ওকে আমি চিনি না, কিন্তু ওই নামটাই আজ আমি শুনেছি।'

'কী?' বিশ্বাস করতে পারছে না রনি। 'মারফি সম্পর্কে কিছু শুনেছ?'

'হ্যাঁ। ওর সাথে হর্স স্প্রিঙসে কার যেন পিস্তলের লড়াই হয়েছে। পুরো ঘটনা জানি না।'

সুজানার পাশে সরে এল রনি। 'তুমি এই ট্রেইলটা চেনো?'

'বেশ ভাল করেই চিনি। এদিকে আগে প্রায়ই বেড়াতে আসতাম। তবে জারকির ওপাশে কখনও যাইনি। তুমি চেনো?'

'শোনা কথায় চিনি। ভাগ্যের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে।'

অনেক পিছনে দূর থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে এল।

'আমি একটু পিছিয়ে থাকছি,' বলল রনি। 'ওরা হয়তো আমাদের হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। তবে ওদের দুভাগ হয়ে নদীর ক্রসিঙ দুটোর দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।' একটু পিছিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মারফি কাকে মেরেছে তুমি জানো?'

'মারফির কথা আমি শুনিনি। আমার কানে এসেছে ভাসকো হর্স

স্প্রিঙসে গোলাগুলিতে মারা পড়েছে।'

খুশিতে দাঁত বের করে হেসে পিছিয়ে পড়ল রনি। হঠাৎ খুব ভাল বোধ করছে। কাজ একাও করা যায়, কিন্তু ডাগ আর ডেডশটের মত লোক আশপাশেই আছে জানলে মনের জোর অনেক বেড়ে যায়। ভাসকো মারা গেছে! লোকটাকে নিশ্চয় যমে টেনেছিল, নইলে মারফির মত বিচ্ছুর সাথে লাগতে যাবে কেন?

আট

র‍্যাঞ্চ থেকে বেশ কিছু মাইল দূরে চলে এসেছে ওরা তিনজন। কয়েকবার ঘোড়া থামিয়ে কান পেতে শুনেছে রনি। মাথাটাকে পরিষ্কার আর সক্রিয় রাখার চেষ্টা করছে ও। একা থাকলেও অনুসরণকারী ঝানু আউটলদের ফাঁকি দিয়ে পালানো সহজ হত না, কিন্তু একজন খোঁড়া আর একটা মেয়ের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাজটা প্রায় অসম্ভব ঠেকছে। অন্ধকারে ঘন পাইন জঙ্গলের ভিতর পুরু নরম পাইন কাঁটার কার্পেটের ওপর দিয়ে ঘোড়াগুলো নিঃশব্দে এগোচ্ছে। মাঝেমাঝে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসছে, মাথার উপর তারা দেখা যাচ্ছে আকাশে। বাতাসটা ঠাণ্ডা, তাজা, আর স্তব্ধ। কান পাতলে পিছনে বহু দূর থেকে একটা-দুটো চিৎকার এখনও কানে আসছে, তবে ওদের ভিতর দূরত্ব আগের তুলনায় বেড়েছে।

বাম দিকে কালো দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে নয় হাজার ফুট উঁচু লিলি মাউন্টিন। ডান ধারে জ্যাকসন মেসার কাঁধ। সামনেই কোথাও রয়েছে ওয়েস্ট ফর্ক ক্রসিঙের ট্রেইল। ইচ্ছে করেই বাকস্কিনটাকে

এগিয়ে নিয়ে ওই ট্রেইল ধরল রনি। জানে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেকোন সময়ে আউটলর দল ওদের ধরে ফেলতে পারে, কিন্তু বাঁচার জন্যে ফল্‌স্ ট্রেইল রাখা অত্যন্ত জরুরী, তাই ঝুঁকিটা নেয়াই সবথেকে ভাল উপায়।

কয়েক মিনিট পথ চলার পরেই বাকস্কিনের খুর পাথরে বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ উঠল। বাম দিকের এলাকাটা পুরো স্যান্ডস্টোনে ছাওয়া। ট্রেইল ছাড়ার জন্যে আদর্শ জায়গা। কিন্তু এখানে ট্রেইল ছাড়ল না রনি। পিছনের অনুসরণকারী লোকগুলো পাসিকে ফাঁকি দিয়ে বহুবার পালিয়েছে—এত সহজে ওদের ফাঁকি দেয়া যাবে না। আরও অনেকদূর এগিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে একটা বালুময় জায়গায় বামে ঘুরল। মাইলখানেক এগিয়ে ওদের থামাল রনি।

'একটু বিশ্রাম নাও,' বলল সে। 'আমি ট্রেইল ঢাকার জন্যে ফিরে যাচ্ছি।'

অন্ধকারে অদৃশ্য হলো রনি। কি করবে সেটা আগেই মনেমনে ঠিক করে নিয়েছে। ট্রেইল ছেড়ে ওয়াশ ধরে এগোবার পথে কতগুলো গরুকে বিশ্রাম নিতে দেখেছিল—সেগুলোকে তাড়িয়ে ওয়াশ ধরে রওনা করিয়ে দিল। এখন আর নরম বালুর ওপর ঘোড়ার খুরের চিহ্ন আলাদা করে চেনার সাধ্য কারও হবে না। গরুগুলোকে ছেড়ে ফিরে আসার জোগাড় করছে, এই সময়ে অনুসরণকারীদের ঘোড়া ছুটিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল। ওয়াশের কাছে পৌঁছে ওদের গতি ধীর হলো।

'এখানে?' স্বরটা অপরিচিত।

'না!' ফিউরি প্রায় গর্জে উঠল। দু'দুবার অপদস্থ হয়ে দারুণ খেপে আছে সে। 'আমরা সোজা ক্রসিঙে যাব। চিহ্ন দেখে অনুসরণ করা এখন সম্ভব না। এই এলাকা ছেড়ে বেরোতে হলে ওকে নদী পার হতেই হবে।'

'সে যদি পশ্চিমে যায়?' প্রশ্ন করল একজন।

'তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে? ওদিকে কতগুলো কানা-ক্যানিয়ন ছাড়া আর কিছু নেই। বেরোতে হলে ওকে উত্তর বা দক্ষিণের ক্রসিঙ

পেরোতে হবে।'

'শার্পি এখানে উপস্থিত থাকলে ভাল হত,' মন্তব্য করল একজন।

'সে থাকলে এমন কি হাতি-ঘোড়া মারত?' ধমকে উঠল ফিউরি। 'আমরা যা করছি সেও তাই করত। চিন্তার কারণ নেই—ওই শয়তানটাকে আমরা ঠিকই শেষ করব!'

লোকগুলো ট্রেইল ধরে এগিয়ে গেল। ওদের খুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পর ফিরে চলল রনি। বালু যেখানে সবথেকে পুরু, সেখান দিয়ে এগোচ্ছে। আলগা বালুর ওপর চলতে ঘোড়াটার একটু কষ্ট হলেও এতে স্পষ্ট কোন ছাপ থাকছে না।

'চলো, এগোই,' ওদের কাছে পৌঁছে বলল রনি। 'ফিউরি লোকজন নিয়ে ক্রসিঙে গেছে। ওখানে আমাদের না পেয়ে দিনের আলো ফুটলেই ট্র্যাক খুঁজে পিছু নেবে।'

এগিয়ে চলল ওরা। বাম পাশে জার্কি মাউন্টিনস। সামনে ক্লিয়ার ক্রীক পার হলো। ওটা লিলি মাউন্টিনের খাড়া ভাঁজ বেয়ে নেমে উত্তরে বয়ে গেছে। উঁচু পাহাড় আর তারা দেখে দিক ঠিক রাখছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে কয়োটির ডাক ভেসে আসছে। এছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ভোর হওয়ার আগেই পাথরের আড়ালে একটা গর্তে ক্যাম্প করল রনি।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাবার কাছে ছুটে গেল সুজানা। হ্যাডলের চেহারা ক্লান্তিতে মলিন, কিন্তু চোখ দুটো সংকল্পে উজ্জ্বল। দুজনে মিলে বুড়োকে নিচে নামাল ওরা।

'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না, রনি,' বলল বাড। 'আমি ঠিকই আছি—অনেকদিন পর ঘোড়ায় চড়েছি, তাই একটু কাহিল। বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দ্রুত হাতে সাবধানে একটা ছোট্ট আগুন জ্বেলে ফেলল রনি। একটু দূরে সরে ফিরে দেখল চারপাশের পাথর আগুনটাকে চমৎকার আড়াল করেছে। আঁচ করল র‍্যাঞ্চ থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে চলে এসেছে

ওরা। দিনের আলোয় অনুসরণকারী আউলটরা দ্রুত এগিয়ে আসবে। খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই আবার রওনা হতেহবে।

ঝর্নায় ঘোড়াকে পানি খাওয়াবার সময়ে নরম মাটিতে কতগুলো ছাপ দেখতে পেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে চিহ্নগুলো পরীক্ষা করছে রনি। নাল ছাড়া ঘোড়া। সুজানা ঘোড়া নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল।

'বুনো ঘোড়া?' প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'না।'

পশ্চিমের মেয়েকে এর বেশি কিছু বলতে হলো না। কথাটার অর্থ সে পরিষ্কার বুঝেছে। বাড হ্যাডলে খাপ থেকে রাইফেলটা টেনে বের করল।

'কয়জন?' জানতে চাইল বাড।

'ছয় থেকে আটজন হবে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।' হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে ভাগ্যকে একটা গালি দিল রনি। পিছনে আউটল, সামনে ইন্ডিয়ান। প্রশ্ন হচ্ছে: কোন্ দল বেশি খারাপ? এই ঝর্নাটাই ওয়েস্ট ফর্ক। এখান থেকে টার্কিফেদার ক্রীক খুব দূরে নয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখছে সে। বড়জোর ঘণ্টাখানেক আগের ছাপ ওগুলো। ইন্ডিয়ানরা কি চলে গেছে? নাকি সামনেই কোথাও ক্যাম্প করেছে? শার্পি তার লোকজন নিয়ে কতদূর এগিয়েছে?

ওরা যে পথে চলছে তাতে ওখান থেকে আলমার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলের বেশি হবে না। কিন্তু অ্যাপাচিদের উপস্থিতি ছাড়াও ওই পাহাড়ী ট্রেইলের প্রতিটি মাইল অত্যন্ত দুর্গম।

'ঝুঁকিটা আমরা নেব,' নিজের সিদ্ধান্ত জানাল রনি। 'আমরা এগিয়ে টার্কিফেদারে পৌঁছে ক্যাম্প করব। আমাদের সবারই বিশ্রাম দরকার—ঘোড়ারও। শার্পি ধাওয়া করে আসছে বলেই আমাদের ধরে নিতে হবে।'

'ইন্ডিয়ানদের কি হবে?' প্রশ্ন করল বাড।

হাসল রনি। 'ওরা নিজেদেরটা নিজেই সামলাতে পারবে।' হ্যাটটা নামিয়ে চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে ওটা আবার মাথায় এঁটে বসিয়ে সামনের দিকটা টেনে নামিয়ে দিল। 'বলা যায় না, এইসব পাহাড়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানোয় অনেক ঝুঁকি। হয়তো ওদের একটা বিপদও ঘটে যেতে পারে!'

ঘোড়ার পিঠে চেপে সতর্কভাবে আগে বাড়ল রনি। ট্র্যাকগুলো স্পষ্ট। ওরাও সম্ভবত একই পথে এগোচ্ছে। এটা হয়তো ওয়ার-পার্টি নাও হতে পারে, যদিও সেটার সম্ভাবনাই বেশি। গতিপথ দেখে মনে হয় আলমার কাছাকাছি কোন বসতি, বা মাইনিঙ ক্যাম্পে অনর্থ ঘটাতে চলেছে ওরা।

পাহাড়ের পাথর আর গাছের ফাঁকে সরু পথ দিয়ে দুটো ঘোড়া পাশাপাশি চলার জায়গা নেই। সার বেঁধে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে ওরা। নিচের ঘাসে ছাওয়া সবুজ উপত্যকাটা উপর থেকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ট্রেইল ছেড়ে একটা স্যান্ডস্টোন ক্লিফের দিকে এগোল রনি। গোলাপী রঙের পাথরের মাঝখানে কোয়ার্টসের একটা সাদা ডোরা দেখা যাচ্ছে। ওটার গোড়ায় সিকামোর আর কটনউড গাছ ওখানে পানির আশ্বাস দিচ্ছে।

খুব সাবধানে পথ চলছে রনি। মাঝেমাঝে থেমে কান পেতে শুনছে। স্বীকার না করলেও দুশ্চিন্তায় ওর মুখের ভিতরটা শুকিয়ে এসেছে। ওদের পথের ওপরই কিছুটা দূরে হঠাৎ একটা চিল আকাশে উড়ল। মনে হলো কাছাকাছি কিছু নড়তে দেখেই ভয় পেয়ে ওটা আকাশে উঠেছে।

পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা বড় পাথর ঘুরে সামনে সরু ক্যানিয়নের মত উপত্যকা ওর চোখে পড়ল। দুপাশের পাথর চেপে এসে ক্যানিয়নের অন্য মাথা খুব সরু হয়ে শেষ হয়েছে। ছোট্ট মালভূমির মত জায়গাটাতে বেশ কিছু বড়-বড় গাছ জন্মেছে। উপরের ক্লিফ থেকে কিছু বিশাল আকারের পাথরও গড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে

এগোল রনি। শেষ একশো গজ খোলা আর ঢালু। কিন্তু ওরা নিরাপদেই গাছের আড়ালে পৌঁছল।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে সব খুঁটিয়ে দেখল রনি।

মালভূমি বলা চললেও এর এলাকা মাত্র এক একর। মাঝখানের খোলা জায়গাটা সবুজ ঘাসে ভরা। চারপাশে পাইন, সিডার, সিকামোর আর কটনউড গাছ ওটাকে ঘিরে রেখেছে। প্রচুর ম্যানজানিটাও জন্মেছে। একটা ছোট্ট জলপ্রপাত উপরে ক্লিফের ফাটল থেকে বেরিয়ে গোড়ায় খসে পড়া পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে। বাম দিকে দুপাশের ক্লিফ চেপে এসেছে, কেবল একটা সরু ফাঁক দেখা যাচ্ছে।

'আমরা রাতটা এখানেই কাটাব, ব্যাড,' বলল রনি। 'হয়তো আগামী দিনটাও আমাদের এখানে কাটাতে হতে পারে। ঘটনা কেমন গড়ায় তার ওপর সব নির্ভর করবে। বাধ্য না হলে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে যেতে চাচ্ছি না আমি।'

ক্লিফের গোড়ার কাছে কতগুলো বড়-বড় পাথর আর গাছের ভিতর বেশ নিরাপদ একটা জায়গা বেছে নিয়ে ওরা ক্যাম্প করল। রাইফেলটা তুলে নিয়ে খোলা জায়গার কাছে মাত্র পৌঁছেচে, এই সময়ে ওরা যেদিক দিয়ে ঢুকেছে সেখানে জঙ্গলে বাদামী রঙের একটা নড়াচড়া ওর চোখে পড়ল। এবং তারপরেই ঘোড়ার পিঠে কয়েকজন ইন্ডিয়ান বেরিয়ে এল।

ওরা সংখ্যায় চারজন। যেদিক দিয়ে এল তাতে বোঝা যাচ্ছে এরা অনুসরণ করছিল—অর্থাৎ এরা সামনের লোকগুলো নয়, ভিন্ন একটা দল। ওর চোখের সামনেই উলটো দিক থেকে কতগুলো অ্যাপাচি বেরিয়ে এল। এরা সংখ্যায় এগারো জন। বাড আর সুজানাকে সাবধান করা দরকার, কিন্তু ফিরে যাবার উপায় নেই। ওরা ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে, জানে রনিরা কোথায় আছে।

এক মুহূর্ত পরে ফিরে তাকিয়ে দেখল সুজানা ওর দিকেই আসছে। ওর ইশারা পেয়ে চট করে উপুড় হয়ে শুয়ে ক্রল করে এগিয়ে এল। 'অ্যাপাচি,' ফিসফিস করে বলল রনি। 'ঝামেলা হবে।'

ইন্ডিয়ানদের দেখে সুজানার চোখ বিস্ফারিত হয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ বা নালিশ নেই—নীরবেই বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করে নিল পশ্চিমের মেয়ে। ওই লোকগুলোর মধ্যে বিতর্ক চলছে। সম্ভবত এখন আক্রমণ করবে, নাকি পরে, সেটা নিয়েই। সন্ধ্যা হতে আর বেশি বাকি নেই। অ্যাপাচিরা রাতে কখনও লড়ে না।

'ওরা কি এখনই আক্রমণ করবে?' প্রশ্ন করল সুজানা।

'কিছুই বলা যায় না, অ্যাপাচিদের মাথায় কখন কি খেলবে তা কেউ বলতে পারে না। মনে হচ্ছে কিছু লোক চাইছে, কিছু চাইছে না। যাক, আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের পজিশনটা ভাল। তবে আমাদের সাথে আরও খাবার থাকলে ভাল হত।'

'মানে, আমরা এখানে আটকা পড়তে পারি?'

'হতে পারে।' হঠাৎ হাসল রনি। 'শার্পি এখন আমাদের ধরে ফেললে মন্দ হয় না। অ্যাপাচিদের সাথে সে-ই ফাইট করুক।' চিন্তাযুক্ত মুখে কিছুক্ষণ অ্যাপাচিদের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবার কি অবস্থা?'

'খুব ক্লান্ত, রনি। কিন্তু মুখে কিছুতেই স্বীকার করবে না। কেবল মনের জোরেই সব ধকল সহ্য করছে।'

দুজনে নীরবে অ্যাপাচিদের দিকে তাকিয়ে আছে। সুজানা আবার বলল, 'ওরা কতদূরে আছে? আমরা এখান থেকে ওদের গুলি করে মারতে পারব না?'

ড্যাশারের কঠিন নীল চোখ কৌতুকে ভরে উঠল।

'তা পারব,' বলল সে। 'কিন্তু সেধে বিপদ ডেকে এনে লাভ আছে? কিছু করতে চাইলে ওরাই তা শুরু করুক। ওরা হয়তো ঝামেলায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' আরও কিছুক্ষণ ওদিকে চেয়ে থেকে বলল, 'মনে হয় ওরা তিনশো গজ দূরে আছে।'

'ওরা কি ভাল গুলি ছুঁড়তে পারে, রনি?'

আড়চোখে তাকাল রনি। 'আমার থেকে শুনে রাখো, সু, ওদের

কেউ-কেউ দারুণ গুলি ছোঁড়ে। একবার সত্তরজন মেক্সিকান একটা অ্যাপাচিকে কোণঠাসা করেছিল। ওদের সবাইকে ঠেকিয়ে লোকটা পালাতে সক্ষম হয়েছিল। লড়াইয়ে সাতজন মেক্সিকানকে ও গুলি করে মেরেছিল। প্রত্যেকটা গুলিই খুলি ফুটো করে ঢুকেছিল। একেই বলে শূটিঙ! ওকে ছেড়ে বাকি মেক্সিকানদের বাড়ি ফিরে যাওয়ায় আমি কোন দোষ দেখি না।'

ঘাসের গন্ধটা চমৎকার। গা এলিয়ে দিয়ে পেশীগুলোকে ঢিলে করল রনি। 'তুমি ফিরে যাও, সুজানা,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো। মনে হচ্ছে সামনে লম্বা অপেক্ষা রয়েছে।'

'তুমি কি করবে?' উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল মেয়েটা।

'অপেক্ষা করব। ওরা যদি এদিকে আসতে চায় ঠেকাবার চেষ্টা করব। যদি না পারি দৌড়ে ছুটে আসব।'

'সাবধান থেকো,' অগত্যা বলল সুজানা। 'তুমি বড্ড বেশি ঝুঁকি নেও।'

'তা নয়।' মাথা নাড়ল রনি। 'কেবল বোকারাই ঝুঁকি নেয়। এড়ানো সম্ভব হলে ভাল যোদ্ধা কখনও ঝুঁকি নেয় না। কিন্তু যেখানে উপায় নেই সেখানে মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিতেই হয়।

'পৃথিবীতে কেবল দুই রকম যোদ্ধাই আছে। ভাল যোদ্ধা আর মৃত যোদ্ধা। যখন আমি ছোট ছিলাম, একবার খেলার সাথীরা উঁচু ক্যানিয়নে গাছের গুঁড়ির তৈরি পুলের ওপর দিয়ে আমি হাঁটতে রাজি হইনি বলে আমাকে ঠাট্টা করেছিল। ওরা সবাই কয়েকবার করে পার হলো, কিন্তু আমি যাইনি। ওপারে যদি কিছু থাকত, যেটা আমার চাই, তাহলে আমি নিশ্চয়ই ওটা আনতে যেতাম। কিন্তু কেবল নিজেকে জাহির করার জন্যে বাহাদুরি দেখাবার কোন মানে হয় না।' হাসল রনি। 'সাহসী আর বোকার মধ্যে এখানেই তফাত।'

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর বুকের কাছে শার্টে হাত মুছে অ্যাপাচিরা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে নজর রাখল রনি। হঠাৎ ওদের আবার

দেখা গেল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওরা। পনেরো জনই একসাথে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ পেটের ভিতর কেমন একটা শূন্যতা অনুভব করল সে। আসুক ওরা, দূরত্ব আরও কিছু কমুক।

তিনশো গজ থেকে হেঁটে এগোচ্ছে পোনি। দুশো গজ, একশো পঞ্চাশ, শেষে একশো হলো। রাইফেলটা স্থির হাতে ধরে সামনের ইন্ডিয়ানটার পেট লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল রনি। ওর হাতে উইনচেস্টারটা গর্জে লাফিয়ে উঠল। নলের মুখ ঘুরিয়ে এক মুহূর্ত স্থির রেখে আবার গুলি ছুঁড়ল। একে-একে ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল দুজন। আরও তিনবার দ্রুত ট্রিগার টিপল সে। তারপর উঠে পিছন দিকে ছুটল।

পাথরে ঘেরা ক্যাম্পটা পঞ্চাশ গজ দূরে। পিছন থেকে তীক্ষ্ণ ইন্ডিয়ান স্বরে চিৎকার উঠল। ওর পাশ ঘেঁষে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে গাছে বিঁধল। ওদিকে ক্যাম্পের পাথরের আড়াল থেকে দুটো রাইফেল জবাব দিল। রনি ঘুরে দাঁড়িয়ে কোমরের পাশ থেকেই দুটো গুলি ছুঁড়ল। দুটোই হিট। একটায় ঘোড়া উলটে পড়ল, অন্যটা লাগল একজন অ্যাপাচির হাঁটুতে। আবার ছুটল ড্যাশার। ছুটতে ছুটতেই রাইফেলে গুলি ভরছে।

একটা গাছের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ে গড়িয়ে গুলি ছোঁড়ার পজিশন নিল। তাকিয়ে আছে। খোলা মাঠটা সম্পূর্ণ ফাঁকা, ওখানে জীবনের কোন চিহ্ন নেই—একেবারে স্তব্ধ। কেবল একটা মরা ঘোড়া আর একটা লাশ পড়ে আছে।

রনির দিকে তাকাল সুজানা—মেয়েটার চেহারা উত্তেজনা আর ভয়ে একেবারে ফেকাসে হয়ে গেছে। শব্দ করে হেসে উঠল বাড। 'আমি একটাকে ফেলেছি!' খুশি স্বরে বলল সে। নিউ মেক্সিকোতে আসার পর এই প্রথম ওকে সত্যিই জীবন্ত হতে দেখল রনি। 'ওদের থামাতে পেরেছি, রনি?'

'হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে।' ইন্ডিয়ানরা যেদিক থেকে এসেছে সেই

উঁচু ক্লিফ আর গাছপালার দিকে তাকাল ড্যাশার। 'ওরা কাল সকালেই আবার আসবে। অবশ্য সংখ্যায় কিছু কমেছে।'

আগুনের ধারে সরে গেছে সুজানা। 'কফি তৈরি,' নিচু স্বরে জানাল সে। 'তোমাদেরটা নিয়ে আসব?'

ফিরে তাকাল রনি। জানে মেয়েটা অত্যন্ত ভয় পেয়েছে, এমন একটা বিপদে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে তার কাজ ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে। এমন মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। এটা সত্যিই বিরল!

নয়

পাথরের দেয়ালে আগুনের আলো পড়ে কাঁপছে। হালকা বাতাস যেন গাছের পাতার সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে। আগুনের ওপাশে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বাড হ্যাডলে। উত্তেজনার পর অবসাদে ওর লম্বা মুখটা আরও বসে গেছে। মনের জোর দিয়েই চেহারায় একটা শক্ত ভাব সে সারাদিন টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এখন ঘুমে অচেতন চেহারায় সেই প্রত্যয় আর নেই। লোকটাকে এখন খুব অসহায় দেখাচ্ছে।

নিচু স্বরে সুজানার সাথে কথা বলল ড্যাশার। 'ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর ভিতর আর একবিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। বুঝতে পারছি না এই অবস্থায় ওকে নিয়ে আজ রাতেই এখান থেকে সরে পড়ার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে কিনা।'

'পথ চলা কি বেশি কষ্টের হবে?'

'আজকের চেয়ে বেশি কষ্টকর হবে। আজকের পথটা সুস্থ মানুষের জন্যেও বেশ কষ্টের ছিল।'

'এখানে একটা দিন বিশ্রাম নিলে হয় না? আবার ঘোড়ার জিনে চাপার আগে ওর একটু বিশ্রাম দরকার।'

'হয়তো সেটাই আমাদের করতে হতে পারে,' স্বীকার করল রনি, 'কিন্তু সেটা আমি চাচ্ছি না। কয়েক ঘণ্টা বেশি বিশ্রামে ওর এমন কিছু উপকার হবে না। তাছাড়া দুশ্চিন্তায় বিশ্রামও ভাল হবে না। আমাদের আরও নিরাপদ কোন জায়গায় সরে যেতে হবে। রাতেই বেরিয়ে না পড়লে এখান থেকে আর বেরোনো যাবে না।'

'শার্পির কি হবে? ও কতটা পিছনে আছে বলে তোমার ধারণা?'

'বেশি পিছিয়ে নেই।' কাঠের টুকরোগুলো আগুনের ভিতর এগিয়ে দিল রনি। 'আমাদের ট্রেইল ওকে কিছুটা বিভ্রান্ত করবে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের অভিজ্ঞ চোখে ধুলো দেয়া যাবে না। যাহোক, কালই যদি ওরা এসে পড়ে, সেটা আমাদের জন্যে ভালই হবে।'

'কী বলছ, তুমি?' শিউরে উঠল সুজানা। 'একবার ওর হাত থেকে বেরিয়ে আসার পর, আবার ওর খপ্পরে পড়ার আগে আমি আত্মহত্যা করব!'

'আমি ঠিকই বলছি। ওরা যদি কাল এই উপত্যকায় এসে পৌঁছে, তবে অ্যাপাচিদের সাথে ওদের দেখা হবে—অর্থাৎ ওদের মধ্যে লড়াই বাধবে। এবং সেটাই ঘটাবার একটা প্ল্যান এসেছে আমার মাথায়।'

রাত গভীর হলে উঠে দাঁড়াল রনি। খুব সাবধানে আলো এড়িয়ে পাথর আর গাছের অন্ধকারের আড়ালে এগিয়ে লম্বা ঘাসের জমিতে এসে পড়ল সে। অ্যাপাচিরা আধমাইলের মধ্যেই কোথাও ক্যাম্প করেছে। হয়তো আরও কাছে। সন্ধ্যা হওয়ার আগে কতগুলো কাককে একটা জায়গায় জড়ো হতে দেখেছে। ওর নিশ্চিত ধারণা কাকগুলো ইন্ডিয়ানদের ক্যাম্প দেখেই আকৃষ্ট হয়েছে।

নিজেদের আর ইন্ডিয়ান ক্যাম্পের মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে রনি আর নিজের ট্র্যাক গোপন রাখার কোন চেষ্টাই করল না।

উপত্যকায় প্রথম ঢোকার সময়েই প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি দেখে নিয়েছিল। ওর মনে আছে, ট্রেইলের মাথায় ক্লিফের গোড়ায় একটা ছোট্ট ঝর্নার পাশে চওড়া পাথরের শেলফ দেখেছে। ট্র্যাক রেখে সোজা ওদিকেই এগোল। ওখানে কতগুলো পাথরের পিছনে একেবারে আড়ালে ছোট একটা আগুন জ্বালাল। আগুন ভাল মত ধরে উঠলে ধীরে জ্বলার মত কিছু কাঠ চাপিয়ে সরে এল।

এবার পাথরের চওড়া শেলফে উঠে কোন রকম ছাপ না রেখে সাবধানে পা ফেলে ঝর্নায় নামল। বেশ কিছুদূর পানির ভিতর দিয়ে পা ঘষে ঘষে এগোল। তারপর জঙ্গলের ভিতর ঢুকে সাবধানে ফিরতি পথ ধরল। এতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগল ওর। কিন্তু সে জানে, চালাকিটা কাজে আসবে। সোজা ক্যাম্পে না ফিরে, বাম দিকে পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে আসায় যে সরু ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে, সেদিকে এগোল। কাছে গিয়ে দেখল এলাকাটা ঘন জঙ্গলে ভরা। ওর ভিতর দিয়ে জায়গা করে নিয়ে উপর থেকে খসে পড়া পাথরের একটা স্তূপের গোড়ায় পৌঁছল।

উপরে উঠে দেখল ক্লিফের দেয়ালে একটা গুহার মত ফাটল রয়েছে। ওদিক থেকে বাতাস ওর মুখে এসে লাগছে। অন্ধকারে ওটার গভীরতা কত বোঝা যাচ্ছে না। সামনের দিকে ঢিল ছুঁড়ে বুঝল অন্তত তিরিশ ফুট। আলগা পাথরের চূড়ায় অল্প কিছুটা হেঁটে হঠাৎ পায়ের তলায় অন্য ধরনের জমি ঠেকল। চট করে উবু হয়ে বসে হাত দিয়ে অনুভব করল। অল্প কিছু আলগা পাথরের নিচে মসৃণ অখণ্ড পাথর—একটা ট্রেইল! নিচের দিকে ঢালু হয়ে পাহাড়ের ভিতর ঢুকেছে।

ওটা ইন্ডিয়ানদের নাকি জীবজন্তুর ব্যবহারের জন্যে তৈরি, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এটা যে ওই গুহা বা ফাটলটার সাথে গিয়ে মিশেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওটা অনুসরণ করল না রনি, উঠে সোজা ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো। বাতাসে একটা ভেজা-ভেজা ভাব ছিল—সম্ভবত খোলা মুখের গুহা।

ক্যাম্পের খুব কাছে পৌঁছে আগুনটা দেখতে পেল রনি। আগুন

জ্বালাবার জায়গা বাছাই করা ভাল হয়েছে। নিচু স্বরে সুজানাকে ডাকতেই মেয়েটা পাথরের আড়াল থেকে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল। রনিকে দেখে ওর চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটল।

'কি খবর? আমি তো ভয়ই পাচ্ছিলাম তুমি হারিয়ে গেছ বা বিপদে পড়েছ!' বলল সুজানা। 'কিছু পেলে?'

'হয়তো।' আগুনের আওতার বাইরে অন্ধকার জায়গায় আড়াল নিয়ে বসল ড্যাশার। 'তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, ঘণ্টাখানেক পরে তোমাকে আমি জাগাব।'

'পাহারা দিতে?'

'হ্যাঁ। রাতে অ্যাপাচিদের আক্রমণ আসবার ভয় নেই, কিন্তু শার্পির রাতে লড়তে বাধা নেই। এদিক দিয়ে অ্যাপাচিরাই বরং ভাল।'

প্রায় হাতের মুঠোয় চলে আসা জয় এভাবে ফস্কে যাওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করবে না শার্পি, এটা রনি ভাল করেই জানে। ধূর্ত আর নিষ্ঠুর লোকটা হন্যে হয়েই ওদের খুঁজে বের করবে।

আগেরদিন শার্পি বুমারের পাইয়ূট ইন্ডিয়ান ট্র্যাকার চারবার ড্যাশারের ট্রেইল হারিয়ে, আবার খুঁজে পেয়েছে। রাতের বেলা ক্লিফের কিনারে ক্যাম্প করেছে ওরা। ওই ক্লিফ থেকেই বাকস্কিনটাকে নিচে নামিয়ে এনেছিল রনি। ট্রেইলটার দিকে চেয়ে তিক্তভাবে একটা গালি আওড়াল শার্পি।

'শক্ত নার্ভ লোকটার,' আক্ষেপের সাথে স্বীকার করল গানম্যান। 'আগে থেকে না জেনে আমি এমন ট্রেইল ধরার ঝুঁকি নিতাম না।'

শার্পির সাথে আটজন আছে। প্রত্যেকে বাছাই করা কঠিন লোক। হাতে চোট, আর মাথা-ব্যথা নিয়েও ফিউরি পিছনে পড়ে থাকতে রাজি হয়নি। যাঁকে রনি বেঁধে রেখেছিল, সেই লম্বা লোকটাও এসেছে। ওর নাম টিচ।

'তুমি ঠিক জানো ড্যাশার ওই পথেই নেমেছে?' শার্পি এখনও

বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

'একটা পাহাড়ী ছাগলও ওই পথে যেতে সাহস পাবে না।' মন্তব্য করল টিচ।

মাথা ঝাঁকাল পাইয়ূট। 'ড্যাশার সাহস করেছে। ওল্ড মিমব্রেনো ট্রেইল ধরেই নেমেছে ও।'

'তাহলে এখনও বেশি দূরে যেতে পারেনি,' সন্তুষ্টির সাথে বলল ফিউরি। 'আমি কেবল একটা গুলি করার সুযোগ চাই।'

'তুমি কি এখনই ওই পথে নামতে চাও নাকি, ফিউরি?' হাত তুলে ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় পাহাড়ের গায়ে সরু রেখার মত ট্রেইলটা দেখাল শার্পি। 'যেতে চাইলে আমি বাধা দেব না। ওকে মারার প্রথম সুযোগ তুমিই পাবে।'

সন্দিগ্ধ চোখে বসের দিকে তাকাল ফিউরি। 'আমি অপেক্ষাই করব,' দৃঢ় স্বরে বলল সে। 'আমরা কালই ওকে ধরব।'

শার্পি নিশ্চিন্ত বোধ করছে। সামনের পাহাড়গুলোতে কোন সম্ভাব্য ফাঁক বা ট্রেইল ওর চোখে পড়েনি।

'বেরোবার কোন পথ নেই,' বলল সে। 'ফাঁদে পড়েছে ও।'

ক্রিফের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল আলফন্সো। ড্যাশারকে সে মোটেও ভয় পায় না। মবীটির নামডাকওয়ালা শেরিফকে সে গুলি করে হত্যা করে বেরিয়ে এসেছে--কেউ ওকে বাধা দিতে সাহস পায়নি। কিন্তু অ্যাপাচিদের সাথে সংঘর্ষে যেতে নারাজ। সে দেখেছে ধরতে পারলে ওরা মানুষের কি অবস্থা করে। এটা ওদের এলাকা—তাই কেমন যেন একটা অস্বস্তি ওকে অস্থির করে তুলছে।

কথা বলে চলেছে শার্পি। 'নিজেরাই চেয়ে দেখো—নিচে নেমেছে ড্যাশার কিন্তু ওই গর্ত থেকে বেরোবার কোন পথ নেই।' হাত তুলে পশ্চিমের পাহাড়গুলো দেখাল। পাঁচটা চূড়া দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটাই দশ-এগারো হাজার ফুট উঁচু। 'শীত এসে যাচ্ছে: চূড়াগুলো এখনই বরফে ঢাকা। তুষার পড়তে শুরু করলে পশ্চিমে যাবার সব পাস বন্ধ

হয়ে যাবে।'

'পাস আছে তাহলে?' প্রশ্ন তুলল টিচ।

'নাহ্। এখানে নেই। অনেক উত্তরে আছে। এখানে ওরা বাক্স-বন্দি। ওকে কালই আমরা ধরব।'

'হয়তো। কিন্তু এই ড্যাশার লোকটা উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু করবে বলে আমার মনে হয় না। ওর নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান আছে। লোকটা বিশেষ কোথাও যাচ্ছে!'

'ওখানেই আছে ও,' টিচের কথার জবাব দিল শার্পি।

তবু টিচের মন্তব্য ওকে ভাবিয়ে তুলল। সত্যিই তো, বেরোবার পথ না থাকলে ড্যাশার এমন বেয়াড়া এলাকায় কেন ঢুকবে? নিচের অন্ধকার বেসিনের দিকে চেয়ে ভাবছে গানম্যান। একে-একে তারা ফুটছে আকাশে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল শার্পির চোখ। অন্ধকারে নিচে বিন্দুর মত একটা আলো দেখা যাচ্ছে—একটা ক্যাম্পফায়ার। তাহলে ড্যাশার আর হ্যাডলেরা ওখানেই আছে। ভুরু কুঁচকাল সে। কিছুটা দক্ষিণে আরও একটা আভা দেখা যাচ্ছে। ওটাও কি ক্যাম্পফায়ার? কে থাকতে পারে ওখানে?

শার্পি জানে না, এখন সে যে আলোটা দেখতে পাচ্ছে সেটা অ্যাপাচিদের জ্বালা ছোট্ট আগুন। একমাত্র উপর ছাড়া আর কোনদিক থেকে ওটা দেখা যাবে না।

পরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই যখন কম্বলের তলায় ঢুকেছে, শার্পি আবার ক্লিফের ধারে এসে দাঁড়াল। দক্ষিণের আলোটা নিভে গেছে, কেবল এই ক্লিফটা ঢালু হয়ে যেখানে বেসিনের সাথে মিশেছে, সেখানে আর একটা আগুন জ্বলছে! আর কে থাকতে পারে ওখানে? রাতের অভিযানে বেরিয়ে এটাই জ্বেলেছিল রনি।

হঠাৎ থমকাল সে। তারপর একটু হাসল। অবশ্যই! ট্রেইল-পটু ড্যাশারের মাথাতেই কেবল তাকে বিভ্রান্ত করার এমন একটা ফন্দি আসবে!

সকাল হয়েছে। লম্বা ঘাসে প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা কিছু ছোট-ছোট পাথরের পিছনে ঝোপের ভিতর শুয়ে আছে রনি। ওটা নিরাপত্তার জন্যে বিশেষ উপযোগী না হলেও বিস্তৃত এলাকার ওপর নজর রাখার জন্যে ভাল। তাছাড়া এতে বড় পাথরের উপর বা পাশ দিয়ে দেখার জন্যে ওকে মাথা বের করতে হবে না, কারণ ওইসব জায়গাতেই ওকে দেখার আশা করবে অ্যাপাচি যোদ্ধারা।

ওর পিছনে সুজানা শুকনো কাঠের আগুনে কফি আর অবশিষ্ট খাবার গরম করায় ব্যস্ত। বাড পিঠ সোজা করে বসেছে। হাঁটুর ওপর রাইফেলটা রাখা আছে। চোখ আর গাল বসে গেছে, কিন্তু উদ্দীপনা একটুও কমেনি। সুজানার হাত থেকে কফি নেয়ার সময়ে জঙ্গলের ভিতর একটু নড়াচড়া রনির নজরে পড়ল। ঘাসে সামান্য একটু দোলা, কিন্তু রনি জানে ইন্ডিয়ানটা ওর দিকে রওনা হয়েছে। কাজ শুরু হয়ে গেছে, বা এখনই হবে।

আড়চোখে ক্লিফ থেকে নিচে নামার ট্রেইলটা একবার খুঁটিয়ে দেখল রনি। ওখানে কোন গতিবিধি নেই। প্রভাতী সূর্যের আলো চূড়া থেকে অনেক নিচে নেমেছে। কিন্তু রনির কাছে এখনও পৌঁছায়নি। সে জানে না শার্পি তার দলবল নিয়ে আগেই বেসিনে নেমে পড়েছে। সূর্যের আলো ক্লিফের মাথায় পড়ার সাথেসাথে রওনা হয়েছিল ওরা। ফিউরিকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায়নি।

সুজানা তার রাইফেল তুলে নিয়ে পাথরের পিছনে পজিশন নিল। রনি পিছনে তাকিয়ে দেখল ওদের জিন চড়ানো ঘোড়াগুলো চোখের আড়ালে নিরাপদেই আছে। হঠাৎ ছুটে পালাবার দরকার হলে কোন অসুবিধা হবে না। রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে তৈরি থাকল সে।

ড্যাশার নিজের জায়গায় পজিশন নেয়ার অনেক আগেই ওর গত রাতের রেখে আসা ট্র্যাক অ্যাপাচিদের নজরে পড়েছে। নিজেদের মধ্যে দ্রুত আলাপ করে চারজন ওই ট্রেইল অনুসরণ করে এগোল। ওদের

ধারণা তিনজনের কেউ পালাবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আগুনটার কাছে পৌঁছে গেল।

ওখানে থমকে সতর্ক হয়ে উঠল। বুঝতে পারছে এর মধ্যে কোথাও একটা গোলমাল রয়েছে। এই পর্যন্ত এসে থাকলে লোকটা ট্রেইল ধরে উপরে না উঠে এখানে ক্যাম্প করবে কেন? ওরা এই ধাঁধার সমাধান ভেবে বের করার আগেই নয়জন রাইডার বেসিনের নিচে পৌঁছে গাছগুলো পেরিয়ে এগোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

অ্যাপাচিরা সাবধানে সামনে এগোল। ওপাশ থেকে শার্পি বুমারও আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে। উপর থেকে এই আগুনটাই সে গতরাতে দেখতে পেয়েছিল। তৃতীয় আগুন। গাছ ঘুরে সামনে বাড়ল শার্পি—ওর দুপাশে ডেভিস দুই ভাই। বার্ট আর সার্ট। বেরিয়ে আসার আগের মুহূর্তে পাতার ফাঁক দিয়ে ওপাশে বাদামী একটা লোককে নড়তে দেখল শার্পি। অ্যাপাচি!

মুহূর্তে কোল্টটা উঠে এল ওর হাতে। রাইফেল বাগিয়ে ধরল অ্যাপাচি। কিন্তু ঝিলিক দিয়ে গর্জে উঠল কোল্ট। গতির মধ্যেই মারা পড়ল ইন্ডিয়ান। মুহূর্তে গোলাগুলির শব্দে ভরে উঠল বেসিন। বুক খামচে কাশতে কাশতে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল বার্ট ডেভিস। ওর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে।

গোলাগুলির শব্দ শুনে ফাঁদে কাজ হয়েছে বুঝে, সবথেকে কাছের নড়াচড়ার ওপর দৃষ্টি স্থির করল রনি। শব্দের সাথে নড়াচড়া স্থির হলো। রাইফেল নিচু করে ধরে লোকটার অবস্থান আঁচ করে ট্রিগার টিপে দিল সে। মাথা তুলে রনির দ্বিতীয় গুলিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। জবাবে ওদিক থেকে দুটো রাইফেল গর্জে উঠল। ক্যাম্প থেকে বাড আর সুজানা পালটা জবাব দিল। ওরা দুজন একই লোককে গুলি করেছে। ইন্ডিয়ানটা যেখানে শুয়ে ছিল সেখানেই মরল।

গোলাগুলি চলছে; রনি পিছিয়ে ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছে গেল। 'জলদি এসো!' নিচু স্বরে ডাকল সে। 'ঘোড়ায় ওঠো! তুমি আগে,

বাড!'

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে গাছের ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে ওদের গুহার ট্রেইলের দিকে নিয়ে গেল রনি। ওই পথে এখান থেকে বের হওয়া যাবে কিনা জানে না সে। কিন্তু অপেক্ষা করার উপায় নেই। ওদিকে এখনও লড়াই চলছে, তবে গোলাগুলির হার কমে এসেছে। যে দলই জিতুক, তাতে ওদের কোন সুবিধা নেই। পাথরের স্তূপ বেয়ে উপরে উঠে বাকস্কিন ওপাশের ঢালু জায়গায় নেমে বিনা দ্বিধায় সরু ফাটলের ভিতর ঢুকল। ঘোড়ার গতি কমাল রনি। সে জানে একটাকে ঢুকতে দেখলে পরের ঘোড়াগুলোও অনুসরণ করবে।

যে ফাটলে ওরা ঢুকেছে, সেটা চওড়ায় আট ফুটের বেশি নয়। দুপাশের দেয়াল কাঁচের মত মসৃণ। এক সময়ে এই পথ দিয়ে তোড়ের সাথে পানি বয়েছে। মেঝেতে শক্ত ভেজা বালু। রনির নজর সামনের দিকে, কিন্তু খুরের শব্দে বুঝতে পারছে সঙ্গীরা তার পিছনেই আছে। একশো গজ যাওয়ার পর দেয়ালগুলো ঘেঁষে এসে পথটাকে সঙ্কীর্ণ করে তুলল। এখন দুপাশের দেয়ালেই ঘষা খাচ্ছে বুট। তারপর ওটা আবার চওড়া হলো। গুহার অন্য প্রান্ত দিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল রনি। সাফল্যের আনন্দে হাসি ফুটল ওর মুখে। এতক্ষণে পিছন ফিরে চেয়ে হালকা রসিকতায় সে বলল, 'সার্কেল এইচ কাউহ্যান্ডের কি খবর, হ্যাডলে?' ঠাট্টা করলেও ওর চোখ দুটো সতর্ক দৃষ্টিতে হ্যাডলের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করায় ব্যস্ত। প্রত্যেক মানুষেরই সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে। হ্যাডলে কঠিন লোক, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের পরে দুর্বল শরীরে সে আর কত ধকল সহ্য করতে পারবে? স্যাডলে টিকে থাকাই হয়তো ওর জন্যে এখন কঠিন হয়ে উঠেছে।

'আমি ঠিকই আছি,' রনির চোখের দিকে কটকট করে চেয়ে থেকে জবাব দিল সে। 'তোমার কি খবর? সুজানা আর আমাকে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা করতে হবে না, সার্কেল এইচের রাইডাররা চিরকালই বার ২০ রাইডারের চেয়ে শক্ত!'

শব্দ করে হাসল রনি। তারপর হালকা সুরেই বলল, 'দেমাগ দেখো বুড়োর! তোমাদের বেস্ট রাইডার বার ২০-র গাধার ওয়্যাগন চালাবারও যোগ্য না!'

হার মানার পাত্র নয় হ্যাডলে। সে জবাব দিল, 'তোমাদের বেস্ট রাইডাররা যা শিখেছে, তা আমরাই শিখিয়েছি!'

গোলাগুলির শব্দ থেমে গেছে। চালমাত অবস্থা, নাকি লড়াই শেষ, তা এখনই বোঝার উপায় নেই।

ওদের ফালতু বড়াই থামিয়ে দিয়ে সুজানা বলে উঠল, 'আপাতত হয়তো আমরা নিরাপদ, কিন্তু কেউ কি আমাকে বলবে, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

ড্যাশার চারপাশের খাড়া দেয়ালে ঘেরা এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখছে। এখান থেকে বেরোবার কোন পথ ওর চোখে পড়ল না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ওরা আবার আটকা পড়েছে—এবং আরও কঠিন ভাবে। আপাতদৃষ্টিতে পরিস্থিতি খারাপ দেখালেও রনির ধারণা এখান থেকে বেরোবার একটা পথ থাকতেই হবে—কারণ যে ট্রেইল ধরে ওরা এখানে পৌঁছেচে সেটা প্রাচীন হলেও বহুল ব্যবহৃত। এখানে কারও বেশিদিন থাকার কোন চিহ্ন নেই। এই এলাকায় থাকার মত কোন আকর্ষণও নেই। সুতরাং আর সবাই অন্য কোন পথে বেরিয়ে গেছে।

'তোমাদের ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দাও,' শান্ত স্বরে বলল রনি। 'কিন্তু ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমো না।'

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে এলাকাটা ঘুরে দেখার জন্যে এগোল সে। ম্যানজানিটার ঘন, বড় ঝাড়ের পাশে উঁচু অ্যাসপেন গাছটার কাছে পৌঁছার আগে কোন চিহ্নই ওর নজরে পড়েনি। গাছের বাকলে পাঁচ থেকে আট ফুট পর্যন্ত অনেক আঁচড়ের দাগ রয়েছে। নিচের অংশে কাদা আর লোম লেপটে আছে। গাছটার কাছে রনিকে থামতে দেখে কৌতূহলী হয়ে সুজানা ওর দিকে এগিয়ে এল।

'কি দেখছ, রনি?' মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'বেয়ার ট্রী। কোন ভাল্লুক নিজের চিহ্ন না রেখে এটা পার হবে না। বংশপরম্পরায় প্রত্যেক গ্রিজলি ওই একই গাছের কাছে গিয়ে যত উঁচুতে সম্ভব নিজের নখের চিহ্ন রাখে। এতে ওদের কি লাভ হয় জানি না, হয়তো বছর-বছর কত বড় হচ্ছে তার প্রমাণ নিজের চোখে দেখে সান্ত্বনা পায়। আর নিচের দিকে গা ঘষে পিঠ চুলকে নেয়াটা সম্ভবত একটা বাড়তি বিলাস।'

'এগুলো গ্রিজলি কিভাবে বুঝলে?'

'আকার আর লোম দেখে। আঁচড়ের দাগ কত উঁচুতে দেখেছ? ব্ল্যাক বেয়ার এত বড় হয় না। তাছাড়া গাছের সাথে পিঠ ঘষে কিছু লোমও রেখে গেছে। এরা রঙে grizzle, অর্থাৎ ধূসর বলেই এদের নাম গ্রিজলি বেয়ার বা শুধু গ্রিজলি।'

ঘুরে, ম্যানজানিটার ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর অন্ধকার একটা ফাঁক দেখিয়ে রনি আবার বলল, 'ওটাই আমাদের ট্রেইল। চলো, এগোই।'

ওয়্যাগনের চাকার অত্যন্ত ক্ষীণ একটা ট্র্যাক ওই দিকেই গেছে দেখতে পেয়েছে ড্যাশার। স্যাডলের ওপর বসে ঝুঁকে মাথা নিচু করে এগোচ্ছে ওরা। কিছুদূর এগিয়ে যে ট্রেইল ধরে ভিতরে ঢুকেছে, সেটারই এদিককার প্রসার ওদের নজরে পড়ল। কিন্তু এটা দিক পরিবর্তন করে ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেছে। পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরে এখন ওরা উত্তর-পশ্চিমে চলেছে। খাঁজটা ক্রমেই চওড়া হয়ে একটা ক্যানিয়নে পরিণত হলো। দুপাশের দেয়াল খাড়া হয়ে উপরে উঠেছে। একপাশে ক্লিফ থেকে খসে পড়া পাথরের বিরাট একটা স্তূপ।

ক্যানিয়নের তলায় আগাছার ঝোপ, আর ঘন ঘাস জন্মেছে। চাকার দাগ ধরে দ্রুত এগোচ্ছে ওরা। বহুকাল ব্যবহৃত পুরানো ট্রেইলটা উপড়ে-পড়া গাছ, বা বড় পাথর এড়াতে মাঝেমাঝে দিক পরিবর্তন করলেও একটা নির্দিষ্ট দিকেই এগিয়েছে। হঠাৎ ক্যানিয়ন শেষ হয়ে একটা খোলা জায়গায় পৌঁছল ওরা। আড়াআড়ি একটা ক্রীক বয়ে গেছে। সামনে আধমাইল দূরে ট্র্যাকটা আবার শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে ক্রীক পার হলো ওরা। বাড কথা বলছে না। শুকনো আর বিষণ্ন চেহারায় ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। রনিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাতে দেখে সে কষ্টের সাথে একটু হাসল।

'ভয় নেই, আমি জিনের ওপর টিকে থাকতে পারব। জানি, ওখানে লড়াইয়ে যে দল জিতবে, তারাই আমাদের পিছু নেবে।'

'আমি যেমন শুনেছি, তাতে বুঝতে পারছি এটাই টার্কিফেদার,' বলল রনি। 'এর উত্তরে হচ্ছে আয়রন ক্রীক। ওটা ধরে কিছুদূর চললে, কয়েকটা ক্যানিয়ন পার হয়ে আমরা স্নো ক্রীক ট্রেইলে পড়ব।'

চারপাশ এক নজর দেখে নিয়ে ভুরু কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল হ্যাডলে। 'আমাদের তাড়াহুড়া করার আরও কারণ আছে,' মৃদু স্বরে বলল সে, 'তুষার পড়ার সম্ভাবনা আছে।'

অশুভ আশঙ্কায় রনির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আজ সারাটা দিন তার ঠিক ওই কথাই মনে হয়েছে, মনকে প্রবোধ দিয়েছে এটা তার ভুল ধারণা। সাধারণত এত আগে তুষার পড়ে না। কিন্তু এখানে ওরা রয়েছে অনেক উঁচুতে, এবং মগোলন্স্ পার হতে তাদের আরও উঁচুতে উঠতে হবে।

লীড নিয়ে উঁচু নিচু জমির ওপর দিয়ে এখন দ্রুত এগোচ্ছে রনি। ছড়ানো গাছের এলাকা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকল ওরা। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আয়রন ক্রীকের ধারে পৌঁছল। ক্রীক ধরে বেশ কিছুদূর গিয়ে আবছা একটা ট্রেইল দেখা গেল। 'এটাই এগিয়ে স্নো ক্রীক ট্রেইলে মিশেছে,' জানাল ড্যাশার। 'এখন থেকে আরও দ্রুত চলা সম্ভব হবে।'

পিছনের ট্রেইলের ওপর নজর রাখছে রনি। সে জানে ওরা অনুসরণ করবেই। কখন দেখা হবে, সেটাই কেবল অনিশ্চিত। ট্রেইলটা এখন ক্রমাগত উপরে উঠছে। যে উজ্জ্বল সূর্যের মুখ ওরা আজ ভোরে দেখেছিল সেটা গুহা পার হওয়ার সময়েই ধূসর আকাশে অদৃশ্য হয়েছে। এখন পুরো আকাশটাকেই ছেয়ে ফেলেছে একটা স্থির ধূসরতা। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ওর গাল ছুঁয়ে গেল। দুশ্চিন্তায় কপাল

কুঁচকাল সে।

যদি সত্যিই ঝড় হয়, তবে ওদের জন্যে এরচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আর হতে পারে না। ওদের পাহাড় পার হতে হবে, এবং তার পরেও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে—প্রায় পুরো একটা দিনের ব্যাপার। সরল রেখায় আলমার দূরত্ব বারো মাইলের বেশি হবে না, কিন্তু পাহাড়ী পথে ঘুরে-ঘুরে এর পাঁচগুণ পথ ওদের চলতে হবে। আয়রন ক্রীক মেসায় একটা ঝর্নার ধারে অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার এগিয়ে চলল ওরা।

হঠাৎ হাতের ওপর ঠাণ্ডা একটা পরশ পেয়ে চমকে তাকাল রনি। হালকা এক থোকা নরম তুষার!

আশঙ্কায় রনির দেহ যেন মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হলো। আকাশের দিকে তাকাল সে। এখনও অনেক পথ বাকি। তুষার ঝড়ের মধ্যে ভারী কোট ছাড়াই ওদের পাহাড় পেরোতে হবে। পথে কোথাও আশ্রয় বা খাবার পাওয়া যাবে না!

দশ

বেসিনে অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে শার্পির দলের লড়াই চট করে শেষ হলো না। ওটা অমীমাংসিত ভাবে এগিয়ে চলল। শেষে এক সময়ে অ্যাপাচিরা সরে পড়ল। ঠিক কখন যে ওরা ক্ষান্ত দিল তা শার্পি জানে না। লড়াই শুরু হওয়ার সময়ে অ্যাপাচিরা সংখ্যায় ছিল আটজন। শুরুতেই শার্পি প্রথম-দেখা ইন্ডিয়ানকে শেষ করেছে, কিন্তু একই সাথে বার্ট ডেভিসকে হারিয়েছে।

ড্যাশারের কৌশলটা ওর কাছে মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেছে। রনিই

যে ওর পিছনে অ্যাপাচিদের লেলিয়ে দেয়ার জন্যে ওই আগুনটা জ্বেলেছিল তাতে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। এদিকে শার্পির লোকজনকে লড়াইয়ে ব্যস্ত রেখে ওদিক দিয়ে রনি দিব্যি নিরাপদে সরে পড়ছে। ভীষণ খেপেছে শার্পি, কিন্তু করার কিছুই নেই—নিজেকে সংযত করে অ্যাপাচিদের শেষ করার দিকে মনযোগ দিল, এবং শেষ পর্যন্ত তাই করল। কমপক্ষে আরও তিনজন ইন্ডিয়ান মরেছে, তবে তারও দুজন লোক আহত হয়েছে।

রনির বিরুদ্ধে এখানে হেরে গিয়ে সেও একটা মারাত্মক চাল খেলল। 'টোনি,' আহতদের একজনের দিকে ফিরে বলল শার্পি, 'তুমি রুবেনকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। ঘোড়া মরে মরুক, তোমরা ঘোড়া ছুটিয়ে সার্কেল এইচে বান্ডিকে খবর দাও। ওকে বলবে, আলমাতে লোক পাঠিয়ে ড্যাশার আর হ্যাডলেদের ঠেকাতে হবে। ওরা যেন কিছুতেই আলমায় পৌঁছতে না পারে। বিভিন্ন র‍্যাঞ্চে ফ্রেশ ঘোড়া নিয়ে আমাদের লোক ড্যাশারের আগেই আলমায় পৌঁছতে পারবে।

'ওখানে পৌঁছে জাইল্‌সের সাহায্য নিয়ে সবক'টা ট্রেইলে পাহারা বসাবে। ঝামেলার দরকার নেই—ওদের তিনজনকেই শেষ করতে হবে। হত্যার কাজটা যারা করবে তারা প্রত্যেক হ্যাডলের জন্যে একশো, আর ড্যাশারের জন্যে পাঁচশো ডলার পাবে।'

'পাঁচশো?' টোনির চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'আমি নিজেই যাব, বস্!'

'ওরা যদি আগেই আলমায় পৌঁছে থাকে?' প্রশ্ন তুলল রুবেন।

ভ্রূকুটি করে একটু চিন্তা করল শার্পি। 'তাহলে ওদের মেরে শহর থেকে দূরে কোথাও নিয়ে গায়েব করে ফেলতে হবে। কাজটা চুপিসারে করতে হবে, যেন কেউ ওদের খুঁজে না পায়।'

ওদের রওনা করিয়ে দিয়ে বাকি লোকজনকে জড়ো করল শার্পি।

'তোমরা ছড়িয়ে পড়ো,' বলল সে। 'যে রনির ট্রেইল খুঁজে বের করতে পারবে, তাকে ওখানেই নগদ বিশ ডলার দেয়া হবে!'

মুখ তুলে বিবর্ণ আকাশের দিকে তাকাল গানম্যান। এই অবস্থায় পাহাড়ে আটকা পড়লে ঝামেলা হবে। যত এগোবে প্রতি মাইলেই বিপদ বাড়বে। যদি তুষার পড়তে শুরু করে—হঠাৎ ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তুষার! চমৎকার সমাধান! ওই উঁচু পাহাড়ে তুষার ঝড়ে পড়লে ড্যাশারকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। কোন দিকেই যেতে পারবে না ও। শীত পার হওয়ার আগে ওদের কেউ খুঁজেই পাবে না। ওরা যদি একটা আশ্রয় খুঁজেও পায়, শীতে জমে মরবে, কিংবা না খেয়ে মরবে। ওর সব সমস্যার সমাধান হবে। তা যদি না-ও হয়, তবু তার লোকজন রনির আগেই আলমায় পৌঁছবে। পথের দূরত্ব দ্বিগুণ হলেও ওই ট্রেইলগুলো ভাল, আর র‍্যাঞ্চগুলোয় আউটলদের ব্যবহারের জন্যে তাজা ভাল ঘোড়ারও ব্যবস্থা করা আছে। খোঁড়া হ্যাডলে আর ওই মেয়েকে সামলাতে ড্যাশার পিছিয়ে পড়বে।

পাইয়ূট ট্র্যাকার ট্রেইল ধরে আসছিল, শার্পিকে দেখে সে হাত ওঠাল।

'ট্র্যাক পেয়েছি,' ভাঙা ইংরেজিতে বলল সে, 'তুমি চলো।'

শার্পির ডাকে সবাই গুহার মুখে এসে হাজির হলো। ভিতরের অন্ধকার ছায়ার দিকে চেয়ে গানম্যান মন্তব্য করল, 'মরতে চাইলে মানুষ ওখানে ঢুকবে।'

'মরে না,' প্রতিবাদ করল ট্র্যাকার। 'আলমা যায়।'

ওপাশের খোলা জায়গায় পৌঁছে ঝোপের আড়ালে ট্রেইলটা খুঁজে বের করতে ওদের প্রচুর সময় লাগল। ওরা যখন আয়রন ক্রীকের ক্রসিঙে পৌঁছল ততক্ষণে জোর তুষারপাত শুরু হয়েছে। অবস্থা দেখে শার্পি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ আরও এগোনো অযথা ঝুঁকি নেয়া হবে, এবং মনেমনে রনির জন্যে যে ফাঁদ চেয়েছিল, সেই তুষারের ফাঁদে নিজেই পড়ার ভয় আছে। কাজটা নিজের হাতে শেষ করা আর সম্ভব হবে না, তুষার আর আলমার লোকজনের ওপরই সেটা ছেড়ে

দিতে হবে।

'আমরা এবার ফিরব,' জানাল শার্পি। 'এতক্ষণে ওরা অনেক উপরে উঠে গেছে।'

'তাই যদি হয়, তাহলে ওরা শেষ,' খুশি হয়ে বলল আলফন্সো। তুষারকেও সে ইন্ডিয়ানদের মতই ভয় করে। ঝড়ের মধ্যে এগোনো ওর মোটেও পছন্দ হচ্ছিল না। 'এক ঘণ্টার মধ্যেই সবগুলো পাস্ বন্ধ হয়ে যাবে।'

দুজন রাইডার সার্কেল এইচ র‍্যাঞ্চহাউসের উঠানে এসে থামল। ডাগ মারফি আর ডেডশট ওয়াইল্স্। পথে ওরা কারও দেখা পায়নি। র‍্যাঞ্চহাউসে কাছাকাছি পৌঁছে ঝোপের আড়াল থেকে নজর রেখে দেখেছে কেউ কোথাও নেই। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ। করালে গোটা ছয়েক ঘোড়া ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে; সকালের মিষ্টি রোদে ওদের পালিশ করা লোমের আবরণ চিকচিক করছে; রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে সরু ধোঁয়া অলস মন্থর গতিতে এঁকেবেঁকে উপরে উঠছে।

'হাউ ডু ইউ ডু, জেন্টল্মেন? তোমরা নাস্তা খেয়েছ?' বারান্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলল বান্ডি। বহুক্ষণ আগেই জানালা দিয়ে ওদের দেখতে পেয়েছে সে। ঝোপের আড়ালে থামা, সতর্কতা, সবই লক্ষ করেছে। এবং ওদের হাবভাব দেখে চতুর বান্ডি ঠিকই চিনেছে ওরা কে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা মনেমনে গুছিয়ে নিয়েই অভ্যর্থনা জানাতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সূর্যের কড়া আলোর বিপরীতে ছায়ায় দাঁড়ানো বক্তাকে দেখার জন্যে চোখ কুঁচকাল ডাগ। 'আমরা কফি খেয়েছি,' বলল সে, 'তবে নাস্তা জুটলে মন্দ হয় না।'

হাসি মুখে বারান্দায় বেরিয়ে এল বান্ডি। ইস্তিরি করা ধূসর স্যুটে লোকটাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। 'তাহলে আর দেরি কেন? নেমে পড়ো! সঙ্গ পেয়ে ভালই হলো।' হাত তুলে বাঙ্কহাউস দেখাল সে। 'র‍্যাঞ্চের

লোক সবাই বেরিয়ে গেছে। এসো, ভিতরে এসো।'

বান্ডির ধূর্ত চোখ দ্রুত আগন্তুক দুজনকে যাচাই করে নিল। ভাসকোর মৃত্যুর খবর সে পেয়েছে। মুহূর্তে মারফিকে হত্যাকারী হিসেবে চিনে নিল। এই তরুণ কাউহ্যান্ড এত ফাস্ট, বিশ্বাস করা কঠিন ঠেকছে। কিন্তু কাছে এলে ওর ঠাণ্ডা চোখের দিকে চেয়ে বান্ডির ভিতরটা একটু কেঁপে উঠল—ওই কাঁপন, ওর মনের সব সংশয় দূর করে দিল।

বান্ডির ডাকে রাঁধুনী এসে টেবিলে খাবার বাড়তে শুরু করল। ডেডশট খেয়াল করল রাঁধুনী ওদের দিকে স্নেহ-ভরা চোখে তাকাচ্ছে, কিন্তু বান্ডির দিকে তাকানোর সময়ে মেয়েটার চোখের ভাব বদলে যাচ্ছে। ভয়? ভাবল সে, কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা নাকচ করে দিল। বান্ডির মত অমায়িক ভদ্রলোক-কমই দেখা যায়।

'হ্যাডলে কোথায়?' মারফি হঠাৎ প্রশ্ন করল। কথার ধরনে প্রশ্নটা কৈফিয়ত চাওয়ার মত শোনাল। এই প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না বুল। প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হলেও কলেজে শিক্ষিত লোকটা মুহূর্তে নিজেকে সামলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে পরিবর্তনের সময় এসে গেছে।

'চলে গেছে,' বলল সে। 'রনি ড্যাশার নামে একটা লোক হ্যাডলে আর তার মেয়েকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়েছে। শার্পি বুমার ওদের পিছনে ধাওয়া করছে।'

কাউহ্যান্ড দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। মারফি কফির কাপ তুলে নিল, দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথায়। এই লোকটা কে, বা কি? ওকে বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে—কিন্তু মারফির স্বভাবটাই সন্দেহ-প্রবণ। অথচ বন্ধু না হলে লোকটা যা বলল, সেটা ওদের বলতে গেল কেন?

বলে চলল বান্ডি। 'এখানকার পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে উঠেছিল। অবশ্য ভিতরকার কথা আমি খুব কমই জানি, কারণ বেশির ভাগ সময় আমাকে বাইরে-বাইরেই কাটাতে হয় বিভিন্ন কাজে। তোমরা তো জানো হ্যাডলের কিছু মাইনিঙের শেয়ারও আছে।'

মারফি জানে না। কিন্তু যা জানে না তা জানতে ওর আপত্তি নেই, তাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ওদিকে খাবারটাও ভাল, এবং বেশ খিদেও পেয়েছে। ডেড-শটও খাওয়ায় ব্যস্ত, কিন্তু ওর চোখ আর কান, দুটোই খোলা আছে। তবে রাঁধুনীর প্রতিই ওর আগ্রহ বেশি। ও ভাবছে, হ্যাডলের হাঁড়ির খবর পেতে হলে, যে হাঁড়ি-ঠেলে, তাকেই জিজ্ঞেস করা দরকার—কারণ সে পুরানো কর্মচারী। সুযোগ পেলেই ওর সাথে কথা বলবে ডেড-শট।

'আমার বিশ্বাস,' সতর্কতার সাথে বক্তব্য রাখছে বান্ডি, 'সব কিছুতেই শার্পি বেশি মাত্রায় খবরদারি করছে। নিজে উপস্থিত না থাকলে সে কখনও আমাকে মিস্টার হ্যাডলে বা তার মেয়ের সাথে দেখা করতে দেয়নি। মালিকের সব নির্দেশ আমাকে ওরই মাধ্যমে জানতে হত। কিছুকিছু আদেশ আমার কাছে অস্বাভাবিক বা মালিকের জন্যে ক্ষতিকর মনে হলেও আমাকে মেনে নিতে হয়েছে।'

ওদের খাওয়ার মাঝেই কয়েকজন রাইডার বাইরে থেকে ফিরে এল। ডেড-শট লক্ষ করল ঘোড়াগুলো দেখে ওরা র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল। ওদের একজনের দাঁত বেশ বড় বড়। লোকটা ঘোড়া দুটোকে ধীরে চক্কর দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দ্বিতীয়বার র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকিয়ে বাঙ্কহাউসে ঢুকল।

'আসলে,' বলে চলল বান্ডি, 'এদিককার ঘটনা আমি বিশেষ কিছুই জানি না। আমি জানি ড্যাশারের ধারণা হয়েছে মিস্টার হ্যাডলে আর তার মেয়েকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আটকে রাখা হচ্ছে, তাই সে ওদের সরিয়ে নিয়ে গেছে। শার্পির কাণ্ড-কারখানা দেখে মনে হচ্ছে ধারণাটা মিথ্যা নয়। সবথেকে শক্ত লোকজন বেছে নিয়ে শার্পি ওদের পিছনে ধাওয়া করেছে।'

কথা বলার ফাঁকে ভবিষ্যৎ ভেবে নিয়েই বলছে বান্ডি। শার্পি যদি ড্যাশারকে ধরতে পারে তাহলে দুজনের একজন মরবে। শার্পি মরলে চিন্তা নেই, কারণ তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।

কিন্তু ড্যাশার মরলেই মুশকিল। এই দুজনকে যদি শার্পির বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে ওকে খতম করানো যায়, তাহলে তার নিজস্ব প্ল্যানে আর কোন বাধা থাকবে না। পুরো র‍্যাঞ্চটা সে একাই ভোগ করতে পারবে। এদের দুজনকে কোন বাহানায় এখানে ধরে রাখতে পারলেই তার লাভ।

'এখনই বেরিয়ে পড়লে তোমাদের কোন লাভ হবে না,' পরামর্শ দিল বান্ডি। 'ওদের এখন আর ধরতে পারবে না। তারচেয়ে তোমরা এখানেই বিশ্রাম করো, শার্পি ওদের ধরতে পারুক আর না-ই পারুক, ওকে এখানে ফিরে আসতেই হবে। কারণ, আকাশ দেখে মনে হচ্ছে তুষারপাত হবে, এবং বরফের মধ্যে শার্পি পাহাড়ে থাকবে না, সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তোমার কি মনে হয় ড্যাশার আলমায় যাওয়ার চেষ্টা করছে?' প্রশ্ন করল মারফি।

'আমি নিশ্চিত। ওদিকে যাবার আর কোন জায়গা নেই। মিস্টার হ্যাডলে আর সুজানাকে নিয়ে ওখানে পৌঁছতে পারলে ড্যাশারও নিরাপদ থাকবে।'

'ড্যাশার? নিরাপদ? হাঃ, তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ডেড-শট। 'নিজের নিরাপত্তার ধার ধারবে না সে, শার্পিকে শেষ করতে ধাওয়া করবে!'

'কোন ভুল নেই,' ওকে সমর্থন করল ডাগ। 'ওকে আগে শেষ করে ওর দলের আর সবাইকে শেষ করতে এখানে আসবে।'

'ওর ওপর দেখছি তোমাদের অগাধ বিশ্বাস,' মন্তব্য করল বুল ডাগের কথায় কেমন একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি হচ্ছে ওর। কিন্তু রনি ড্যাশার শার্পির কি করবে? পিস্তলে ওর হাত কিছুটা ভাল হতে পারে তবু নিছক সাধারণ কাউহ্যান্ড সে। আর বুমার হচ্ছে পেশাদার পিস্তলবাজ। 'আমার তো মনে হয় দুজনের মধ্যে শার্পিই ধোপে টিকবে।'

'শার্পি বুমারের খ্যাতির কথা আমি শুনেছি,' স্বীকার করল ডেড-শট। 'কিন্তু রনির সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা আছে এমন লোক আজ পর্যন্ত

আমার চোখে পড়েনি।' কফির কাপটা আবার ভরে নিল সে। 'শার্পির সাথে এতে আর কে কে আছে? সে কি একা?'

'ভাসকো সেদিন রাতে হর্স স্প্রিঙসে মারা পড়েছে।' ডাগের দিকে চোখ ফেরাল বুল। 'তোমারই হাতে—আমার বিশ্বাস।'

'হ্যাঁ, শুনেছি ওটাই ওর নাম। আর কে?'

'হিসেব করে দেখি'—সতর্ক হলো বুল—'বার্কারকে রনি মেরেছে, কিন্তু আর একজন আছে, ফিউরি। বিষাক্ত লোক, আর একজন আছে টিচ। তারপর আছে হর্স স্প্রিঙসের বারটেন্ডার স্যাম হাডসন—শার্পির পুরানো বন্ধু। ওর যদি কিছু হয় বেশির ভাগ লোকই দ্রুত সরে পড়বে। সে-ই হচ্ছে পালের গোদা।'

'তুমি ওর সাথে আছ কেন?' কথার ছলে জিজ্ঞেস করল ডেড-শট।

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বাতাসে হাত নাড়ল বুল। 'আমাকে ওর দরকার ছিল, আর ভেবেছিলাম হ্যাডলে পরিবারকে আমি সাহায্য করতে পারব। এখানকার পরিস্থিতি পুরো বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝেছিলাম আমার উপস্থিতিতে হ্যাডলেরা স্বস্তি পায়। তাই আমি থেকে গেছি। তাছাড়া এখানে আমারও কিছু স্বার্থ আছে।'

'পার্টনার?' প্রশ্ন করল ডাগ।

চট করে চোখ তুলে ডাগের দিকে তাকাল বুল। কথাটা কি ব্যঙ্গ করে বলা হলো? ডাগ চুপচাপ খাচ্ছে। বাড়ির প্রতিক্রিয়া সে লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না। 'ঠিক তা নয়,' সাবধানে কথা সাজাচ্ছে সে, 'কিন্তু আমার স্বার্থ আছে। আমি র‍্যাঞ্চের পক্ষ থেকে কিছু স্টক বিক্রি করেছি—কিছু নিজেও কিনেছি। এই র‍্যাঞ্চেই আমার নিজস্ব ব্র্যান্ডের কিছু গরু চরছে।'

'ব্র্যান্ডটা কি?'

'সার্কেল বি।' নিচু স্বরে জবাব দিল বুল। কথাটা রাঁধুনীর কানে যাক, এটা সে চায় না। কারণ, ব্যান্ডটা বুমারের নামে রেজিস্ট্রি করার জন্যে ওকে পাঠানো হয়েছিল। সে ওটা নিজের নামেই রেজিস্ট্রি করে

এসেছে। বুমার আর বুল, দুটো নামই 'বি' দিয়ে শুরু। এটার পুরো সুযোগ নিয়ে সে অত্যন্ত চতুর একটা প্ল্যান এঁটেছে। র‍্যাঞ্চ দখল করার কাজ সবই করবে শার্পি, কিন্তু ফায়দা লুটবে বান্ডি। কাগজে-কলমে সার্কেল বি-র মালিক বুল, সুতরাং শার্পি র‍্যাঞ্চ দখল করার পর ওকে খুন করিয়ে সে মালিক হয়ে বসলে কারও বলার কিছু থাকবে না। পুরোপুরি চোরের ওপর বাটপাড়ি। কাজ এখনও অনেক বাকি—ব্র্যান্ডের ব্যাপারটা আগেই শার্পি জেনে ফেললে বান্ডির বিপদ আছে, তাই ওকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হচ্ছে।

'আমি ভেবেছিলাম ওটা বুমারের ব্র্যান্ড,' বলল ডেড-শট।

'ওর কোন ব্র্যান্ড নেই। কথাটা দু'একবার তুললেও শেষ পর্যন্ত ফাইল করেনি। আমার মনে হয় হ্যাডলের স্টক চুরি করার দিকেই ওর ঝোঁক বেশি। কতগুলো কুখ্যাত রাসলারের সাথে ওর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।'

বান্ডি জানে সে যেসব কথা বলেছে, এরপর শার্পি শীঘ্রি মারা না পড়লে ওর জীবনের দাম কানাকড়িও থাকবে না। এখন শার্পি ফিরলে, এই দুজনকে দিয়েই তাকে কাজটা করাতে হবে।

'শার্পি বুমার ভয়ানক লোক,' সতর্কতার সাথে মনেমনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে আবার বলে চলল বান্ডি। 'ও যতদিন বেঁচে আছে, আমাদের সবার বিপদও তত বাড়ছে। হ্যাডলেদের সাহায্য করায় ড্যাশারের ওপর সে ভীষণ খেপেছে। ড্যাশারকে ও শেষ করেই ছাড়বে। ওদের কারও রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।'

ড্যাশারের ওপর আস্থা থাকা সত্ত্বেও অমঙ্গলের আশঙ্কায় মুখ কুঁচকে ভাবছে ডাগ। অ্যাপাচি এলাকায় রনিকে একা যুঝতে হবে নয়জন কঠিন খুনীর বিরুদ্ধে। আবার একজন খোঁড়া বুড়ো, আর তার মেয়েকেও ওর রক্ষা করতে হবে—কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই।

সঙ্কল্পে কঠিন হয়ে উঠল ডাগের চোয়াল। সে বলল, 'শার্পি এখানে ফিরে এলে সে মরবে।'

মাথা ঝাঁকাল বান্ডি। 'ওর মত লোকের মরাই উচিত।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তোমরা নিশ্চিন্তে খাওয়া সেরে এখানেই বিশ্রাম করো—পুরো বাড়িটাই খালি রয়েছে। খুচরো লোকের সাথে ঝামেলা না চাইলে বাঙ্কহাউসে তোমাদের না যাওয়াই ভাল। শার্পি যেকোন সময়ে ফিরতে পারে। তোমরা যেয়ো না, আমি এখনই ফিরব।'

বাইরে এসে চুরুট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিল বান্ডি। বর্তমানে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ওপর বাঁধা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার মত অবস্থা ওর। পা ফস্কালেই মৃত্যু। মারফি দক্ষ পিস্তলবাজ, ওর সঙ্গীও হয়তো যোগ্য লোক, কিন্তু তবু সে নিজেও রাইফেল হাতে আড়ালে প্রস্তুত থাকবে। ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়।

বাকি লোকজনকে সামলাবার জন্যে সে টার্কি স্প্রিঙস ক্যানিয়ন থেকে নিজের লোকজন নিয়ে আসবে। কেবল চারজন, কিন্তু ওরা বাছাই করা লোক। নিজের মনেই হাসল বান্ডি। শার্পি বুমার একটা বোকা লোক। পিস্তলের জোরে সে কেবল শত্রুই বাড়িয়েছে। লোকটা টেরই পায়নি বান্ডি কিভাবে তলেতলে সব গুছিয়েছে।

কফি কাপের দিকে চেয়ে চিন্তা করছিল মারফি। মুখ তুলে সে বলল, 'এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না।'

'চলো, আমরা কথা বলে দেখি রাঁধুনী কতটা জানে।'

মহিলার সাথে কথা বলে সবকিছু দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। শার্পি আর বান্ডি একই সাথে কাজ করছে। বান্ডি আশা করছে শার্পি ধাওয়া করে রনি আর হ্যাডলেদের শেষ করেই ফিরবে। সুতরাং ডাগ আর ডেডশটকে শার্পির পিছনে লাগিয়ে ওকে খতম করতে পারলেই র‍্যাঞ্চটা ওর দখলে চলে আসবে, এবং সেও দিব্যি সার্কেল বি-র নামে র‍্যাঞ্চটা চালাতে পারবে।

খাবার ঘরে ফিরে এল ওরা। জানালার কাছে এগিয়ে ডাগ দেখল করালের কাছে দাঁড়িয়ে বান্ডি উদগ্রীব হয়ে পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ দুজন আরোহী দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির

হলো। দরজার দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল ডাগ। লোক দুটো ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বান্ডির সাথে কথা বলল। বাঙ্কহাউস থেকে একজন বেরিয়ে এসে ওদের ঘোড়া নিয়ে গেল। বান্ডি ওদের দুজনকে নিয়ে বাঙ্কহাউসে ঢুকল।

স্নো পড়তে শুরু করেছে। উঠানে নেমে লোকগুলো যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে এগোল ডাগ আর ডেড-শট।

'রক্ত দেখা যাচ্ছে,' বলল ডেডশট, 'আহত হয়েছে ওরা।'

'সম্ভবত রনির সাথে ওদের মোলাকাত হয়েছে, কিন্তু শার্পি এখনও ফেরেনি—অর্থাৎ রনি এখনও পশ্চিমেই যাচ্ছে।'

'কিংবা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।'

'চলো, ওদের মুখ থেকেই শোনা যাক!'

দ্রুত উঠান পেরিয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল ওরা। দরজার কাছে পৌঁছতেই দরজা খুলে বান্ডি বেরিয়ে এল। ওদের সামনে দেখে একে-একে দুজনকে দেখল।

'ভিতরে যেয়ো না!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল সে। 'কোন দরকার নেই!'

'যারা এইমাত্র এল তাদের সাথে আমরা কথা বলতে চাই।'

'দরকার নেই। তোমরা যা জানতে চাও তা আমিই জানাচ্ছি।' বাইরে বেরিয়ে পিছনে দরজাটা বন্ধ করল সে।

'ওই লোকগুলো আহত।' বিরক্ত স্বরে বলল ডাগ। লোকটাকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে সে।

'তা ঠিক,' স্বীকার করল বান্ডি। ও ভয় পাচ্ছে, যেসব কথা এই দুজনকে সে বলেছে তার সামান্য কিছুও যদি প্রকাশ পায় তাহলে সব পণ্ড হবে। 'রনি শার্পিকে বোকা বানিয়েছে। অ্যাপাচিদের লেলিয়ে দিয়ে ওদের মধ্যে লড়াইয়ের ফাঁকে সরে পড়েছে। এরা দুজন আহত হয়েছে, দলের একজন মারাও পড়েছে।'

'রনি বেরিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। এরা যখন এসেছে, তখনও কেউ ওর ট্রেইল খুঁজে পায়নি। অবশ্য এতক্ষণে হয়তো পেয়েছে। ওদের সাথে একজন পাইয়ূট ট্র্যাকার আছে।'

সবথেকে বড় কথা রনি এখনও জীবিত আছে। এবং পথ চলছে।

'ভাল কথা,' ডেড-শট বলল, 'কিন্তু আমরা সব কথা ওদের মুখ থেকেই শুনতে চাই। আমরা ভিতরে যাচ্ছি।'

এগারো

ইতস্তত করছে বান্ডি বুল। মুহূর্তের জন্যে ওর মাথা রাগে গরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়ার ফলাফল আঁচ করে নিজেকে সংযত রাখল। কিন্তু এই দুজনকে বাঙ্কহাউসে ঢোকা থেকে বিরত রাখার কোন ভাল অজুহাত ওর মাথায় আসছে না। 'ওদের বিব্রত কোরো না!' প্রতিবাদ করল বান্ডি। 'ওরা দুজনই আহত। ওদের বিশ্রাম নিতে দাও।'

'বিশ্রাম ওরা পাবে।' সরাসরি বান্ডির দিকে চোখ ফেরাল ডাগ। পরস্পরকে যাচাই করছে ওরা। শেষে বান্ডিই চোখ সরিয়ে নিল। 'শুনে রাখো,' আবার বলল সে, 'ডেড-শট আর আমি এখানকার সব খবরাখবর নিতে চাই। তাই না, ডেড-শট?'

'নিশ্চয়।' বুটের গোড়ালির ওপর দুলছে ডেড-শট। ওর চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু মুখে হাসি। 'এখানকার সব ঘটনাই আমাদের কাছে খুব ইন্টারেস্টিঙ মনে হচ্ছে। রনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে থাকছি। ও যদি ফিরে না আসে, তবে সে যা শুরু করেছিল তা

আমরাই শেষ করব। পুরোপুরি!'

বান্ডির ভিতরে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে। ঝামেলায় জড়াতে তৈরি লোক সে অনেক দেখেছে, কিন্তু এমন আর দুটো দেখেনি।

'ঠিক আছে, তোমরা চাইলে ওদের সাথে কথা বলো,' পরোয়াহীন ভাব দেখিয়ে বলল বান্ডি, 'কিন্তু ওরা কর্মচারীর বেশি কিছু না। ওরা জানে সামান্যই, আঁচ করে বেশি। ওদের মধ্যে দাড়িওয়ালা লোকটা টোনি, আর অন্যজন রুবেন।'

'ধন্যবাদ।' দরজার দিকে এগোল ডাগ। 'তোমার সাথে পরে দেখা হবে।' দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে বামে সরে দাঁড়াল সে। ডেড-শট ওকে অনুসরণ করল।

মুখ তুলে তাকিয়ে দুজন অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেখে ওদের চেহারা কঠিন হলো। 'তোমরা আবার কে?' প্রশ্ন করল রুবেন।

'দুজন ভবঘুরে স্ট্রেঞ্জার। কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।'

ডাগ মারফি ওদের যাচাই করে দেখল। লীডার গোছের কেউ নেই, তবে এরা কঠিন লোক।

'আমরা সব ফাইটিঙেই আগ্রহী, তবে আপাতত এই-ইন্ডিয়ান লড়াই সম্পর্কে জানতে চাই।'

'গল্প শোনাবার মুড আমাদের নেই,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রুবেন। নবাগত লোকদুটোর মাতব্বরি চাল ওর অসহ্য ঠেকছে।

'আহা, এমন পরপর ভাব দেখাচ্ছ কেন?' সহজ সুরে বলল ডেডশট। তারপর একটা বাঙ্কে বসে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। 'আমরা শুধু ওদিকে পাহাড়ে কি ঘটেছে সেই গল্প শুনতে চাই। ওটা নিশ্চয় আকর্ষণীয় হবে। তোমাদের কে গুলি করেছে?'

টোনি এতক্ষণ তাকিয়ে দেখছিল, এবার তার হলুদ চোখ দুটো সরিয়ে নিল। আহত হয়ে ওর মেজাজটা একটু তিরিক্ষি হয়ে আছে। ওদের কারও চোটই মারাত্মক নয়, তবে বেশ কিছু রক্ত হারিয়েছে।

কিন্তু ও কিছু বলার আগে রুবেনই পালটা প্রশ্নে জবাব দিল। 'তোমরা কে? এখানে কি চাও?'

'সাধারণ কাউহ্যান্ড। ওদিকে আমাদের একজন বন্ধু আছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে পাহাড়ের দিক ইঙ্গিত করল ডেডশট। 'ওর নাম ড্যাশার। ওকে চেনো?'

চমকে মাথা তুলে স্ট্রেঞ্জার দুজনের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকল। 'না,' জবাব দিল রুবেন, 'ওর নামও শুনিনি।'

হেসে উঠল ডাগ। শব্দটা টোনির কানে অপ্রীতিকর শোনাল। চট করে ওকে যাচাই করে দেখে সাবধানে বলল, 'না, ওকে চিনি না।' ডাগের ওপর থেকে চোখ সরাল না সে।

'এরকম একটা জবাবই আশা করেছিলাম,' ডাগ বলল, 'কিন্তু আমার ধারণা আমরা তোমাদের বোঝাতে পারব যে বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। জানো, তোমাদের মেয়াদ এখানে শেষ? মানে শার্পি, আর তার দলের, সবার।'

'মেয়াদ শেষ?' কুৎসিত ভাবে হাসল রুবেন। 'বোকার মত কথা বোলো না! এই র‍্যাঞ্চ দখলে রাখতে শার্পির কোন ঝামেলাই হবে না—হলেও বান্ডি প্রলেপ দিয়ে তা ঠিক করে নেবে।'

'ও, তাহলে সেও একই গোয়ালের গরু? দলের লোক?'

'তাছাড়া কি?' হাসি মিলিয়ে ওর চেহারা গম্ভীর হলো। 'তোমাদের কেটে পড়া ভাল। এই মুহূর্তে আমি ঝামেলায় যেতে চাই না।'

'না,' শান্ত স্বরে বলল মারফি। 'আমরা নয়, তোমরাই যাবে। অবশ্য সেটাও তোমাদের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। যদি লক্ষ্মী ছেলের মত কথা বলো, কেবল তাহলেই ঘোড়ায় চড়ে এখান থেকে যেতে পারবে। নইলে কয়েটিদের খাওয়া শেষ হলে ওরা তোমাদের কবর দেবে।'

'মুখেই কেবল বড়বড় কথা,' অবজ্ঞার সাথে ভেঙচি কাটল রুবেন। 'করার মুরোদ আছে?'

'নিশ্চয়! দেখতে চাও?' একপা আগে বেড়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল

ডাগ।

হঠাৎ কৌতুকের সাথে রুবেনের সাহসও অনেকখানি উবে গেল। লোকটা চতুর নয় বটে, কিন্তু বিপদ-সঙ্কেত দেখতে পেলে ঠিকই চেনে। এবং এখন সে বিপদ দেখতে পাচ্ছে। পরিষ্কার।

'তুমি কি জানতে চাও?' জিজ্ঞেস করল সে। 'তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ফাইট করে লাভ নেই।'

'ড্যাশার এখন কোথায়?'

হেসে উঠল রুবেন। 'আমি যেসব প্রশ্নের উত্তর জানি তেমন কিছু জিজ্ঞেস করো। লোকটা স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে। পাথরের ওপর চললে সাপ যতটুকু ট্রেইল রাখে, সে তাও রাখেনি। যাও বা ট্রেইল পেলাম, দেখলাম যে পথে পাহাড়ী ছাগলও নামতে ভয় পাবে সেই পথেই নেমেছে ও।

'নিচে একটা আগুন জ্বলতে দেখে আমরা আক্রমণ করতে এগোলাম—উলটো দিক থেকে অ্যাপাচিরাও একই উদ্দেশ্যে আগুনের দিকে এগোচ্ছিল। লড়াই হলো, আমরাই জিতলাম, কিন্তু বার্ট ডেভিসকে হারালাম। ড্যাশার এর ফাঁকে সরে পড়ল। আমরা যখন ফিরি তখনও ওর ট্রেইলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

হঠাৎ মাথা তুলল ডেড-শট। ঘোড়ার খুরের শব্দ ওর কানে এসেছে। কিন্তু বাইরে উঁকি দিয়ে কিছুই চোখে পড়ল না। চারদিক নিস্তব্ধ। অবিরাম তুষার পড়ছে। রনির কথা মনে হলো ওর। উঁচু পাহাড়ে আরও ভারী তুষারপাত হচ্ছে এখন, বাতাসও খুব ঠাণ্ডা।

রাতে চামড়া আর মাংস ভেদ করে শীত হাড় পর্যন্ত গিয়ে বিঁধবে। তুষার এই হারে পড়তে থাকলে ভোর হওয়ার আগেই সব গিরিপথ বন্ধ হয়ে যাবে। এই প্রথম রনির জন্যে ডেড-শটের দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কারণ এখন কেবল আউটল নয়, বরফ আর পাহাড়ী শীতের বিরুদ্ধেও ওকে যুঝতে হবে।

'তোমাদের জখম ব্যান্ডেজ করা শেষ হলে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে

এখান থেকে বিদেয় হও,' বলল ডাগ। 'এখানে আর তোমাদের রাখা হবে না।'

'আমাকে আদেশ দিচ্ছ তুমি?' অবজ্ঞার সাথে বলল রুবেন। ওর সাহস আবার ফিরে আসছে। সে লক্ষ করেছে টোনি ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে নিজের বাঙ্কের মাথার কাছে দাঁড়িয়েছে। রুবেন জানে আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে বালিশের তলায় একটা পিস্তল রাখে টোনি। উত্তেজনায় রুবেনের উরুর পেশী জিনসের মোটা কাপড়ের নিচে আঁকড়ে শক্ত হয়ে ফুলে উঠল।

ওর এই আড়ষ্ট অবস্থাই মারফিকে সাবধান করল। ওদের দুজনের ওপর চোখ রেখেই সে কথার ছলে প্রশ্ন করল, 'বান্ডি এখানকার কি? সে-ই বস্, নাকি শার্পি?'

'শার্পি।' রুবেনের স্বর নীরস শোনাল। 'বান্ডি নিজেকে অনেক বড় মনে করে, কিন্তু শার্পির কাছে ও কিছুই না। তবে আমি শার্পি হলে ওর ওপর কড়া নজর রাখতাম। লোকটা ঠাণ্ডা মেজাজে একা বসে মাছির পা একটা-একটা করে ছিঁড়তে পারে—ওর রুচিটাই বিকৃত।'

'ভাল; এখন আমরা যাচ্ছি।' একজন থেকে অন্যজনের দিকে তাকাল মারফি। 'মনে রেখো কি বলেছি। কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না, তাহলে মিছে মারা পড়বে। সময় থাকতেই চলে যাও, কারণ বাছাই করে ছাঁটাই শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের এক ঘণ্টা সময় দেয়া হলো!'

পাশ ফিরে চেয়ে মারফি দেখল দরজার পাশে ঝোলানো শেভ করার আয়নায় টোনিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ডেড-শটের দিকে চেয়ে নড করে ঘুরে দরজার দিকে এগোল সে। চট করে বালিশের তলা থেকে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল টোনি।

আয়নায় নড়াচড়া লক্ষ করে মুহূর্তে ঘুরে কোমরের পাশ থেকেই গুলি করল মারফি। গুলিটা সরাসরি টোনির বুকে বিঁধল। পিস্তল তুলে তাক করারও সময় পায়নি ও। হাঁটু ভাঁজ হয়ে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল

লোকটা। রুবেনের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, ওর টেবিলে রাখা পিস্তলের বাঁট ধরা হাত ওই অবস্থাতেই স্থির হয়ে রয়েছে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে সে বোঝার চেষ্টা করছে স্ট্রেঞ্জার দুজনের হাতে তারই দিকে তাক করা পিস্তল দুটো কোথা থেকে এল।

'তুমি কি ড্রটা শেষ করতে চাও?' সহজ সুরে প্রশ্ন করল ডাগ। 'তাহলে আমি না হয় আমারটা খাপে রাখি, তারপর আবার প্রথম থেকে শুরু করা যাবে?'

'তোমার ড্র দেখে আমার শখ মিটে গেছে, মিস্টার,' বলে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল রুবেন। 'আমি কেবল প্রাণ থাকতে এখান থেকে সরে পড়ার একটা সুযোগ চাই।'

'বেশ, আমরা বাধা দেব না।'

টোনির দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে উঠে দাঁড়াল রুবেন। 'এমন শূটিঙ আমি জীবনে দেখিনি। ওই ছেলের চোরা-পিস্তলে অগাধ বিশ্বাস ছিল।' নিজের বেডরোল তুলে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে থামল সে। 'আমি কোনদিকে যাব?'

'সেটা তোমার ইচ্ছা,' জবাব দিল ডেড-শট। 'কিন্তু তোমাকে যেন আমরা আবার না দেখি। যদি চাও, হর্স স্প্রিঙসে গিয়ে তুমি শার্পির দলের সবাইকে সুস্থ আবহাওয়ায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারো।'

রুবেন চলে যাওয়ার পর র‍্যাঞ্চহাউসে ফেরার জন্যে এগিয়েও তুষারের ওপর কয়েকটা ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখে ওরা থামল। ঘোড়াগুলোকে বাঙ্কহাউসের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটিয়ে নিয়ে ট্রেইল ধরা হয়েছে। ওরা জানে না যে এই আরোহীদেরই রনিকে বাধা দেয়ার জন্যে বাড্ডি আলমার দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছে। এবং নিজেও ঘোড়ায় চড়ে উত্তরে টার্কি স্প্রিঙস ক্যানিয়নের দিকে গেছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নিজের লোকজনকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসার সময় হয়েছে।

'ওদের কি আমরা অনুসরণ করব?' কি করা উচিত বুঝতে পারছে না ডেড-শট।

'চলো, আগে বাডিকে খুঁজে বের করি। ওর সাথে আমাদের আবার কথা হওয়া দরকার।'

পাহাড়ে অনবরত বরফ পড়ছে। তুষারের সাদা চাদরে ঢাকা পড়েছে ট্রেইল। কেবল ডাইনে আর বাঁয়ের ঝোপঝাড় দেখে ট্রেইল চিনে রনিকে এগোতে হচ্ছে। উইলো ক্রীক পার হয়ে এসেছে ওরা। রনির ধারণা সামনে একটা ট্রেইল দেখতে পেয়েছে ও।

বাড হ্যাডলে রনির পাশে সরে এল। 'শার্পি এই তুষারের মধ্যে আমাদের অনুসরণ করবে না,' বলল সে। 'ও নির্ঘাত ফিরে যাবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' বুড়োর চেহারা খুঁটিয়ে লক্ষ করল রনি। লোকটা কাহিল হয়ে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন থামার মানে নিশ্চিত মৃত্যু। একজনের নয়, সবারই। 'কিন্তু ভেব না সে পুরোপুরি হাল ছাড়বে। অন্য পথে ও আমাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে।'

রনির কথাটা একটু ভেবে দেখল হ্যাডলে। 'হ্যাঁ, ও যদি ঘোরা পথে লোক পাঠায় তবে বারবার ঘোড়া বদলে নিয়ে ছুটলে আমাদের আগে ওরা আলমায় পৌঁছতে পারবে।'

'ও কি পথে তাজা ঘোড়া পাবে?'

'নিশ্চয়। রাসলারদের সাথে ওর ভাল যোগাযোগ আছে। রাসলারদের গোটা-ছয়েক আস্তানায় ওরা ঘোড়া বদলাবার সুযোগ পাবে। হ্যাঁ,' স্বীকার করল বাড, 'ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে—অবশ্য যদি আমরা বেরোতে পারি।'

'আমরা বেরোব। আচ্ছা, আলমায় কি ওর বন্ধুবান্ধব আছে?'

'হ্যাঁ। ওই ঈগ্‌ল্ সেলুনটা হচ্ছে টাউট আর আউটলদের আড্ডা। অনেক আগেই ওটা পুড়িয়ে শেষ করা আমাদের উচিত ছিল।'

অনেক উঁচুতে উঠেছে ওরা। দশ হাজার ফুট উঁচুতে গোড়ালির গাঁট পর্যন্ত তুষারের ওপর ঘোড়াগুলো নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করে চলেছে।

বাকি দুজনের যে কতটা সহ্য করতে হচ্ছে, সেটা রনি নিজের কষ্ট থেকেই বেশ বুঝতে পারছে। সব রকম আবহাওয়াতে কষ্ট সহ্য করে সে অভ্যস্ত। তুষারপাত থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখন থেকে টেইলগুলো বন্ধ হওয়া শুরু করবে। ওরা যদি এখন থামে তাহলে পাহাড়েই আটকা পড়বে। পরিস্থিতির গুরুত্ব সে জানে, তাই সামান্য বিশ্রাম ছাড়া কোথাও বেশিক্ষণ থামার ইচ্ছা ওর নেই।

ওপাশে পৌঁছার জন্যে ওদের এখন আর মাত্র একশো ফুট উঁচুতে উঠতে হবে। কিন্তু গিরিপথের কাঁধটা এখনও বেশ দূরে। পথ যেন ফুরোতেই চায় না। তুষার আরও গভীর হয়েছে—প্রায় ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত। পায়ে-পায়ে এগোচ্ছে ঘোড়া।

বাতাসে তুষারের ঘনত্ব এখন আরও বেড়েছে। সামনে বা পিছনে বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না। পিঠ সোজা করে জিনের ওপর স্থির বসে আছে বাড। তুষারের পুরু আবরণে ওকে স্নোম্যানের মতই দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ রনির দেহের ভর সামনের দিকে ঝুঁকে এল। নিচে নামছে ওরা! আরও কিছুদূর এগোবার পর তুষার পাতলা হয়ে এল। রনি বুঝল পুব ঢালের তুষার পশ্চিম ঢালে বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না—মাত্র অল্পকিছু তুষার উপচে এপাশে আসছে।

বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ক্যাম্প করার জায়গা খুঁজছে রনি। সে জানে বাড কেবল মনের জোরেই ঘোড়ার ওপর টিকে আছে—লোকটা যেকোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। আরও কিছুটা নামার পরে পাহাড়ের গায়ে বিরাট একটা গর্ত দেখতে পেয়ে আপাতত ওখানেই থামার সিদ্ধান্ত নিল রনি। বারো ফুট চওড়া গর্তটা পাহাড়ের ভিতর প্রায় বিশ ফুট ঢুকে গেছে। ছাদটা দশ ফুট উঁচু। ক্যাম্প করার জন্যে আদর্শ জায়গা। ভিতরে ঘোড়াগুলোর জন্যেও যথেষ্ট জায়গা হবে।

বাডকে ধরাধরি করে পাথরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দ্রুত কাঠ জোগাড় করে এনে আগুন জ্বালাল রনি। সুজানা তুষার গলিয়ে কফি তৈরি করতে ব্যস্ত হলো। ওদের খাবার ফুরিয়ে গেলেও কফি আছে।

গরম কফিতে খিদে না মিটলেও শীতের কামড় কিছুটা কাটবে।

'একটু সামনে ঝুঁকে বসো, বাড,' পরামর্শ দিল রনি। 'আগুনের তাপে কিছুটা আরাম পাবে।'

'ওহ্, দারুণ চাঙ্গা বোধ হচ্ছে, বাছা।' শীতে কাঁপা হাত দুটো আগুনের দিকে বাড়িয়ে ধরল হ্যাডলে। 'মনে হচ্ছে আমার বয়স বিশ বছর কমে গেছে।'

'যাত্রার কঠিন অংশ আমরা পিছনে ফেলে এসেছি!' উৎসাহ যোগাবার চেষ্টা করল ড্যাশার।

'ওরা যদি সামনে আমাদের বাধা দেয়?' প্রশ্ন তুলল সুজানা।

'ট্রেইলের ওপর নজর ওরা অবশ্যই রাখবে। কিন্তু হয়তো ততটা সতর্ক থাকবে না। ভাবতেই পারবে না এই দুর্যোগ মাথায় করে আমরা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে আসতে পারব। অতর্কিতে আক্রমণ করে আমিই ওদের শেষ করব।'

'না, রনি, প্লীজ, ঝুঁকি নিও না!' উদ্বিগ্ন হলো সুজানা।

ওর দিকে চেয়ে হাসল রনি, কিন্তু ওর চোখ দুটো সঙ্কল্পে কঠিন। 'হ্যাঁ, সু, আমি ঠিক তাই করব, ওদের এক-এক করে শেষ করব। ওরা আমাকে খেপিয়ে তুলেছে।'

বিশ্রাম নেয়ার ফাঁকে কফি খাচ্ছে ওরা। সামনের সমস্যা নিয়ে ভাবছে রনি। ট্রেইলের ওপর যে নজর রাখা হবে এ-বিষয়ে সে নিশ্চিত। সিলভার ক্যানিয়ন ধরে নামবে ওরা, নিচের দিকে ছোটছোট কয়েকটা মাইনিঙ ক্যাম্প আছে। কিন্তু কোনটাই নিরাপদ হবে না। হয়তো মরিয়া হয়ে শার্পি ওদের মৃত্যুর জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা করে থাকতে পারে। তাহলে দেখামাত্র গুলি করবে ওরা।

দুঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো ওরা। তুষারপাত থেমে গেছে। ঝাপ থেকে রাইফেল বের করে তুষার ঝেড়ে কল-কব্জা পরীক্ষা করে দেখে নিল রনি। পিস্তল দুটোর বেলাতেও তাই করল। কিন্তু একটা পিস্তল কোমরে গুঁজল। এতে পিস্তলটা দেহের তাপে গরম থাকবে,

ঠাণ্ডায় আঁকড়ে যাবে না।

ঘোড়াগুলোর মধ্যে এখন আর কোন তেজ অবশিষ্ট নেই। মন্থর গতিতে হাঁটছে। ট্রেইলটা এখন ক্রমাগত নিচে নামছে। দূরে একটা কেবিন দেখতে পেল রনি। কিন্তু ওটার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে না। পরবর্তী মাইলে আরও দুটো কেবিন চোখে পড়ল। সবই প্রসপেক্টর বা কোন মাইনারের তাড়াহুড়া করে তৈরি জোড়াতালি দেয়া কেবিন।

যত নিচে নামছে ঝোপঝাড় আর গাছপালাগুলো ততই ঘন আর লম্বা হচ্ছে। সামনের দিকে জঙ্গলের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রনি। একটু ঝিলিক বা সামান্য ইঙ্গিত দেখার অপেক্ষায় আছে।

হঠাৎ সেটাই তার চোখে পড়ল: একটা আলোকিত জানালা!

সঙ্গীদের ইঙ্গিতে থামিয়ে নিচে নেমে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল রনি। বেশ কাছে পৌঁছে উঁকি দিয়ে দেখল কেবিনে যাওয়ার পথে তুষারের ওপর সদ্য তৈরি ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে।

হাত দুটো কোটের বোতামের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে আঙুলগুলোকে গরম রাখার জন্যে দেহের সাথে চেপে ধরল। এই সময়ে হাতের আঙুল আড়ষ্ট হতে দেয়া যাবে না। আঙুলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিয়ে কেবিনের দিকে এগোল রনি।

জানালায় আলো সুজানা আর বাডও দেখেছে। ওরা জানে রনি কি করতে গেছে।

'ড্যাড, ওকে আমরা সাহায্য করতে পারি না?' রনির জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সুজানা।

'না, বাছা,' বলল সে, 'ওর অজান্তে আমাদের এগোনো ঠিক হবে না। তাতে ওর ঝামেলাই বাড়বে। এখন ওর কাছে প্রতিটা বুলেটই শত্রুর বুলেট, যেকোন নড়াচড়াই শত্রুর। আমরা কেবল ওর বাধাই হয়ে দাঁড়াব।'

অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলে নিঃশব্দে তুষার ভেঙে জানালার তলায়

হাজির হলো রনি। উবু অবস্থা থেকে সামান্য মাথা উঁচিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। তিনজন লোক একটা টেবিল ঘিরে বসে তাস খেলছে। তিনজনই কঠিন-দর্শন লোক। কেবিনটাকে ঘুরে সামনে এসে বাম হাতে ঠেলে দরজা খুলল সে।

তিনজনই মুখ তুলে দরজার দিকে চাইল। অবাক চোখে ওরা দরজায় দাঁড়ানো লোকটাকে দেখছে। ভিতরে ঢুকে দরজা টেনে দিল রনি।

'হাওডি, বয়েজ! আমি রনি ড্যাশার!'

ওদের দুজন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু বের করার সময় পেল না, রনির জোড়া পিস্তলের গুলিতে ওরা ঢলে পড়ল। তৃতীয় লোকটা শূন্যে হাত তুলে চিৎকার করল, 'মেরো না! আমি এর মধ্যে নেই!'

'তাহলে বাইরেই থাকো,' বলল রনি। তারপর ওর দিকে এগিয়ে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল, 'তোমাদের কে পাঠিয়েছে? শার্পি?'

'আমাকে কেউ পাঠায়নি! এটা আমারই কেবিন। তোমাকে মারার জন্যে ওদের পাঠানো হয়েছিল। আমি পিস্তলবাজ নই—ওদের কিভাবে ঠেকাব?'

'বুঝলাম। এখানে তোমার ঘোড়া কয়টা আছে?'

'তিনটে ঘোড়া আর একটা খচ্চর আছে। তুমি আমাকে পথে বসাবার কথা ভাবছ না তো?'

'তুমি যাতায়াতের জন্যে মিউলটা ব্যবহার করতে পারবে। এখন কফি আর খাবার তৈরি করো।'

বারো

সাদা তুষারের পবিত্র আচ্ছাদনে ঢাকা আলমা শহরটা যেন নীরবে শুয়ে আছে। কেবল ঈগ্‌ল্ সেলুনে যথারীতি উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে আর খুব চড়া আওয়াজে যা চলছে, ওটাই ওদের মতে মিউজিক। জনা ছয়েক শক্ত চেহারার লোক অলস ভাবে সময় কাটাচ্ছে বারে—ওরা যে কবে শেষ পুরো একটা দিনের কাজ করেছে, তা অনেকেই মনে করতে পারবে না। তাসের টেবিলেও আছে কয়েকজন—সবাই, ড্যাশারকে কোথাও দেখা গেছে, এমন একটা খবর পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। তবে, ওদের স্থির বিশ্বাস, ড্যাশার পাহাড়েই মারা গেছে। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। পাঁচশো ডলার অনেক টাকা। ওই টাকার জন্যে পাঁচটা খুন করতেও ওরা দ্বিধা করবে না। কিন্তু সময় যতই যাচ্ছে নিরাশ হয়ে পড়ছে ওরা। এখন টাকা রোজগারের আশা ছেড়ে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছে।

ভোর হওয়ার এক ঘণ্টা আগে সুজানা আর বাডকে নিয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে সোজা ডাক্তার অ্যাবটের বাসায় পৌঁছল রনি। লোকটা বাডের পুরানো বন্ধু। অত্যন্ত ক্লান্ত আর কাহিল অবস্থায় বাডকে ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে বেরোবার জন্যে ঘুরল সে। সুজানা ওর কনুই ছুঁলো।

'রনি! কোথায় যাও?' মেয়েটার স্বরে উদ্বেগ।

আগত ভোরের ধূসর আলোয় রনির নীল চোখে তুষার-শীতল একটা ভাব দেখতে পেল সুজানা। এমন আগে আর কখনও দেখেনি।

'আমি যাচ্ছি,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল সে। 'তুমি এখানে থেকে তোমার বাবার দেখাশোনা করো, সু। ওই ঈগ্‌ল্ সেলুনের লোকগুলোর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি। ওরা আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে, ওদের নিরাশ করতে চাই না।'

'খুব সাবধান, রনি। প্লীজ!'

'অবশ্যই সাবধান থাকব আমি। ওদের একটা উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার।'

রনির গালে আর চিবুকে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। কঠিন আর হিংস্র হয়ে উঠেছে ও। তুষারের মধ্যে কষ্টকর যাত্রা, ফাইট না করে পালাতে বাধ্য হওয়ার তিক্ততা, একজন খোঁড়া লোক আর একটা অসহায় মেয়ের কাছ থেকে শার্পি বুমারের চুরি করার নীচ মনোবৃত্তি, ইত্যাদি সব মিলে ওর মনের অবস্থা এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড় করিয়েছে যে ওই লোকগুলোর মোকাবিলা না করা পর্যন্ত ওর ঘুম, বিশ্রাম, সব হারাম হয়ে গেছে। এখনই ওকে একটা কিছু করতে হবে।

ওরা কেউ কিছু শুরু করলেই হলো। রাগে রনির সারা শরীর জ্বলছে, মুখটাও তেতো হয়ে আছে। সেলুনের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে সময় নষ্ট করল না। সোজা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে। দরজা বন্ধ করার শব্দ ওর পিছনে ডবল-ব্যারেল শটগানের মতই গর্জে উঠল। চমকে ফিরে তাকাল সবাই। ওদের চোখ থেকে তন্দ্রার ভাব মুহূর্তে কেটে গেল।

দরজার সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে রনি। চোখ দুটো বরফ-শীতল, কিন্তু ওর ভিতরে যেন প্রলয়-ভৈরব নাচছে। 'আমি রনি ড্যাশার!' আজ রাতে দ্বিতীয়বারের মত সে নিজের নাম ঘোষণা করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। 'তোমরা কেউ আমাকে খুঁজছ?'

মেঝের সাথে যেন সবার পা সেঁটে গেছে। নিশ্চল মূর্তির মত চেয়ে আছে ওরা। 'কে চাও, বলো!' ওর স্বরটা ঠাণ্ডা, ভয়ানক। হিসহিসিয়ে সে আবার বলল, 'শুনলাম আমার মাথার দাম নাকি পাঁচশো ডলার!

তোমাদের মধ্যে কোন কয়োটি টাকাটা চাও? বলো! চেষ্টা করো!'

কেউ নড়ছে না। ওর ভয়ঙ্কর খ্যাপা চ্যালেঞ্জের মুখে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়েছে ওরা। যাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিল সেই লোকই হঠাৎ স্বশরীরে সামনে হাজির হয়ে ওদের হতবাক করে দিয়েছে। কেউ জবাব দিল না।

রাগে ফেটে পড়ল রনি। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে বারের ওপর থেকে একটা হুইস্কি ভরা গ্লাস তুলে নিয়ে সামনের ছয়জনের চোখে-মুখে ছিটিয়ে মারল। তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে তাসের টেবিলটা মেঝের ওপর উলটে ফেলল। 'এসো!' আমন্ত্রণ জানাল সে। 'যে কেউ, কিংবা সবাই! দেখি তোমরা টাকার বিনিময়ে কিভাবে মানুষ খুন করো!'

তবু কেউ নড়ল না। বারের লোকগুলো কেবল হাত তুলে চোখ মুছে চোখের জ্বালা কমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু যারা তাস খেলছিল তারা নড়া দূরে থাক, মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়া তাস বা টাকা-পয়সার দিকে পর্যন্ত তাকাল না। একদৃষ্টে ওরা খেপা রনিকে দেখছে। প্রতিবাদে কেউ একটা কথাও বলল না।

'ঠিক আছে! উঠে দাঁড়াও! তুমি প্রথম!' তাসের টেবিলে বসা একজনকে দেখাল রনি। 'পিস্তল টেবিলের ওপর রেখে তোমার ঘোড়া নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাও!'

'অ্যাঁ? এই আবহাওয়ায়?' লোকটা প্রতিবাদে আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু রনিকে এক পা আগে বেড়ে পিস্তল ড্র করার জন্যে কনুই বাঁকা করে তৈরি হতে দেখে চুপ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ! এই তুষারের মধ্যে! আমি এর ভিতর পাহাড় পার হয়েছি—দেখি তোমাদের সেটা কতটা পছন্দ হয়! হ্যাঁ,'—একে-একে বাকি সবার দিকে তাকাল রনি,—'তোমাদের সবাইকে বলছি! ঘোড়া নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাও! কিন্তু তোমাদের পিস্তলগুলো এখানেই থাকবে!'

এবার মালিকের ওপর রনির দৃষ্টি স্থির হলো। হাঁটুতে রনির গুলি খেয়ে লোকটার ডান পা আড়ষ্ট হওয়ার পর সে আর ওটা ভাঁজ করতে

পারে না—পা টেনে টেনে চলে। 'তোমার কথা আমার মনে আছে, রাস্টি বেল। তুমিও আমাকে চেনো। এখনই এই সেলুন বন্ধ করে বিদায় হও! হলব্রুকের এপাশে আর থেমো না, বুঝেছ?'

'শোনো, রনি,' অনুনয় করল রাস্টি, 'আমার পায়ের এই অবস্থা, তাছাড়া এখানে আমার টাকা খাটছে!'

'তোমার কপাল খারাপ! যে লোকের সেলুনে এইসব খুনী আর বদমাশের আড্ডা, তাকে এখানে ব্যবসা করতে দেয়া হবে না! তুমি আমাকে জানো, রাস্টি। হয় দোকান বন্ধ করো, নইলে পিস্তল ধরো!'

একটা ঢোক গিলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেল। 'যাক, হয়তো এদিকে এবার শীতটা একটু কড়াই পড়বে।' ধীরে কামরার চারপাশে তাকাল সে। 'এই মুহূর্ত থেকে'—স্বরটা হুতাশে ভরা—'এই সেলুন বন্ধ করা হলো।'

সাবধানে লোকগুলো একেএকে উঠে পিস্তল খুলে রেখে দরজার দিকে এগোল। একটা লোক কেবল খুলে রাখা পিস্তলটার দিকে চেয়ে ইতস্তত করল। 'আমার পুরো মাসের বেতনের টাকা দিয়ে আমি ওটা কিনেছিলাম,' বলল সে। 'ওটা কি পরে ফেরত পাব?'

'না।' একটুও নরম হলো না ক্ষ্যাপা রনি। 'পরের বার তোমার গান কেনার পয়সা রোজগার হলে তুমি হয়তো ভাল সঙ্গ আর ভাল কাজে ওটা ব্যবহার করতে শিখবে। বেরোও!'

দশ মিনিটের মধ্যেই সেলুনটা অন্ধকার আর নীরব হলো। বারের পিছন থেকে একটা দড়ি নিয়ে পিস্তলগুলোকে মালার মত গেঁথে কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল রনি।

শেরিফের দরজায় দুমদাম কিলের শব্দে লাল ফ্ল্যানেলের আন্ডারশার্ট পরা অফিসার মোজা পায়েই ঘুম জড়ানো চোখে দরজায় এল। 'এত হট্টগোল কিসের? তোমাকে হাজতে ভরার আগেই বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে নেশা কাটাও!'

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে কাঁধ থেকে পিস্তলের মালা মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল রনি। ওদিকে চেয়ে শেরিফের চোখ বিস্ফারিত

হলো। 'এসব কোত্থেকে—'

রনি চোখ তুলে তাকাল। ঠাণ্ডা চোখ দুটোর দিকে চেয়ে একটু পিছিয়ে গেল শেরিফ। 'আমি এইমাত্র ঈগ্‌ল্‌ সেলুন একেবারে বন্ধ করে দিয়ে আসলাম,' শান্ত স্বরে জানাল রনি। 'ওখান থেকে আমি যাদের তাড়িয়েছি, এগুলো তাদের পিস্তল। এগুলো নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো, কিন্তু ওদের ফেরত দিলে আমি ফিরে এসে তোমার গোঁফ একটা একটা করে টেনে তুলে নেব!'

'কি বললে?' রাগে লাল হলো শেরিফের চেহারা। 'শোনো, ইয়াং ম্যান—' এতক্ষণে ওর কথার যথার্থ অর্থ মাথায় ঢুকতেই কথা থামিয়ে ঢোক গিলল সে।

'তুমি ঈগ্‌ল্‌ সেলুন বন্ধ করে দিয়েছ?' অবিশ্বাসে চড়া শোনাল শেরিফের স্বর। 'এই অস্ত্রগুলো ওদের থেকে ছিনিয়ে এনেছ?'

ড্যাশার ততক্ষণে রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেছে। সকালে হাঁটতে বেরিয়ে একজন শেরিফের অফিসের সামনে থেমে পিস্তলগুলো অবাক চোখে দেখল। 'এই! ওই লোকটা কে?' রনির পিঠের দিকে তাকিয়ে নতুন লোকটাকে চিনতে না পেরে প্রশ্ন করল সে।

শেরিফের ঘোর তখনও কাটেনি। লোকটার দিকে বোকা দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলল, 'মিস্টার, লোকটা কে তা জানি না, কিন্তু এমন কঠিন লোক পেকোসের পশ্চিমে কখনও আসেনি! ক্ষ্যাপা লোক!'

টার্কি স্প্রিঙস ক্যানিয়নের দিকে চলেছে বুল। খেলা এখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। নিজের লোকগুলোকে এখন ওর কাজে লাগাতে হবে।

সার্কেল এইচে যা ঘটেছে তা বান্ডি জানে না। রুবেন হর্স স্প্রিঙসের দিকেই গেছে মারফির সতর্ক বাণী নিয়ে। ডাগ আর ডেডশটও র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ওরা র‍্যাঞ্চ ছেড়ে আসা আরোহীদের ট্র্যাক অনুসরণ করছে। হঠাৎ দেখল একজন ট্রেইল ছেড়ে উত্তর দিকে গেছে। লোকটা থেমে ঘোড়ার পেটি টাইট করেছে।

তুষারের ওপর নতুন বুটের ছাপ দেখে অভিজ্ঞ ট্র্যাকার মারফি বুঝল লোকটা কে। বান্ডি যেখানে যাচ্ছে ওরাও সেখানেই যেতে চায়। অবিরাম তুষার পড়ছে, বেশি পিছনে না পড়লে ট্র্যাক অনুসরণ করা খুব সহজ। তুষারের পর্দার জন্যে বেশ কাছে থাকলেও বান্ডি ওদের দেখতে পাবে না।

তবু ওই তুষারের কারণেই শেষে ট্রেইল হারাল। একটা খোলা জায়গায় জোর বাতাস তুষার উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আবার ট্র্যাক খুঁজে পেতে ওদের প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল। এতে অনেক পিছনে পড়ে গেল ওরা। তুষার বেশ দ্রুত ভরাট করে ফেলছে ট্র্যাক।

টার্কি স্প্রিঙসে আদেশের অধীর অপেক্ষায় ছিল চারজন। বান্ডি পৌঁছে ওদের প্রত্যেককে একশো ডলার করে দিল। জানাল, বাকি নয়শো ওরা ঠিক মত নির্দেশ পালন করার পর পাবে। ডেভ আর রুডি মিসিসিপির লোক। সঙ্কর কিওয়া, বুডা, টেক্সাসের টেক্সের সাথে অ্যাবিলিনে যোগ দিয়েছে।

ওদের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, টাকার অঙ্ক ঠিক হলে বাছ-বিচারের বালাই নেই, যেকোন জায়গায়, যেকোন মানুষকে ওরা খুন করতে পারে। এবং গোলাগুলিতে কারও মোকাবিলাতেই ওদের বুক কাঁপবে না। উপযুক্ত লোকই বাছাই করেছে বান্ডি। কাজ বুঝিয়ে দিয়ে হর্স স্প্রিঙসের দিকে রওনা হলো সে।

এর ঠিক এক ঘণ্টা পরে দুজন রাইডার বান্ডির ট্রেইল ধরে ক্যানিয়নে ঢুকল। বুডাই ওদের প্রথম দেখেছে। সঙ্গীদের দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করে সে প্রশ্ন করল, 'ওদের চেনো?'

'মনে হয় এদের দুজনের কথাই বান্ডি বলছিল,' জবাব দিল ডেভ। 'ওরাও লিস্টে আছে।'

'কিন্তু এদের তেমন গুরুত্ব নেই,' মন্তব্য করল রুডি। 'পাত্তা দিও না।'

কাঁধ উঁচাল টেক্স। 'দেরি করে কি লাভ?' প্রশ্ন করল সে। 'হাতের

মুঠোয় যখন এসেছে শেষ করে দিলেই হয়। ব্যাটারা বাড়িকে ট্রেইল করছে।' গানবেল্টটা ঠিক মত বসিয়ে নিয়ে করালের দিকে এগোল সে।

বুড়ার রাইফেলটা রয়েছে ওর হাতে। সরে কেবিনের দরজার সামনে একটা বেঞ্চে বসল সে। রাইফেলটা হাঁটুর ওপর। ডেভ আর রুডি পরস্পর থেকে দশ ফুট দূরে খোলা জায়গাতেই ডাগ আর ডেডশটের পৌঁছানোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

মারফি লোকগুলোর অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, আর রাইফেলের ইঙ্গিত লক্ষ করেছে। 'ভাল,' মন্তব্য করল সে, 'এই লোকগুলো দেখছি ঝামেলা করার জন্যে তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছে।'

'নিশ্চয় বাড়ির বন্ধু।'

'অর্থাৎ আমাদের শত্রু।'

'তবু ওদের সাথে কথা বলে ভাবটা বুঝে দেখি। রনি সবসময়েই আগে বুঝে নিয়ে পরে গুলি করার পক্ষপাতী।'

কাছে এগিয়ে ডেভ আর রুডিকে এক নজর ভাল করে দেখে নিয়ে নিচে নামল মারফি। মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করাই ওর পছন্দ।

'কাউকে খুঁজছ?' জানতে চাইল ডেভ।

'বিশেষ কাউকে না। ওই লোকটার বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে একটু কৌতূহল।'

'আমাদের কথা বলছ?'

ডেড-শট ঘোড়ার পিঠ থেকে নামেনি। সে জবাব দিল, 'না। টাকা ছাড়া তোমরা কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করো বলে আমার মনে হয় না। এখানে যেন আউটল ক্যাম্পের মত একটা গন্ধ পাচ্ছি।'

'তোমার মুখের কোন ট্যাক্স নেই মনে হচ্ছে, স্ট্রেঞ্জার!'

'লোকে এমন বদনাম আমাকে আগেও দিয়েছে, তাই না, মারফি?' ডেড-শটের চোখ বুড়ার ওপর। 'জানো, ওই বেঞ্চে বসা লোকটা রাইফেল নিয়ে ওভাবে খেলা করলে গুলি খেতে পারে।'

'ওকে কে গুলি করবে?' প্রশ্ন তুলল ডেভ। শুরু যখন হয়েছে, ঘটনা

তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায় ও।

'যে কেউ তার দিকে ওভাবে তাক করা রাইফেল দেখতে পছন্দ না করলেই গুলি করতে পারে।'.

লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে সরিয়ে নিল ডেডশট। বুডার রাইফেলের কোন টার্গেট থাকল না এখন।

'তোমাদের এখান থেকে সরে পড়াই ভাল। তোমরা সার্কেল এইচ রেঞ্চে আছ।'

'আমাদের অধিকার আছে।'

ডেভ ভাবছে এই বার ২০ আউটফিটের কথা সে শুনেছে। শক্ত দল।

'হ্যাডলে তোমাকে অধিকার দিয়েছে?' ডেডশট প্রশ্ন করল।

'হ্যাডলে?' কর্কশ স্বরে হেসে উঠল ডেভ। 'আরে ওই বুড়ো হাবড়ার কথা কে মানে? ও শেষ হয়ে গেছে!'

'আমরা তা মনে করি না।'

ঘোড়াটাকে তিন কদম আগে বাড়াল ডেডশট। এখন বুডা আর টেক্সের ঠিক মাঝখানে আছে ও। দুজনই ওর ওপর গুলি ছুঁড়তে পারবে, কিন্তু তাতে অন্যজন বিপদে পড়বে।

মারফি ঘোড়ার পাশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, হাত দুটো দুপাশে। ডাবল এক্স কাউহ্যান্ড দুজনই জানে পরিস্থিতি কেমন, আর কি করতে হবে।

হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল ডাগ। ওর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল রুডি।

'মনে হচ্ছে তোমরা কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলে?' বলল ডাগ। 'তোমরা বান্ডি বুলের থেকে কাজের আদেশ পেয়ে গেছ?'

'ওকে আমরা চিনি না।' ডেভ নার্ভাস বোধ করছে। ডেডশটের অবস্থান ওর মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। 'লোকটা কে?'

'যে লোকটা তার ঘোড়া ওইখানে থামিয়েছিল।' আঙুল তুলে

জায়গাটা দেখল ডাগ মারফি। তুষারের ওপর পরিষ্কার ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। 'কথা বলতে সে কেবিনেও ঢুকেছিল।'

'অনেক বুদ্ধি তোমার, তাই না?' গোলমাল শুরু করার উপযুক্ত কথা খুঁজে পাচ্ছে না ও। এবং ঝামেলা শুরু করা ঠিক হবে কিনা তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। 'তুমি গোলমাল পাকাতে চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' এক পা আগে বেড়ে থামল ডাগ। 'তুমি চাও? সে যাক, তুমি চাও আর না চাও, তোমরা এখানে কি করছ তার ব্যাখ্যা দাও, নইলে কেটে পড়ো।'

বুডা নার্ভাস হয়ে উঠছে। টেক্সাস টেক্স ফাইটে উৎসাহী, ওর কাছে এত কচকচানি ভাল লাগছে না। করালের কোনা থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল সে, 'এত কথার কি দরকার—গুলি করো!'

নিজে গান বের করতে হাত বাড়াল টেক্স। ডেড-শটের পিস্তল চোখের পলকে ওর হাতে উঠে এল। মুহূর্তে তুষারে ঢাকা ক্যানিয়নের ঠাণ্ডা নীরবতা গোলাগুলির গর্জনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

ডেভের প্রথম শট প্রায় মিস করেও ডেড-শটের গান বেল্টের কোনায় লেগে ওকে আধপাক ঘুরিয়ে দিল। এই ফাঁকে ডাগ প্রথম গুলিতে ডেভ আর দ্বিতীয় গুলিতে রুডিকে গেঁথে ফেলল।

ডেড-শটের প্রথম গুলি ওর ভারসাম্য হারানোয় করাল পোস্টে লাগল। দ্বিতীয়টা লাগল টেক্সের বুকে। বুলেটটা ফুসফুস ফুটো করে পিছনের হাড়ে লাগল। টলে এক পা পিছিয়ে স্থির হয়ে গুলি করল টেক্স। গুলিতে ডেড-শটের ঘোড়াটা মরল, কিন্তু মালিকের জীবন বাঁচল, কারণ ঘোড়া পড়ে যেতে দেখে পিঠ থেকে লাফ দিল সে—ঠিক ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুডার বুলেট।

লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তুষারে পিছলে পড়ে যাওয়ার পথে দ্রুত তিনটে গুলি ছুঁড়ল বুডাকে লক্ষ্য করে। সাহস হারিয়ে কেবিন ঘুরে আড়ালে সরে যাওয়ার মুহূর্তে পিছন ফিরে চেয়ে ডেড-শটের গুলি গলায় বিঁধে পড়ে গেল সে।

ওদিকে ডাগ সোজা এগিয়ে গেছিল রুডি আর ডেভের দিকে। ওরা পড়ার আগেই ওদের ভাগে আরও দুটো বুলেট জুটল। নিথর হয়ে পড়ে রইল দুটো লাশ। টেক্সাস টেক্স করালের খুঁটির সাথে বসে কেশে রক্ত ওঠাচ্ছে—ধীরে মারা যাচ্ছে ও। বুড়া ডেড-শটের শেষ গুলিতে মরেছে—কয়েক ফুট দূরে পড়ে আছে ওর রাইফেল।

ডাগ আর ডেডশট এগিয়ে গেল টেক্সের দিকে। ওর চিবুক বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বিষণ্ন চোখে লোকটা ওদের দেখল। 'এমন ঘটবে ভাবিনি,' বলল সে, 'কিন্তু এটাই ভাগ্যে ছিল।' কেশে থুতুর সাথে রক্ত ফেলল সে। 'বিদায় জানাব, এমন কেউ নেই আমার। তবে হর্স স্প্রিঙসে মেবেল্‌কে আমার ঘড়িটা দিও। মেয়েটা—মেয়েটা—ভাল ছিল।'

'নিশ্চয়,' কথা দিল ডেডশট। 'আমি নিজে তা করব।'

টেক্সের চোখ ঢুলে এল, তারপর আবার তীক্ষ্ণ হলো। 'কোন—কোন রাগ নেই তো?'

'না, বলল ডেডশট। 'সব খেলার মাঝেই।'

'হ্যাঁ।' চোখ বুজল টেক্স।

বান্ডি বুল হর্স স্প্রিঙসে যায়নি। সার্কেল এইচে কি ঘটে না জেনে চুপচাপ হর্স স্প্রিঙসে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে ওর কেন যেন ইচ্ছে করছে না। কৌতূহলেরই জয় হলো। কয়োটি ট্যাঙ্কসের কাছে পৌঁছে আবার টার্কি স্প্রিঙস ক্যানিয়নের পথ ধরল সে। কয়েক মিনিটের জন্য ডাগ আর ডেড-শটের দেখা পেল না বটে, কিন্তু ওদের রেখে যাওয়া কীর্তি সামনেই দেখতে পেল।

এক নজর দেখেই ওর পেট গুলিয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিল বান্ডি। ডুবে যাওয়ার মত অনুভূতি হচ্ছে। এদের ওপরই ওর প্ল্যানের সফলতা নির্ভর করছিল। এখন একজনও বেঁচে নেই—কি করবে সে?

এখন ওর সামনে যেসব পথ খোলা আছে সেগুলো একেএকে

বিবেচনা করতে শুরু করল। গোলাগুলিতে ওর হাতও ভাল, কিন্তু ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়। ভাসকো আর বার্কার মারা গেছে। এখন দক্ষ লোক মাত্র দুজন আছে যারা হয়তো ওকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু ওদের সম্পর্কে বান্ডি মোটেও নিশ্চিত নয়, কারণ তার সাথে ওদের কারও বন্ধুত্ব নেই। ওরা হচ্ছে জনি রিগ আর ফিউরি।

শার্পির সাথে জনি রিগের যে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা আছে তা বান্ডি জানে। কিন্তু ওর বিশ্বাস, উপযুক্ত দাম দিলে সব মানুষকেই কেনা যায়। রিগও ব্যতিক্রম নয়। বান্ডি সিদ্ধান্ত নিল রিগের সাথেই আলাপ করবে। লোকটা এখন কোথায় আছে জানে না। কিন্তু যেখানেই থাক, ওকে র‍্যাঞ্চে ফিরতেই হবে।

সার্কেল এইচে ফেরার পথে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা আসছে ওর মাথায়। পরবর্তী এক ঘণ্টায় পথে তিনবার থেমে, সব ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে পালিয়ে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেও আবার মাথা নেড়ে মত পালটে এগোল।

চতুর্থবার যখন থামল, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। নাহ, এর কোন মানেই হয় না। এরই মধ্যে অনেক লোক মারা পড়েছে। চুপিচাপি কাজ উদ্ধার করার উপায় আর এখন নেই। অনেক প্রশ্ন উঠবে। তাছাড়া র‍্যাঞ্চে কি ঘটছে কিছুই সে জানে না। ওর সামনে অনেক বাধা—শার্পি, বার টোয়েন্টির ওই দুজন, রনি, হ্যাডলে,—কতজনকে সরাবে ও? না। পশ্চিমের স্টেজকোচই ধরবে সে।

ঘোড়ার মুখ ফেরাল বান্ডি। হঠাৎ ঘড়িটার কথা ওর মনে পড়ল। কিছু কিছু তুচ্ছ জিনিসের ওপর মানুষের গভীর মায়া জন্মে যায়—চিরকাল আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। ঘড়িটা এতকাল সে যত্ন করে আগলে রেখেছে—চোদ্দ বছর বয়সে ওয়ার অব রেভোলিউশনের কারণ সম্পর্কে একটা রচনা লিখে সে ওটা পুরস্কার পেয়েছিল। একটু ইতস্তত করে সে ঠিক করল, র‍্যাঞ্চ থেকে ওটা নিয়েই সরে পড়বে।

*

ওই দিনই রাতে হর্স স্প্রিঙসে পৌঁছল ডাগ আর ডেড-শট। রুবেন তার গল্প শুনিয়ে ওখান থেকে উত্তরে পাই টাউনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে।

মেবেলের কাছে টেক্সাস টেক্সের ঘড়ি পৌঁছে দিয়ে ওল্ড করাল সেলুনে ঢুকল ওরা। বারে দাঁড়ানো লোকগুলোর বিস্মিত চেহারা দেখে বোঝা গেল ওখানে ওদের নিয়েই আলাপ হচ্ছিল।

খদ্দেরদের মধ্যে মরগ্যানই প্রথম কথা বলল। 'জখম হয়েছ?' মারফির কাঁধে বুলেটের আঁচড় রক্তের দাগ দেখিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'গুলির সামান্য আঁচড়,' জবাব দিল ডাগ। তারপর সবার আরও জানার কৌতূহল দেখে বলল, 'টার্কি স্প্রিঙস ক্যানিয়নে চারজনের সাথে আমাদের একটু গোলাগুলি হয়েছে। ওদের মধ্যে মিসিসিপির ডেভ আর রুডিও ছিল।'

'ওরা চারজনই শেষ?'

'আমরা এখানে হাজির, তাই না?'

ডেড-শট ব্যাখ্যা দিল। 'গোলাগুলি ওরাই শুরু করেছিল। বান্ডির সাথে ওদের কোন ডীল ছিল। আমরা পৌঁছার অল্প আগেই বান্ডি ওখানে গিয়েছিল। কাকে-কাকে মারতে হবে তার একটা লিস্ট ওদের দেয়া হয়েছিল—আমরাও ওই লিস্টে ছিলাম। সেই থেকেই শুরু—কিন্তু ওদের শেষ।'

রনির খবরের অপেক্ষায় ওখানেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল ডেডশট আর ডাগ। রনি যদি পাহাড় পেরিয়ে আলমায় পৌঁছে থাকে তবে ওকে এই পথেই সার্কেল এইচে ফিরতে হবে, কারণ অন্য পাসগুলো তুষারপাতে বন্ধ হয়ে গেছে।

পরদিন বিকেলের আগে কোন খবর পাওয়া গেল না। বিকেলে যে লোকটা ঈগ্‌ল্ সেলুনে পিস্তল ফেরত পাওয়ার কথা জিজ্ঞেস্ করেছিল, সে ক্লান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছল ওল্ড করালে।

ওর কাছেই রনির খবর পাওয়া গেল। মারফির প্রশ্নের জবাবে সে

দ্বিতীয়বার বলল, 'হ্যাঁ, ওটা ড্যাশারই ছিল; কোন সন্দেহ নেই! আমরা সবাই ভেবেছিলাম ও পাহাড়ে আটকা পড়ে শীতে ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু ওর মরণ নেই! ও সত্যিই ভয়ঙ্কর লোক, ইচ্ছে করে না গেলে যমেও ওকে নিতে সাহস পাবে না! ঈগ্‌ল্ সেলুন বন্ধ করে দিয়েছে ও। রাস্টি বেল নাকি ওকে আগে থেকেই চিনত। ভয়ে বেচারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।'

ওল্ড করালের মালিক, ক্রদার্স শোনার জন্যে আর অপেক্ষা করল না। স্যাম হাডসন বারের পিছনে দাঁড়িয়ে গ্লাস পালিশ করছিল। ক্রদার্স ওর পাশে সরে এসে বলল, 'স্যাম, আমার মনে হয় তোমারও ডাফেল ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বিকেলের স্টেজেই কেটে পড়া ভাল।'

'আমি?' চমকে মুখ তুলল সে। 'তুমি আমাকে ফায়ার করছ?'

'ব্যাপারটা ওইভাবে নিও না,' নরম সুরে বলল ক্রদার্স, 'কিন্তু আমার উপায় নেই। বয়স হয়েছে, এখন রাস্টির মত আমাকেও দেশ ছাড়তে হলে মুশকিলে পড়ব। ড্যাশারের আউটফিট সম্পর্কে আমি জানি, ওরা একবার খেপলে আর রক্ষা নেই।'

'কিন্তু শার্পি যদি ওকে শেষ করে?' প্রশ্ন তুলল স্যাম।

'আমার মনে হয় না পারবে। কিন্তু সেটাই যদি ঘটে, তুমি আবার কাজে ফিরে এসো। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। এই বারটাই আমার শেষ সম্বল। এটা আমি হারাতে চাই না।'

'শার্পির কাছে আমি টাকা পাই।'

'ভুলে যাও। আমার কাছে তুমি যা পাও, তা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি, বিকেলের স্টেজেই তুমি রওনা হয়ে যাও।'

আর দেরি করল না স্যাম। এপ্রোন খুলে রেখে পিছনের কামরায় ঢুকল। স্টেজ আসার সময় হয়ে আসছে।

জার্কি মাউন্টিনসের পশ্চিমে রয়েছে শার্পি আর তার দলের ক্লান্ত

রাইডাররা। র‍্যাঞ্চে ফিরে আসছে ওরা। শার্পিই লীড করছে। সে এখনও জানে না তার প্ল্যান কতটা বিফল হয়েছে। তবু চলার পথে বিভিন্ন দিক নিয়ে ভেবে নিজেকে যেন কিছুটা পরাজিতই মনে হচ্ছে ওর। ড্যাশারকে নিজের হাতে খুন করে হ্যাডলেদের ফিরিয়ে এনে আরও কিছুদিন রাখতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তা আর হলো না।

আলফনসো এগিয়ে এসে শার্পির পাশাপাশি চলছে। আলফনসো কঠিন লোক, কিন্তু বিশ্বস্ত। ওকে বুমার পুরোপুরি বিশ্বাস করে। রাসলার হলেও লোকটার দায়িত্ব বোধ আছে, এবং ওর কথারও দাম আছে।

'তুমি বান্ডি বুলকে ওর ব্র্যান্ড কেন রেজিস্ট্রি করতে দিয়েছ তা আমার মাথায় ঢুকল না,' হঠাৎ বলে উঠল আলফনসো। 'জানি আমার মাথায় বুদ্ধি কম, তবু ব্যাপারটা আমার কাছে সত্যিই ধাঁধা।'

ঝট করে মাথা তুলল বুমার। 'কি? বুলের ব্র্যান্ড?'

'হ্যাঁ। সার্কেল বি।'

'ওটা আমার ব্র্যান্ড, বুলের না। ওটা আমার হয়ে রেজিস্ট্রি করেছে ও।'

'তাহলে সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে, শার্পি। আমি রেজিস্ট্রি বই দেখেছি। ওটা নিজের নামেই রেজিস্ট্রি করেছে ও।'

শার্পি বুমারের খুদে চোখ দুটো ঠাণ্ডা আর কুৎসিত হয়ে উঠল। ওই সুশ্রী চেহারার শয়তানটাকে বিশ্বাস করে সে তাহলে ভুল করেছে। তার আগেই আঁচ করা উচিত ছিল যে লোকটা সুবিধার নয়। কিন্তু ডীন ওর সম্পর্কে জোর সুপারিশ করেছিল। এবং ডীন খুব নির্ভরযোগ্য লোক। কিন্তু তাই কি? ওরা দুজনেই এর সাথে জড়িত নয় তো!

'ধন্যবাদ, আল ফনসো,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'এই আউটফিটের খাটাশগুলোকে আমার মেরে সাফ করতে হবে।'

বেশ কিছুদূর নীরবেই এগোল ওরা। তারপর ঘোড়ার পিঠে একজনকে ওদের দিকে আসতে দেখল। লোকটা সায়মন ড্রিল।

শার্পির ভিতরে জমাট বাঁধা সমস্ত রাগ ওর ওপর গিয়ে পড়ল। 'আরে! এ যে সেই বার ডি-র কয়োটি!' বলল সে। 'জঞ্জাল সাফ করতে শুরু করার জন্যে এটা খারাপ সময় নয়!'

থেমে দাঁড়াল সায়মন। শার্পিকে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে দেখে সে হাত তুলল। 'ওটা আপাতত স্থগিত রাখো,' বলল সে, 'তোমার জন্যে অনেক খবর আছে! আর ঝামেলা বাড়াতে যেয়ো না!'

'তার মানে?' শার্পির শক্ত চেহারায় একটু অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠল।

হাসছে সায়মন। 'তোমার খেলা শেষ হয়ে গেছে, শার্পি। রনির দুজন পার্টনারের বিরুদ্ধে চোরা-পিস্তল ধরতে গিয়ে টোনি মারা পড়েছে। রুবেন দেশ ছেড়ে চলে গেছে। টার্কি স্প্রিঙস ক্যানিয়নেও চারজন লোক রনির বন্ধুদের হাতে মারা পড়েছে। ওরা ছিল বান্ডি বুলের লোক। ওদিকে রনি হ্যাডলেদের নিয়ে নিরাপদেই আলমায় পৌঁছেচে। ওখানে পৌঁছে রনি ঈগল্ সেলুন বন্ধ করে দিয়েছে। ওই আউটফিটের লোকজন দেশ ছেড়ে যে যেদিকে পারে পালিয়েছে!'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল বুমার। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না ও।

'না, তা নয়। সিলভার ট্রেইলে যে দুজন রনিকে বাধা দিতে গেছিল তারাও মারা পড়েছে। ড্যাশার এখন আলমা ছেড়ে এদিকেই রওনা হয়েছে তোমার খোঁজে। হ্যাডলেরা আলমায় নিরাপদেই আছে। এখন আর তোমার নিস্তার নেই।'

শার্পি বুমার তিক্তভাবে নিজের হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে আছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি! যাক, একটা জিনিস বাকি আছে। বান্ডি বুলকে সে খুন করবে। তারপর গরুগুলোকে জড়ো করে বর্ডারের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। হয়তো সে নিছকই গরু চোর—এর বেশি কিছু নয়!

হ্যাঁ, হয়তো আরও একটা কাজ সে করবে। গরুগুলোকে পাঠিয়ে

দিয়ে যাওয়ার আগে রনি ড্যাশারকে সে শেষ করবে। ওই লোকটাই আসলে এতসব অনর্থের মূল। হ্যাঁ, তাই সে করবে।

তেরো

ভোর বেলায় হর্স স্প্রিঙসে পৌঁছল রনি। ওল্ড করালের সামনে ঘোড়া রেখে ভিতরে ঢুকল। অবাক হয়ে দেখল ক্রদার্স ছাড়া ভিতরে আর কেউ নেই। ওকে ঢুকতে দেখে নিজের অজান্তেই একটু কেঁপে উঠল সেলুনের মালিক।

'লোকজুন সব কোথায়?' ক্রদার্সের দিকে নড করে জিজ্ঞেস করল রনি। সাধারণত কিছু আজেবাজে লোক সবসময়েই সেলুনে ঘুরঘুর করে।

'তোমাদের ভয়ে শহর ছেড়ে চলে গেছে। তোমার আউটফিটের দুজন লোক এখানেই আছে।'

'স্যাম হাডসনকে দেখছি না?'

'ওকে আমিই বিদায় করে দিয়েছি।' বারের ওপর দুহাত রেখে একটু সামনে ঝুঁকল ক্রদার্স। 'শোনো, ড্যাশার, আলমায় তোমার ঈগল্ সেলুন বন্ধ করে দেয়ার খবর আমি পেয়েছি। এই সেলুনটাই আমার সম্বল, বুড়ো বয়সে আমাকে তুমি দেশ-ছাড়া কোরো না। প্লীজ!'

'ঠিক আছে, স্যামকে যখন তুমি নিজে থেকেই তাড়িয়েছ, তখন তোমাকে একটা সুযোগ দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি যদি শার্পির লোকজনের সাথে কোনরকম সম্পর্ক রাখো, বা ওদের সাহায্য

করো, তাহলে তোমার আর এখানে থাকা চলবে না। বুঝেছ?'

'ভাল ভাবেই বুঝেছি, ড্যাশার। তোমাকে কি একটা ড্রিঙ্ক দেব? নাকি আগে মা বেকারের ওখানে নাস্তা খাবে? তোমার সঙ্গী দুজন ওখানেই ব্রেকফাস্ট করতে গেছে।'

বুড়ো মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে মা বেকারের নাস্তার খোঁজে রাস্তায় নামল রনি। সামান্য দু'এক পেঁজা তুষার পড়ছে। সাদা তুষারে ঢাকা হর্স স্প্রিঙসকে সুন্দর আর পবিত্র দেখাচ্ছে। এটাকে আউটল শহর হিসেবে ভাবাই যায় না এখন।

দরজা খুলে মা বেকারের খাবার দোকানে ঢুকল রনি। কোনায় বসে আছে ডাগ আর ডেড-শট। দুজনই ওকে ঢুকতে দেখেছে। ভিতরে ভিতরে রনিকে দেখে ওরা খুশিতে টগবগ করছে। কিন্তু মুখে তা একটুও প্রকাশ করল না।

'তুষারে পাখা ঢেকে একটা টার্কি ঢুকছে, দেখো,' বলল ডেড-শট। দুজনের মধ্যে সে-ই বয়সে বড়।

'ওর কথা কানে তুলো না, রনি, ও মেবেল রোগে ভুগছে! ঘড়ি দিতে যাওয়ার পর থেকেই এই অবস্থা! মেয়েটা নাকি সত্যিই ভাল!'

রনি ওর কথার মানে কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু ওরা এদিককার ঘটনা জানানোর পর সব পরিষ্কার হয়ে গেল। রনিও ওদিককার খবর সব জানাল।

টার্কি স্প্রিঙস ক্যানিয়নের ঘটনা শোনার পর রনি বলল, 'আমিও এইরকমই কিছু ঘটছে বলে আঁচ করেছিলাম। এর পর বাড্ডি বা শার্পির সাথে তোমাদের আর দেখা হয়েছে?'

'র‍্যাঞ্চ ছাড়ার পর বাড্ডির সাথে আর দেখা হয়নি। আর শার্পি বুমারকে আমরা দেখিনি। ওদের মোকাবিলা করতে চাও?'

'অবশ্যই! যত শীঘ্রি সম্ভব। ওদের আমি ছাড়ব না।'

এই সময়ে দোকানের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল জনি রিগ। ওখানেই

দাঁড়িয়ে ওদের তিনজনকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বসল।

ওর সাথে এই মুহূর্তে বিবাদে যাওয়ার ইচ্ছা রনির নেই। লোকটা শার্পির একজন কর্মচারীর বেশি কিছু নয়। নাস্তা সেরে সে বেরিয়ে যাওয়ার আগে রনি প্রশ্ন করল, 'রিগ, তুমি শার্পির লোক?'

জনির মুখ সামান্য একটু ফিরল। মুহূর্তে রনির অবচেতন মন ওকে সতর্ক করল। লোকটা স্থির, শান্ত এবং সংযত।

'হ্যাঁ। আমি ওর সাথেই আছি।'

'তোমার সাথে ওর দেখা হলে জানিও আমি আসছি। ও যেন তৈরি থাকে।'

'কারও তোয়াক্কা করে না ও।'

ঠাণ্ডা চোখে ওকে দেখল ডাগ মারফি। 'তুমি কোথায় থাকবে?'

'যেখানে চাও,' শান্ত স্বরে বলল জনি। 'আমাকে দেশ-ছাড়া করার মুরোদ কারও নেই।'

'ভাল কথা,' বলল ডাগ। 'তাহলে র‍্যাঞ্চেই দেখা হবে।'

'ঠিক আছে। তখনই বোঝাপড়া হবে।' বেরিয়ে গেল রিগ।

নাস্তা খাওয়ায় মন দিল রনি। 'ঝাঁঝাল লোক,' মন্তব্য করল সে। 'এমন শক্ত লোক ওদের আরও আছে।'

'মোট কতজন?'

'জনা আষ্টেক হবে,' বলল ড্যাশার। 'সবাই শক্ত লোক।'

'ফাইটটা তাহলে বেশ জমবে, কি বলো?'

সার্কেল এইচের উঠানে ওয়্যাগন দাঁড় করিয়ে র‍্যাঞ্চের মাসিক খাবার ভাঁড়ার ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে মরগ্যান। কিশোর ছেলেটা ওকে সাহায্য করছে। শার্পির জন্যে মরগ্যান যেসব কাজ করে তার মধ্যে এটাও একটা। খাবার ঘরে নিজের লোকজন সবাইকে জড়ো করে রনিকে হত্যা করার প্ল্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে শার্পি। ময়দার বস্তা পৌঁছে দেয়ার

সময়ে কথাগুলো জেরোমির কানে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুরোটাই সে শুনল।

জেরোমির জীবন বাঁচিয়েছিল রনি ড্যাশার—কথাটা সে ভোলেনি। ওদের প্ল্যান শোনার পর থেকেই ভিতরে ভিতরে ছটফট করছে ছেলেটা। কিন্তু ওর কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না। ওয়্যাগন নিয়ে ফেরার পথে অনেকক্ষণ উসখুস করে শেষে মুখ খুলল।

'যে লোকটা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল তাকে আমাদের সাহায্য করা উচিত, বাবা।'

'রনি ড্যাশারের কথা বলছিস? কেন, ওর কি হয়েছে?'

'এখনও কিছু হয়নি—হবে। ওই লোকগুলো ওকে খুন করার প্ল্যান করেছে।'

গম্ভীর হলো মরগ্যান। 'ওদের প্ল্যানটা তুমি জানো?'

'হ্যাঁ। আমি পুরোটাই শুনেছি।'

'ওরা শিগগিরই আসবে,' বলল মরগ্যান। 'কোন পথে আসবে তার কোন ঠিক নেই।' চুপ করে একটু ভাবল সে, তারপর বলল, 'ওকে সাবধান করা দরকার। ঠিক আছে, লাইন ক্যাম্পে থেমে তোমাকে একটা ভাল ঘোড়া দেব। তুমি কুনি ট্যাঙ্কের পশ্চিমে যে উঁচু চূড়াটা আছে, সেটায় উঠবে। ওখান থেকে তিনটে ট্রেইলের ওপরই তুমি নজর রাখতে পারবে। ওদের দেখামাত্র ছুটে গিয়ে ওদের সাবধান করবে।'

'কিন্তু ওখান থেকে আমি দেখে চিনব কিভাবে?' প্রতিবাদ জানাল জেরোমি। অনেক দূর!'

'এটা দিয়ে দেখতে পাবে।'

সীটের তলা থেকে একটা লম্বা মেরিন টেলিস্কোপ বের করল মরগ্যান।

'শার্পি আমাকে এটা দিয়েছিল, যেন আমি দূর থেকে ওর রাইডারদের চিনে ঘোড়া তৈরি রাখতে পারি। আজ এটাই ওর বিরুদ্ধে

কাজে লাগাব।'

যে কেবিনে গার্ডকে দিয়ে রান্না করিয়েছিল রনি, সেখানেই জনি রিগের দেখা পেল বুল। বারান্দায় একা বসে ছুরি দিয়ে একটা ডাল চাঁচছে জনি। ঘোড়া কাছে এগিয়ে নিয়ে নিচে নামল বাডি।

'এই যে! তোমাকেই খুঁজছিলাম আমি!'

নীরবে মুখ তুলে তাকাল জনি। বাডিকে সে পছন্দ করে না—বিশ্বাসও করে না। পুরোপুরি একটা অন্য জগতের মানুষ জনি। লোকটার সাহসের অভাব নেই। যদিও ভুল লোকের কাছে, তবু সে বিশ্বস্ত।

শার্পি নিষ্ঠুর, নির্দয় খুনী হলেও একটা দুর্বল মুহূর্তে সে দুর্দশাগ্রস্ত হাড্ডিসার এই যুবককে সাহায্য করেছিল। ওকে খাইয়েছে, একটা ঘোড়া, স্যাড্‌ল্, পিস্তল আর সেই সাথে কিছু ডলারও দিয়েছিল। তারপর শার্পি নিজের পথে গেছে, আর জনি মাঝবয়সী একটা লোকের সাথে জুটে মহিষ শিকার করে বেড়িয়েছে। ওই সময়েই শার্পির দেয়া পিস্তলটা নিয়ে সে প্রচুর প্র্যাকটিস করেছে। অল্পদিনেই টের পেল পিস্তলে দক্ষতা ওর জন্মগত একটা গুণ। অস্বাভাবিক দ্রুত হাত আর তীক্ষ্ণ চোখ থাকায় পিস্তলের ব্যবহারে সে দারুণ পটু হয়ে উঠল।

ওর পার্টনার এর কিছুই জানত না। শিকারের মৌসুম শেষ হওয়ার পর টাকার বখরা নিয়ে ওকে ঠকাবার চেষ্টা করেছিল ওর পার্টনার। কথায় কথা বাড়ল। পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে লোকটা জীবনের শেষ ভুলটা করল। খাপ থেকে পিস্তল বের করারও সময় পায়নি—বিস্ময় চোখে নিয়েই মরল সে।

ওই এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা মাত্র আসতে শুরু করেছে। টাউন মার্শাল ওকে গ্রেপ্তার করতে এল। পরবর্তী মার্শাল বিচক্ষণ লোক ছিল। তাই পরে নিজের সুবিধা মত সময়ে, নিজের ইচ্ছেতেই জনি শহর

ছাড়ল। পরের দু'বছরে পাঁচজন লোক ওর সাথে তর্কে হারল। এতে মোট সংখ্যা সাতে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের কেউই খাপ থেকে পিস্তল মুক্ত করার সময় পায়নি। এই সময়ে শার্পি বুমারের সাথে ওর আবার দেখা হলো।

শার্পি একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি করার সময়েই দেখা। মুখোশ পরা থাকলেও ওকে চিনতে ভুল করেনি জনি। শার্পির সঙ্গী গুলি খেয়ে মারা যাওয়ার পর জনি লড়াইয়ে যোগ দিল। এবং ওর সাথেই শহর ছাড়ল। ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় জনিকে চিনল শার্পি। অমূল্য বিশ্বস্ততার পরিচয় সে পেল। এরপর বহুবার ওরা পাশাপাশি লড়ে একে অন্যকে সাহায্য করেছে।

কিন্তু এসবের কিছুই বান্ডির জানা নেই। অবশ্য জানলেও হয়তো একই কথা দাঁড়াত, কারণ ওর দৃঢ় বিশ্বাস সবাইকেই কেনা সম্ভব।

'এখানকার শো প্রায় খতম,' সাবধানে কথা পেড়ে একটা লম্বা চুরুট ধরাল বান্ডি। 'আমরা চড়ায় ঠেকেছি। অর্থাৎ শার্পি ঠেকেছে।'

জনি বুট জোড়া একটু সরাল, কথা বলল না।

'এখন লোকজন জেনে ফেলেছে ও কেমন। অনেক শত্রু তৈরি করে ফেলেছে সে। আমার পক্ষেও ওকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না।

'ড্যাশার আর তার দুই বন্ধু শীঘ্রি র‍্যাঞ্চে যাবে। শার্পি হয়তো মারা পড়বে, বা বাঁচবে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, ঝামেলা এখানেই মিটবে না—এটা মাত্র শুরু। শার্পি পিস্তলের জোরেই সব করতে চাইছে, কিন্তু ওতে কাজ হবে না। কেবল একজনই এখন এই র‍্যাঞ্চটা পেতে পারে—মাত্র একজন!'

'তুমি?'

চোখ তুলে তাকাল জনি। প্রথম থেকেই এই লোকটাকে সন্দেহ করে আসছে ও। টার্কি স্প্রিঙস ক্যানিয়নের লোকগুলোর কথাও ওর অজানা নয়। ডীনের সাথে গোপনে দেখা করার কথাও সে জানে, কিন্তু

কি ঘটে সেটা দেখার অপেক্ষায় ছিল।

'ঠিক তাই। একমাত্র আমিই র‍্যাঞ্চটা পেতে পারি এবং আইন-সম্মত উপায়ে এর দখলও রাখতে পারব। কিন্তু আমার একজন ভাল লোক দরকার, আমি দখল নেয়ার পর যে এই র‍্যাঞ্চটা চালাবে। তুমি তো জানো, আমি ক্যাটলম্যান নই, তবে এর ব্যবসার দিকটা বুঝি। গরু পালার ব্যাপার তুমি সামলাতে পারবে।'

হাঁটুর ওপর একটা পা তুলে বসল রিগ। আঁচ করতে পারছে এরপর কি আসছে। তবু কোন মন্তব্য না করে সবটা শোনার অপেক্ষায় রইল।

'তোমাকে আমার খুব দরকার, জনি। দুজনে একসাথে কাজ করলে আমরা অনেক টাকা বানাতে পারব—বড়লোক হয়ে যাব। তুমি আমার পার্টনার হতে পারো। অনেক জমি আছে এদিকে—একটু চেষ্টা করলে সায়মন ড্রিলের র‍্যাঞ্চটাও আমরা নিয়ে নিতে পারব। একসাথে থাকলে আমরা সফল হব।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রিগ, 'সম্ভবত। কিন্তু পার্টনার হতে হলে আমাকে আর কি করতে হবে?'

'আমরা এই র‍্যাঞ্চটা পেতে পারি, জনি, কেবল দুজন লোক আমাদের পথে বাধা হয়ে আছে। ওদের একজন হচ্ছে ড্যাশার।'

মুখ তুলে তাকাল রিগ। 'আর অন্যজন?'

'শার্পি বুমার।'

অন্যমনস্ক ভাবে একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে চিবাতে চিবাতে ভাবছে গানম্যান। প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে বান্ডি বুলের মত মানুষকে বিশ্বাস করে শার্পি কি বোকামিই না করেছে। এদের মত মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই। থুতু ফেলল সে, তারপর বলল, 'না।'

জবাব শুনে বান্ডি প্রথমে বিস্ময়ে চমকে উঠল, পরে রাগ হলো। বিস্মিত হয়েছে কারণ নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে কোন মানুষ এতটা উদাসীন

হতে পারে, এটা বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। এবং রাগ হচ্ছে কারণ মোটের ওপর জনি রিগই ছিল ওর শেষ ভরসা। শার্পিকে একা সামলাবার মত ক্ষমতা বা সাহস ওর নেই। অবশ্য বেগতিক দেখে শার্পি হয়তো পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ওদিকে কি ঘটছে তার কিছুই ওর জানা নেই।

'না?' রেগে উঠল বান্ডি, 'কি বলছ তুমি? এমন সুযোগ জীবনে দুবার আসে না, রিগ! টাকা, সমাজে প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, দিনেদিনে আরও বড়লোক হওয়ার সুযোগ, এই সবই আমাদের হাতের মুঠোয়। শার্পি যা পারবে না, সেটা আমরা পারি। তুমি আর আমি। অথচ তুমি বলছ এটা চাও না?'

'না, চাই না।' উঠে দাঁড়াল রিগ। 'তোমার ব্যাপারে বলছি,'— কঠিন শীতল চোখে বান্ডির দিকে তাকাল সে—'তুমি হচ্ছ একটা দুমুখো সাপ। এখন শার্পির সাথে যা করছ দুদিন পরে আমার সাথেও তাই করবে। মানুষের ছায়ার দামও তোমার নেই—তুমি ইঁদুরের চেয়েও অধম!'

ঠাণ্ডা ভাবে বান্ডির পায়ের কাছে থুতু ফেলে পিছন ফিরে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল রিগ।

এতটা সহ্য করা অসম্ভব। এটা তার পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরাজয়। এই তুচ্ছ লোকটার অবজ্ঞায় রাগে জ্বলে উঠল বান্ডি। ঝট করে পকেট থেকে একটা ডেরিঞ্জার বের করল। সে যে পিস্তল রাখে সাথে, এটা যত্নের সাথেই এতদিন গোপন রেখেছিল।

ডেরিঞ্জার কক করল বান্ডি।

শব্দটা গানম্যানের সদা-প্রস্তুত নার্ভের ওপর ইলেকট্রিক শকের মতই কাজ করল।

চলার মধ্যেই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল রিগ। ঘোরার মাঝে পিস্তল বের করে ট্রিগার টিপে দিল।

·৪৪ গুলির প্রচণ্ড ধাক্কায় ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে গেল। এক পা পিছিয়ে ফুঁপিয়ে শ্বাস নিল বান্ডি। কি ঘটল বুঝে উঠতে পারছে না ও।

ভেবেছিল ডেরিঞ্জারটাই বুঝি ওর হাতে ব্যাক ফায়ার করেছে। কিন্তু না—ওটা এখনও কক করা অবস্থাতেই আছে। তারপর দেখল জনি রিগের পিস্তলের মুখ থেকে চিকন রেখায় ধীর গতিতে ধোঁয়া উঠছে। বিভ্রান্ত চোখে চেয়ে আছে বান্ডি। ডেরিঞ্জারটা আঙুলের ফাঁক গলে তুষারের ওপর পড়ল। ওর চোখ ওটাকে অনুসরণ করল। দেখল তুষারের ওপর রক্ত।

তার রক্ত!

হঠাৎ বোধের উদয় হলো। মৃত্যুর বিভীষিকায় ওর গলা থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে মাঝপথেই থেমে গেল। কিন্তু বান্ডি জানল না চিৎকারটা শেষ হয়নি। এটাও জানল না সে-ই চিৎকার করেছিল। কিছুই জানল না ও—কোনদিন জানবেও না। মারা গেছে বান্ডি।

জনি রিগ ঘোড়ার পিঠে চড়ে একবার লাশটার দিকে ফিরে তাকাল, তারপর ধীর গতিতে র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল। ওর মনে হচ্ছে আবার তুষার পড়বে।

চোদ্দ

বিশ্রাম নেয়ার পর শেভ আর গোসল করে চাঙ্গা বোধ করছে রনি। হর্স স্প্রিঙসের একজন সৎ নাগরিক ওকে একটা সোরেল ধার দিয়েছে। টপারের মত না হলেও ঘোড়াটা ভাল। এই এলাকার সবাই ভাল ঘোড়ার কদর বোঝে।

'মনে হয় সায়মনের সাথে আমাদের দেখা করা ভাল,' প্রস্তাব রাখল

ডেড-শট। 'এতে অংশ নিতে পারলে ও খুব খুশি হবে।'

বিরক্ত ভাবে তাকাল মারফি। 'তুমি ওকে ডাকতে যেতে চাও? জনি রিগের সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। শুনেছি লোকটা ভয়ানক।'

'লোকটার ঝাঁঝ আছে,' মন্তব্য করল ডেড-শট। 'সেটা ওর ভাবেই বোঝা যায়।'

'ভাল লোক, খারাপ পথে গেছে,' বলল রনি। 'ওর সাথে আমার বেশ কিছু কথা হয়েছে। যতটা জেনেছি, তাতে মনে হয় সে শার্পির ডান হাত।'

'তোমার কি মনে হয় শার্পিকে র‍্যাঞ্চেই পাওয়া যাবে?'

'হয়তো। সে আশপাশেই কোথাও থাকবে। এত সহজে হাল ছাড়বে না ও।'

'রনি,'—বাম দিকে মাথা ঝাঁকাল ডেড-শট—'সম্প্রতি গরু তাড়িয়ে নিয়েছে কেউ।'

সোরেলটাকে এগিয়ে নিয়ে ট্র্যাক খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল রনি। 'হ্যাঁ। গোটা বিশেক গরু। দক্ষিণে নেয়া হয়েছে।'

'মনে হচ্ছে গরুগুলো সব নিয়ে পালাবার মতলব,' বলল ডেড-শট।

শার্পির লোকজন যদি গরু জড়ো করার কাজে ব্যস্ত থাকে, তবে র‍্যাঞ্চহাউসে কম লোকই থাকবে। ঘোড়ার গতি বাড়াল রনি। অন্য দুজনও তাল রেখে ওর সাথে এগোল।

ব্ল্যাক মাউন্টিনের কাছাকাছি পৌঁছে একটা প্রতিফলিত আলোর ঝিলিক দেখল রনি। মুখ তুলে তাকাল—অনেক দূর থেকে আলোটা এসেছে, সুতরাং রাইফেলের নল থেকে নয়। প্রায় তিন মাইল দূরে উঁচু একটা টিলার দিকে চেয়ে আছে রনি। 'ওখান থেকে কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে।'

'দেখুক,' কাঁধ উঁচিয়ে একটা সিগারেট তৈরি করায় মন দিল ডেড-শট। 'ওরা তো জানেই আমরা আসছি।'

কয়েক মিনিট পরে দূর থেকে কালো বিন্দুর মত একটা ঘোড়াকে এগোতে দেখল রনি। 'আশ্চর্য! লোকটা সোজা আমাদের দিকেই ছুটে আসছে,' বলল সে।

ওরাও এগোচ্ছে। আরোহীর ওপর নজর রেখেছে—কেউ কথা বলছে না। অশ্বারোহী আরও কাছে এলে ওকে চিনতে পারল রনি। 'হাওডি, জেরোমি,' ঘোড়া থামিয়ে বলল রনি। 'এমন তড়িঘড়ি কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমাদের জন্যেই নজর রেখেছিলাম!' উত্তেজিত স্বরে বলল কিশোর। 'ওই শার্পি লোকটা সাত-আটজন লোক নিয়ে তোমাদের জন্যে ফাঁদ পেতে তৈরি হয়ে বসে আছে! অ্যামবুশ করবে!

'তোমরা যখন পৌঁছবে শার্পি ছাড়া বাইরে আর কাউকে দেখতে পাবে না, কিন্তু স্টোররুম, কামারশালা আর র‍্যাঞ্চহাউসে ওর লোকজন রাইফেল আর শটগান নিয়ে লুকিয়ে থাকবে। শার্পির সিগন্যাল পাওয়া মাত্র গুলি করে তোমাদের ঝাঁঝরা করে ফেলবে। ড্যাডি বলেছে তোমার আপাতত সরে পড়াই ভাল। শার্পিকে যদি ধরতে চাও, আর কোথাও ধোরো!'

'ধন্যবাদ, জেরোমি।' মুখ তুলে দিগন্তের দিকে তাকাল রনি, তারপর আবার ছেলেটার দিকে ফিরল। 'র‍্যাঞ্চহাউসে কয়জন থাকবে?'

'দুজন। টিচ আর মার্ক। পাইয়ূট আর মার্কের ভাই ফাজ থাকবে কামারশালায়। ফিউরি স্টোররুমে আর আলফনসো থাকবে করালে। আর সার্ট ডেভিসের পাথরের ভিতর থাকার কথা।'

'জনি রিগ কোথায় থাকবে?' প্রশ্ন করল রনি।

'জানি না। প্ল্যান করার সময়ে ও উপস্থিত ছিল না।'

ধীরে সেরেলটাকে হাঁটিয়ে আগে বাড়ল রনি। র‍্যাঞ্চের কোথায় কি আছে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে। অ্যাপাচি এলাকায় যেমন রীতি, প্রত্যেকটা র‍্যাঞ্চই একেকটা ছোট দুর্গের মত করে তৈরি করা হয়েছে।

তবে সার্কেল এইচ বার ডির মত দুর্ভেদ্য নয়।

প্রকাণ্ড র‍্যাঞ্চহাউসটা বাঙ্কহাউসের মুখোমুখি। বাঙ্কহাউসের পাশেই হচ্ছে কামারশালা। এর ঠিক উলটো দিকে র‍্যাঞ্চহাউসের সংলগ্ন স্টোররুম। ওটার মাথায় বিরাট বড় বার্ন, ভিতরে উঁচু খড়ের গাদা এবং ওটার পাশেই করাল।

এর উলটো পাশটা খোলা। পাথর আর ঝোপঝাড় রয়েছে ওখানে। প্রতিরক্ষার জন্যে ওটা ভাল বটে, কিন্তু আবার র‍্যাঞ্চের ওপর আক্রমণ আনার জন্যেও ওটা বেশ সুবিধাজনক জায়গা।

রনি ওখানেই এসে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগেও সে তাই করেছে। কিন্তু এবার র‍্যাঞ্চের চারকোনা উঠানে পা দেয়ামাত্র তিন দিক থেকে গুলির মুখে পড়বে ও।

ফিরে যাওয়ার কথা একবারও ওর মাথায় আসেনি। প্রচণ্ড জেদি ধরনের লোক রনি। যা করতে বেরিয়েছে তা করতে পারবে না, এটা মানতে সে রাজি নয়।

'এবার তুমি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে সরে পড়ো, জেরোমি,' উপদেশ দিল রনি। 'ওরা আমাদের সাথে তোমাকে দেখে ফেললে তোমার মুশকিল হবে। এখন থেকে এটা আমাদের সমস্যা।'

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর কয়েক মিনিট রনি কথা বলল না। তারপর মন্তব্য করল, 'মনে হচ্ছে পুরো দলটাকে একসাথে শেষ করার এটা একটা ভাল সুযোগ।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল মারফি। 'ওরা ওইভাবে ছড়িয়ে থাকায় আমাদের দারুণ সুবিধা হবে।'

'কিন্তু সুবিধাটা তুমি কোথায় দেখছ?' প্রতিবাদ করল ডেড-শট। 'আমরা এতদিকে একবারে কিভাবে গুলি ছুঁড়ব?'

'তা করতে যাব কেন?' বলল রনি। 'আমার যতদূর বিশ্বাস তোমরা আমার সাথে আছ এটা ওরা জানে না। তাই তোমরা হচ্ছ আমার

তুরুপের তাস। আমি দালানের ফাঁকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে দাঁড়াব, যেন ওরা আমাকে দেখতে পায়। ওদিক দিয়ে তোমরা দুজন বড় কাজটা সারবে। ঘরের ভিতর ওই লোকগুলোকে তোমরা শেষ করবে—বা কিছু লোককে অন্তত সরাবে।'

'পাথরের ভিতর ওই লোকটা ডেড-শটের জন্যে খুব সহজ কাজ,' বলল মারফি।

'আমি কেন?' খেপে উঠল ডেড-শট। 'আমি কেন মারপিট থেকে এত দূরে আটকা থাকব?'

'কারণ তুমি রাইফেলে বেস্ট শট,' ভালমানুষের মত বলল মারফি। 'ওকে সরিয়ে ওখান থেকে তুমি ওরা যেসব জানালা দিয়ে গুলি করবে সেগুলো কাভার করতে পারবে।'

'আর তুমি?' সন্দিগ্ধ সুরে জানতে চাইল ডেড-শট। 'তুমি ওই সময়ে কি করবে?'

'কেন, আমি প্রথমে র‍্যাঞ্চহাউস আক্রমণ করব! তুমি সামনে থেকে গুলি ছুঁড়বে, আমি পিছন দিয়ে ঢুকব।'

'ঠিক আছে, মারফি,' রনি রাজি হলো। 'আমি শার্পিকে আর পরে স্টোররুম সামলাব। তুমি র‍্যাঞ্চহাউসে কাজ সেরে করালে আলফানসোর পিছনে যাবে।'

ওরা বেশ দ্রুত এগোচ্ছে এখন। রনির ইঙ্গিতে ওরা পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেল। রনি দেখল শার্পির লোকজন কয়েকশো গরু ড্রাইভের জন্যে র‍্যাঞ্চের পুব সীমান্তের দিকে নিয়ে জড়ো করেছে। অর্থাৎ ওরা প্রথমে পুব দিকে রওনা হয়ে পরে নর্থ স্টার রোড ধরে দক্ষিণে মেক্সিকো বর্ডারে যাবে।

র‍্যাঞ্চহাউসটা যখন রনির চোখে পড়ল তখন সূর্য মাথার উপরে উঠেছে। গতি কমাল সে। মুখটা শুষ্ক হয়ে উঠল, পেটের ভিতরটাও কেমন যেন খালি খালি ঠেকছে। সে জানে যখন উঠানে গিয়ে দাঁড়াবে,

মৃত্যু ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে থাকবে।

যদি ডেড-শট বিফল হয়? কিংবা মারফি? যদি কোথাও ভুল হয়? লড়াই করে ওখান থেকে বেরোনো ছাড়া ওর আর কোন উপায় থাকবে না। জীবনের সব থেকে বড় একটা ঝুঁকি সে নিতে চলেছে। সোরেলটাকে হাঁটিয়ে এগোবার সময়ে গলা ছেড়ে গান ধরল রনি। ওটাই ডেড-শটের জন্যে সার্ট ডেভিসকে সরাবার সিগন্যাল।

এই সময়ে নিজের প্ল্যান পরিবর্তন করল রনি। ঘোড়ার নিরাপত্তাই এর কারণ। সে চায় না একটা ফসকে যাওয়া গুলিতে ঘোড়াটা মরুক। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাড়ির কোনার দিকে সরে গেল রনি।

ওর সামনে উঠানটা সাদাটে-গোলাপী। বাড়ির কিনার ঘেঁষে কিছুটা তুষার রয়েছে, বাকিটা গলে গেছে। আবহাওয়া যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও সে লক্ষ করল র‍্যাঞ্চহাউসের জানালা খোলা রয়েছে।

'শার্পি!' ওর স্বরটা খোলা উঠানে জোরাল শোনাল। 'বাইরে এসো!'

যেন সঙ্কেত পেয়েই, বার্ন থেকে বেরিয়ে এল শার্পি বুমার।

'আমাকে ডাকছ, ড্যাশার?'

রনি দেখল বিশাল লোকটা চোখ কুঁচকে বাড়ির ছায়ায় ওকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। ওর জন্যে ব্যাপারটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। মারফি যদি বিফলও হয়, র‍্যাঞ্চহাউসের ভিতর থেকে লোকগুলো ওকে সহজে গুলি লাগাতে পারবে না। কিন্তু রনি জানে মারফি বিফল হবে না। আজ পর্যন্ত কখনও তা হয়নি।

'নিশ্চয়! শুনলাম তুমি আমাকে শিকার করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছ? ভাবলাম কাজটা তোমার জন্যে একটু সহজ করে দিই।'

'তুমি আমার গুটিয়ে আনা খেলা পণ্ড করেছ, ড্যাশার।' আরও দুই কদম এগিয়ে এল বুমার। 'তোমাকে দেখা যায়, এমন জায়গায় বেরিয়ে এসো!'

দ্রুত নজরে পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখছিল রনি। বুঝল র‍্যাঞ্চহাউস থেকে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি না নিয়েও কিছুটা বেরোনো সম্ভব। আলফনসো দ্রুত সরে না গেলে সেও শার্পি মাঝখানে থাকায় গুলি করতে পারবে না। সত্তর গজ ব্যবধানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ওরা। রনি কয়েক পা এগোল। বুমারও এগোচ্ছে ওর দিকে।

ওদিকে জঙ্গলটাকে ঘুরে যে ছোট টিলার মাথায় সার্ট পজিশন নিয়ে বসেছে তার তলায় ঘোড়া নিয়ে পৌঁছে গেল ডেড-শট ওয়াইলস। গাছের ছায়ায় পুরু তুষারে খুরের শব্দ মোটেও শোনা গেল না। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে অ্যাপাচি কায়দায় উপরে উঠছে সে। রনি এখন কতটা বিপদের মুখে থাকবে বুঝেই ভয়ঙ্কর আর মরিয়া হয়ে উঠেছে ও। যেভাবেই হোক ওকে সময় মত পৌঁছতেই হবে। উপরে উঠে পাথরের আড়ালে উবু হয়ে বসা ভারী গড়নের লোকটাকে দেখতে পেল।

লম্বা দুটো লাফে এগিয়ে গেল ডেড-শট। বুটের তলায় তুষার গুঁড়ো হওয়ার শব্দে মুখ তুলে তাকাল সার্ট। রাইফেল ফেলে নেকড়ের মত দাঁত দেখিয়ে লোকটা ছুরি বের করল। হত্যার নেশায় ডেড-শটের দিকে ঝাঁপিয়ে এল। ওয়াইলস বুঝতে পারছে গুলি করা চলবে না। কারণ শব্দ হলেই নিচের উঠানে গোলাগুলির ঝড় উঠবে—এবং রনিই হবে সবার টার্গেট। এক পা পিছিয়ে ঝাঁপের মাঝেই লোকটার ছুরি বাড়ানো হাতের কব্জি ধরে হেঁচকা টানে ওকে তুষারের স্তূপের ওপর আছড়ে ফেলল।

লোকটার হাত থেকে ছুরি ছুটে গেল, জোরে মাথা ঠুকে গেছে ওর। কিন্তু সার্ট শক্ত লোক। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সেও শব্দ করে নিচের অ্যামবুশ পণ্ড করতে চাইছে না। ভালুকের মত লোকটা লড়তে পছন্দ করে। দ্রুত এগিয়ে হাতুড়ির বাড়ির মত প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে কয়েকটা দাঁত হারাল সে। চোয়ালে পরবর্তী ঘুসিটা খেয়ে ওর খুলির ভিতর ঘণ্টা বেজে উঠল। মাথা নিচু করে আবার এগোতে গিয়ে আরেকটা ঘুসি আর কনুইয়ের মার খেল। জোরে লাফ দিতে গিয়ে

সার্টের পা পিছলে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ার আগেই ডেডশটের হাঁটু ওর চিবুকে আঘাত করল।

লোকটা পড়ে গেল। ডেডশট পাথরের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেলটা তুলে নিল।

ডেডশট যখন টিলায় উঠছে, ওই সময়ে মারফি র‍্যাঞ্চহাউসের পিছনে পৌঁছেচে। ওদিকে কোন দরজা নেই। জানালা খোলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না, হয় লক করা আছে, নইলে তুষারে জমে গেছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় জানালাতেও সুবিধা হলো না। এই সময়ে মেক্সিকান রাঁধুনী ওকে দেখতে গেল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে ভিতর থেকে ওটা খোলার চেষ্টা করল মহিলা। কোন ফল হলো না।

আগুনের ওপর থেকে কেতলিটা এনে জানালায় গরম পানি ঢেলে দিল। মারফির ঠেলায় এবার জানালা উঠে গেল। ভিতরে ঢুকে বড় কামরায় চলে এল সে।

ফায়ারপ্লেসের পাশে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে টিচ। মার্ক জানালার কাছে উবু হয়ে তৈরি।

'অস্ত্র ফেলে দাও, বয়েজ,' নিচু স্বরে বলল ডাগ, 'নইলে ঝুঁকি নাও!'

ওই মুহূর্তে উঠানে গোলাগুলি শুরু হলো। মার্ক ঝুঁকি নিয়ে হারল। খোলা পিস্তলটা ওর হাতেই ছিল, ওটার মুখ ফেরাতেই ম্যাজিকের মত দুটো পিস্তলই ডাগের হাতে উঠে এল। বারুদের শিখা দেখা গেল পিস্তলের মুখে। শিখার ওপর দিয়ে টিচের মুখের দিকে চাইল ডাগ। দেখল লম্বা লোকটা রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি করছে। ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল মারফি। টিচকে কেশে রক্ত তুলে হাঁটু মুড়ে পড়ে যেতে দেখে বুঝল ওর গুলি ব্যর্থ হয়নি। জানালার ধারে পড়ে আছে মার্কের লাশ। দরজার দিকে ছুটল ডাগ।

রনি কি করছে সেদিকে একবারও চেয়ে দেখল না সে। ওর ধারাই

এমনি, ওকে যে কাজ দেয়া হয়েছে সেটা সে শেষ করবে। করালের দিকে ছুটল ও। মাত্র নতুন পজিশন বেছে নিয়ে গুলি করার জন্যে তৈরি হয়েছিল আলফনসো। এই সময়ে ডাগকে ছুটে আসতে দেখল। ওর চোখ রনির দিক থেকে এদিকে ফিরল। বিপজ্জনক রকম কাছে এসে পড়েছে ডাগ। ওর দিকে দ্রুত একটা গুলি ছুঁড়ল আউটল। অনুভব করল একটা বুলেট ওর কাঁধে বিঁধেছে। হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল ওর, আবার ওটা তুলে নিয়ে করালের ভিতর দিয়ে ছুটল আলফনসো। মারফিও ঘুরে ওর পিছনে ছুটল, তক্তার ফাঁক দিয়ে গুলি ছুঁড়ছে।

পড়ে গিয়ে কাশল আলফনসো। তারপর উঠে লাফিয়ে করালের উপরের মোটা তক্তাটা ধরে উপরে উঠল। মারফি পা ফাঁক করে পিস্তলগুলো তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঠাণ্ডা চোখে মৃত্যু দেখতে পেল আলফনসো। নিজের আঘাতগুলো মারাত্মক বুঝতে পেরে হঠাৎ হেসে উঠল।

'ইউ লাকি ডগ!' বলল সে, 'লাকি ডগ! আমি তোমাকে খুন করব!'

লাফিয়ে নিচে নামল লোকটা। আশ্চর্যজনক ভাবে নিজের পায়েই খাড়া রইল। দাঁত বের করে হাসছে আউটল।

'তুমি আমাকে শেষ করেছ, কিন্তু আমি সঙ্গী চাই!'

পিস্তল তুলল সে, এবং মারফির কোল্টগুলো একের পর এক মৃত্যু-শেল গেঁথে চলল ওর দেহে। পায়ে পায়ে পিছিয়ে শেষে পড়ে গেল আলফনসো।

মারফি যখন জানালা দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকছে; এবং ডেড-শট টিলার ওপর লড়ছে; রনি তখন শার্পির মুখোমুখি খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। শার্পি বুমার, যে কখনও ভয় কাকে বলে জানেনি, হঠাৎ কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তা অনুভব করল। ওই তোবড়ানো হ্যাট, কালো চুল, নীল ঠাণ্ডা চোখ, একটু কুঁজো কাঁধ, আর কাউম্যানের ছোট

পদক্ষেপে হাঁটা—ওটাই রনি ড্যাশার, এবং ওটাই মৃত্যু।

ওই পরিষ্কার, সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল দিনে ওই মুহূর্তে বুমার অনুভব করল ওর সময় এসেছে। ওই লোকটাকে দেখার পর থেকেই তার এত সতর্ক পরিকল্পনা, এবং যেসব ঝুঁকি নিরাপদ আর নিশ্চিত ছিল, সেগুলো সব ওলট-পালট হয়ে যেতে শুরু করেছে— সবই বিফল হয়েছে।

তবু, সব বোঝার পরও তার ঠাণ্ডা, রুক্ষ চেহারা একেবারে নির্বিকার থাকল। শার্পি বুমার জানে যে মানুষ একবারই মরে। জীবনে আর সবকিছু বহুবার করা গেলেও মাত্র একবারই মরা যায়। একটা মানুষ গর্ব নিয়ে বাঁচতে না পারলেও, গর্বের সাথে মরতে নিশ্চয়ই পারে।

ওদের মধ্যে দূরত্ব যখন তিরিশ গজ, তখন থেমে দাঁড়াল বুমার। মুহূর্তের জন্যে সামনে দাঁড়ানো রনির প্রতি কেমন একটা অদ্ভুত হৃদ্যতা অনুভব করল সে। হয়তো সত্যিকার ফাইটারের রীতিই এমন। অন্তত ওয়াইল্ড বিল হিককের মত সে পিছন থেকে পিঠে গুলি খেয়ে একটা জুয়াড়ীর হাতে মরবে না। কিংবা বিলি দা কিডের মত অন্ধকারে খুন হবে না। সে এখানে দিনের আলোয় দাঁড়িয়ে সামনা-সামনি লড়ে মরবে, এবং ড্যাশারকেও সাথে নিয়ে যাবে।

'কেমন বুঝছ, ড্যাশার?' ওর স্বরটা কর্কশ। 'দেখা যাক তুমি আসলে কতটা ভাল!'

পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। দুজনেই জানে অন্যজন কি অনুভব করছে, কারণ ওরা দুজনেই ফাইটার। ওদের জীবন-ধারা যত ভিন্নই হোক জাত, বর্ণ, বা ধর্ম যা-ই হোক, একজন ফাইটার অন্যজনকে পুরোপুরিই বোঝে। পিস্তল কথা বলা শুরু করার আগে বুমার আবার কথা বলল।

'জানো, বাছা, এটা যাওয়ার একটা চমৎকার উপায়। সূর্যের আলোয় তুষার গলার আওয়াজ শুনতে শুনতে বিদায় নেয়া যাবে!'

ওর হাত দুটো ঝাঁপিয়ে পিস্তল বের করার জন্যে নিচে নামল। যেন

অদৃশ্য সঙ্কেতেই চারদিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ উঠল।

মানুষের কাছে চরম উৎকণ্ঠায় ভরা অনিশ্চয়তার মুহূর্তগুলোয় সময় যেন হঠাৎ স্থির হয়ে যায়। সেকেন্ডে ঘটে যাওয়া ঘটনাও মনে হয় লম্বা লম্বা মিনিট জুড়ে ঘটছে।

শার্পি বুমারের বিশাল থাবা দুটোয় মৃত্যু ডেকে আনার অনুশীলন করা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পিস্তলের বাঁটের ওপর পড়ে হাতে চমৎকার আরামদায়ক একটা অনুভূতি জাগাল। বিদ্যুৎ ঝলকের মত দ্রুত গতিতে খাপ থেকে পিস্তল দুটো লাফিয়ে উঠে এসে লক্ষ্য স্থির করল, তবু শ্বাস রুদ্ধকর একটা ক্ষণে ওর চোখের সামনেই রনি ড্যাশারের পিস্তল দুটোর মাথা থেকে আগুনের শিখা ছিটকে বেরোল।

বুলেটের আঘাতে খিঁচানির ভঙ্গিতে শার্পির দাঁত বেরিয়ে এল। গাল আরও গভীর গর্তে ঢুকল। হ্যাটটা কিভাবে কোথায় চলে গেছে। ওর মুখে লড়াইয়ের কালো ধোঁয়াটে একটা গন্ধ, এবং সে গুলি করে চলেছে, আবার, আবার, আবার!

ওই গোলাগুলির সামান্য টুকরো একটা ক্ষণে প্রথম গুলিতেই যে সে অনুভূতির ভারসাম্য হারিয়েছে তা সে জানতেও পারল না। দ্বিতীয় গুলি ওর বাম হাত ফুঁড়ে হাড় ফাটিয়ে মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। সে জানতেও পারল না ওর দেহটা রনির গুলিতে একবার ডাইনে আবার বাঁয়ে ফিরছে বারংবার। এবং ওর নিজের গুলিগুলো ওরই পায়ের কাছে মাটিতে ঢুকছে।

বিশাল গানম্যানের দেহটা ছিন্নভিন্ন না হওয়া পর্যন্ত রনি থামল না। জানে লোকটার মধ্যে এক ফোঁটা জীবন অবশিষ্ট থাকলেও সে বিপজ্জনক, কারণ সে ফাইটার। হয়তো লোকটা নিষ্ঠুর, ক্রিমিন্যালও, কিন্তু তার পরেও সে ফাইটার।

মাত্র একবার থেমে জানালা দিয়ে দ্রুত একটা গুলি ছুঁড়েছিল ড্যাশার। তারপর নিজের কাজটা শেষ করেছে। উঠানে হাত-পা ছড়িয়ে

পড়া শার্পির লাশ রেখে স্টোররুমের দিকে ছুটল রনি।

ফিউরি রয়েছে ওখানে। লোকটা রনিকে হত্যা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, অনেক গালাগালিও করেছে। সেই হিংস্র আর নিষ্ঠুর গানম্যানই অবাক বিস্ময়ে দেখেছে, ভয়ানক পরাক্রমশালী শার্পি বুমার কিভাবে রনির পিস্তলের মুখে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করল। হঠাৎ ওর গলায় ভারী আর তেতো কি যেন ঠেকে গেল। বুমারকে ছেড়ে রনি ওর দিকেই রওনা হয়েছে দেখে ভয়ার্ত পশুর চিৎকারের মত একটা শব্দ ফিউরির গলা চিরে বেরিয়ে এল।

ঘুরে উলটো দিকের জানালা খামচে খোলার চেষ্টা করল সে। যত বড়াই করেছে সব ভুলে গেল; ভুলে গেল ওর প্রতিজ্ঞা আর জিঘাংসা।

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া জানালা খুলতে না পেরে একটা চেয়ার তুলে কাঁচটা ভেঙে ফেলল। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ দিল। জানালায় লেগে থাকা ভাঙা কাঁচের টুকরোয় ঘষা খেয়ে ফিউরির চামড়া কয়েকটা গভীর লম্বা ফালি হয়ে কেটে গেল। বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়েই চিৎকার দিয়ে বনের দিকে ছুটল। কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না—গলা বসে গেছে ওর।

মতিভ্রমে পাগল হয়ে উঠেছে সে, ওর কেবল একটাই চিন্তা, এখান থেকে সরে পড়তে হবে, পালাতে হবে ওকে। হঠাৎ ভয়ার্ত চোখে পিছন ফিরে চাইল ফিউরি। জানালার ফ্রেমে রনির মুখ দেখতে পেয়ে তাক না করেই দ্রুত একটা বুনো গুলি ছুঁড়ল। টিলার মাথা থেকে একটা রাইফেল গর্জে উঠল, আধপাক ঘুরে তুষারের ওপর পড়ে গেল, ওর বড়াই বা ভয়, কিছুই আর রইল না। রক্তে তুষার রাঙা হলো, ওটা মানুষের রক্তের মতই লাল।

কামারশালার দিক থেকে কয়েকটা গুলির শব্দ এল। তারপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল—ক্রমেই ওটা মিলিয়ে যাচ্ছে। পিস্তলে গুলি

ভরছে রনি। করালের দিক থেকে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এল ডাগ।

'অল্প জখম হয়েছি আমি,' বলল সে, 'তুমি চোট পেয়েছ?'

'না।' একটু চিন্তিত হয়ে উঠল রনি। 'ডেড-শট কোথায়?'

'আসছি!' নিজেই জবাব দিল ডেড-শট। পাথুরে টিলার ওপর থেকে নেমে এসেছে সে।

'ফিউরি?' প্রশ্ন করল ডাগ।

'মরেছে,' জানাল ওয়াইলস।

'বাড়ির ভিতর দুজন আমার হাতে মরেছে,' রিপোর্ট দিল মারফি। 'আলফনসোও শেষ।'

একটু দম নিয়ে ডেড-শট বলল, 'পাইয়ূট আর ফাজ ভেগেছে। পালাতে দেখে ওদের আর মারিনি। টিলার মাথায় লোকটা জ্ঞান হারিয়েছিল। কিন্তু পরে উঠে ছুরি হাতে আমাকে আক্রমণ করে মরেছে।'

উঠানে বেরিয়ে তোবড়ানো হ্যাটটা তুলে নিল রনি। ফাইটের সময়ে ওটা পড়ে গেছিল।

'কেবল একজনের হদিস পাওয়া গেল না,' বলল সে। 'জনি রিগ।'

'হয়তো ভেগেছে,' যোগান দিল ডেড-শট।

'অসম্ভব!' জোর প্রতিবাদ জানাল মারফি। 'ও পালাবার লোক না।'

অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দে তিনজনই মুখ তুলে তাকাল। ডেড-শট রাইফেল কাঁধে তুলল।

'দাঁড়াও!' রাইফেলের ব্যারেল ধরে ফেলল রনি। 'ওটা সায়মন ড্রিল, আর ওদের র‍্যাঞ্চের লোকজন।'

সায়মন উঠানে এসে থামল। ঘোড়াটা রক্তের গন্ধে শার্পির লাশ থেকে সভয়ে সরে দাঁড়াল। ওদিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'মরে গেছে?'

'হ্যাঁ, মোট ছয়জন মরেছে। পাইয়ূট আর ফাজ পালিয়েছে। তবে

জনি রিগকে কোথাও দেখতে পাইনি।'

'দারুণ দেখালে বটে তোমরা!' বলে উঠল ডি বার র‍্যাঞ্চার। 'খ্যাপা তিনজনই সব মেরে সাফ করে দিলে! তোমরা আসছ শুনেই ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু দেখছি আমাদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখোনি। আমরা কিছু করতে পারলাম না।'

'করতে চাইলে অবশ্য এখনও করতে পারো,' বলল রনি, 'এখানে ওই মহিলা রাঁধুনী ছাড়া আর একটা লোকও বেঁচে নেই—তুমি যদি তোমার দুজন লোককে আপাতত এইখানে রেখে যাও, তাহলে হ্যাডলের খুব উপকার হয়।'

'অবশ্যই, প্রতিবেশীর জন্যে আমি নিশ্চয় তা করব। তুমি চিন্তা কোরো না।'

'আমি হ্যাডলেকে খবর জানাতে আলমা যাব, ফেরার সময় তোমার বাকস্কিনটাও নিয়ে আসব। চমৎকার ঘোড়া! এমন মাউন্টিন হর্স আমি আর দেখিনি।'

'তোমার পছন্দ হয়েছে শুনে খুশি হলাম। তুমি আমার যা উপকার করেছ তাতে ওই ঘোড়াটা এমনিতেই তোমার প্রাপ্য হয়ে গেছে—ওটা আমার তরফ থেকে একটা ছোট্ট উপহার।'

'কিন্তু তা কি করে হয়? এমন একটা ঘোড়া—' আপত্তি তুলল রনি।

'ওটা না নিলে তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব শেষ—আমার র‍্যাঞ্চে পাই খেতেও তোমাকে ডাকব না!' মিটিমিটি হাসছে সায়মন।

চিন্তাযুক্ত ভঙ্গিতে চিবুক চুলকাল রনি। ওর নীল চোখ দুটো খুশিতে চকচক করছে। 'এমন কঠিন হুমকির সামনে তোমার প্রস্তাব না মেনে আর কি উপায়? পাই ছাড়া যাবে না।'

মারফি ডেডশটের দিকে চাইল। 'ও পাই-এর কথা বলল না? অ্যাপ্‌ল্ পাই?'

'ওই রকমই তো শোনাল।' গম্ভীর হওয়ার ভান করল ডেড-শট। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্যে সোজা বার ডিতে পৌঁছে তদন্ত করা দরকার!'

ওরা ঘোড়া আনতে রওনা হলো। রনি বলল, 'সায়মন, আমি তোমাকে আগেই সাবধান করছি। ওই দুজন কিন্তু খাওয়াতে ফাইটিঙের মত ওস্তাদ!'

কামরায় ঢুকে রনি দেখল বাড হ্যাডলে বিছানায় বসা। ডাক্তারের যোগ্য চিকিৎসায় মাত্র কয়েকদিনেই ওর চেহারায় কিছুটা জৌলুস ফিরে এসেছে। রনিকে দেখেই খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল বাড। 'ওহ্, তোমাকে দেখে আশ্বস্ত হলাম!' বলল সে। 'সেদিন তুমি যে মৃডে বেরিয়ে গেলে, আমার তো ভয়ই হচ্ছিল তুমি হয়তো নিজেরই কোন অনর্থ ঘটিয়ে বসবে। এখন বলো, ওদিককার কি খবর?'

'ভালই,' বলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রনি। 'তোমাকে আজ অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে।'

'সুস্থ? রীতিমত চাঙ্গা হয়ে উঠেছি! এখন নিজে নিজে কয়েক পা হাঁটতেও পারি! অ্যাবট তো বলছে রোজ একটু একটু হাঁটা অভ্যাস করলে এক মাসের মধ্যেই আমি দৌড়ে বেড়াতে পারব! কিন্তু ওদিকে সার্কেল এইচের কি খবর?'

'বেশ ভাল। এবারের শীতটা ভালই কাটবে মনে হচ্ছে'—বুড়োকে উত্যক্ত না করে মুখ খুলবে না রনি— 'গরুগুলো শীত নামার আগেই র‍্যাঞ্চের পুবে জড়ো করা হয়েছে—'

'ওসব গরু-ঘোড়ার খবর কে শুনতে চেয়েছে!?' খেপে উঠল বাড। 'শার্পির কথা বলো!'

'শার্পি?' জিজ্ঞেস করল রনি। 'ও, হ্যাঁ, ওই লোকটা! শার্পির কথা বলব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর কি হলো বলো!' কৌতূহল আর ধরে রাখতে পারছে না বাড।

'মরে গেছে। ওর লোকজনও সবাই মরেছে—কেবল দুজন দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।' পুরো ঘটনা ধীরেধীরে খুলে বলল রনি।

'মোট কথা র‍্যাঞ্চটা এখন পুরো তোমার দখলে। বর্তমানে সায়মন ড্রিল তোমার হয়ে র‍্যাঞ্চের দেখাশোনা করছে। হ্যাঁ, ওই বান্ডি বুল লোকটাও তোমার র‍্যাঞ্চ দখল করার ফিকিরে ছিল, কিন্তু সেও মারা গেছে। ডি র‍্যাঞ্চের একজন ওর লাশ পেয়েছে। ট্র্যাক দেখে বোঝা গেছে জনি রিগকে পিছন থেকে গুলি করার চেষ্টা করেই মারা পড়েছে ও। তবে জনির কোন খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। লোকটা স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

'ওর কোন ট্র্যাকই পাওয়া যায়নি?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল বাড। 'ও কিন্তু ভয়ানক লোক।'

'জানি। সার্কেল এইচের কাছাকাছি পর্যন্ত ওর ট্র্যাক পাওয়া গেছে। হয়তো ওখানে গোলাগুলির শব্দ পেয়েই সে অন্যদিকে সরে গেছে। কিন্তু ওর কথা থাক, বাক উইলিয়ামসের কাছে তোমার পাওনা পনেরো হাজার ডলার আমি আলমার ব্যাঙ্কে তোমার নামে জমা করে দিয়েছি। এখন এখানে আমার কাজ শেষ।'

'তাহলে টাকাটা তুমি সত্যিই এনেছিলে?'

'হ্যাঁ, আমার সাথেই ছিল। শার্পির কেড়ে নেয়ার ভয়েই সার্কেল এইচে তোমার হাতে দিইনি।'

'তুমি ঠিকই করেছিলে, শয়তানটা টাকার গন্ধ পেলেই আমার থেকে কেড়ে নিত।'

বাইরে চমৎকার উজ্জ্বল চাঁদের আলো। শীতের শুরুতেই কেবল এত আলো হয়। রাস্তার তুষার গলে গেছে। যেখানে সূর্যের আলো ভালমত পৌঁছে না, তেমন কয়েকটা ছায়াঘেরা জায়গাতেই কেবল তুষার

জমে রয়েছে। পুবের মোগোলনসের উঁচু চূড়াগুলো চাঁদের আলোয় ঠিক হীরার মতই ঝিলিক দিচ্ছে। দৃশ্যটা অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর।

যেখানে রনি ড্যাশার বসে হ্যাডলেদের সাথে কথা বলছে, তার উলটো দিকে কয়েক বাড়ির পরেই একটা খালি কেবিন। কেবিনের ভিতর একটা লোক পটবেলি স্টোভের গনগনে আগুনে কাঠ যোগাচ্ছে। মাঝেমাঝে আগুনের কাছে হাত নিয়ে আঙুলগুলো গরম করে নিচ্ছে। অন্ধকার কামরায় কোন বাতি নেই, কেবল আগুনের অল্প আলো।

রনি যাদের ঈগ্‌ল্ সেলুন থেকে তাড়িয়েছিল, ওটা তাদেরই একজনের কেবিন ছিল। এখন পরিত্যক্ত। কামরার একমাত্র জানালা দিয়ে ডক অ্যাবটের দরজা স্পষ্ট দেখা যায়।

সিগারেট নিভিয়ে আগুনের পাশে স্থির হয়ে বসল লোকটা। শিকারির মতই ধৈর্যের সাথে দরজাটার ওপর নজর রেখেছে ও। দক্ষ শিকারি জনি রিগ। রনি ড্যাশারকে খুন করার জন্যে সে অপেক্ষা করছে।

আর বেশিক্ষণ ওকে অপেক্ষা করতে হবে না। রনি তার ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল নামায়নি দেখেই রিগ বুঝে নিয়েছে আলমায় রাত কাটাবে না সে। কিন্তু তা না হলেও কোন অসুবিধে ছিল না। রনিকে খুন করার জন্যে শুধু এক রাত কেন এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতেও রিগের আপত্তি নেই। সে তৈরি। প্রচুর শুকনো খাবার আর জ্বালানি কাঠের সাপ্লাই কেবিনে সংগ্রহ করে রেখেছে। রনির ওপর তাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। এটাই পশ্চিমের রীতি। কেউ খুন হলে, দোষ যারই হোক, হত ব্যক্তির আত্মীয় বা বন্ধুকে তার প্রতিশোধ নিতেই হবে। নইলে সে পুরুষ বলেই গণ্য হবে না।

এই দুনিয়ায় জনি রিগের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। চিরকাল সবার

কাছ থেকে সে কেবল অবহেলা আর অনাদরই পেয়ে এসেছে। কোন মানুষের কাছ থেকে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, বা সহানুভূতি সে আজ পর্যন্ত কখনও পায়নি। ছিটে-ফোঁটা যেটুকু পেয়েছে, তা কেবল একজনের কাছ থেকেই—শার্পি বুমার। পৃথিবীতে জনির বন্ধু বা আপন বলতে ওই একটা লোকই ছিল। তাকে গুলি করে হত্যা করেছে ড্যাশার—সুতরাং জনি বেঁচে থাকতে রনির নিস্তার নেই। জনি জানে শার্পি নিষ্ঠুর ছিল, খারাপ ছিল, অনেক অন্যায় কাজ করেছে, কিন্তু তবু সে তার বন্ধু ছিল। তার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ সে করেনি। তাই রনিকে হত্যা করে প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।

বাড হ্যাডলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল রনি। আজ রাতেই মাইনারের কেবিন থেকে সায়মনের উপহার দেয়া বাকস্কিনটা সংগ্রহ করে সে ফিরতি পথ ধরবে।

বিদায় জানাতে সদর দরজা পর্যন্ত এল সুজানা। রনি দরজা খোলার পর ওর কনুইয়ে হাত রাখল মেয়েটা।

'রনি, তুমি কি সোজা বাকের ওখানেই ফিরছ?'

'না।' রনির চোখ রাস্তার বাড়িগুলো দেখতে দেখতে অন্ধকার কেবিনটার ওপর গিয়ে থামল। একটু থেমে আবার এগোল। 'না, আমি দক্ষিণে কিছুটা ঘুরে দেখে তারপর ফিরব।'

'তুমি কি এক জায়গায় স্থির থাকতে পারো না? কবে সংসার পাতবে? এখানেই থেকে যাও না কেন, রনি?' আবেগের সাথে মেয়েটা বলে চলল, 'ওহ্, তুমি কাছে থাকলে আমার বড় ভাল লাগে। ইদানীং তুমি না থাকলে আমার অসহ্য ঠেকে।'

হাসল রনি। মেয়েটা কি বলতে চায় ও বুঝতে পারছে। মেয়েটা ভাললাগাকেই ভালবাসা ঠাউরে বসে আছে। 'শোনো, সু, আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে, এটা ঠিক। কিন্তু এটা ভালবাসা নয়। তোমার এই

অনুভূতি হয়তো কৃতজ্ঞতা, ভাললাগা, আর কিছু শ্রদ্ধাবোধ একসাথে মিশে সৃষ্টি হয়েছে। ভালবাসার জন্যে সমবয়সী কাউকে তোমার দরকার।' একটু থেমে রনি আবার বলল, 'রেডের কথা তোমার মনে আছে? যাকে তুমি নাচের পার্টিতে চড় মেরেছিলে?'

'ওর কথা তুমি কিভাবে জানলে?' লজ্জায় একটু লাল হলো সুজানা।

'সায়মনের র‍্যাঞ্চে শুনেছি। বেচারা তোমাকে খুব ভালবাসে।'

'তাহলে আর আসেনি কেন? আমি তো ওর জন্যে বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করেছি। আসেনি বলে ধরে নিয়েছি ও আমাকে ভালবাসে না।'

'জার্কির কাছে তোমার প্রিয় বেড়ানোর জায়গায় তো? সেও রোজই গেছে, তোমাকে দূর থেকে লুকিয়ে দেখেছে, কিন্তু কাছে যেতে সাহস পায়নি। সবার সামনে ওই রকম একটা মোক্ষম চড় খাওয়ার পর কোন মুখে যাবে? বাডের অ্যাকসিডেন্টের পরেও মাঝেমাঝে সে তোমাকে দেখার আশায় ওখানে গেছে, কিন্তু তুমিই আর ওদিকে যাওনি।'

'কিন্তু আমি কিভাবে যাব? আমার হাত-পা যে বাঁধা ছিল—তুমি তো জানো!'

'হ্যাঁ, আমি জানি, কিন্তু ও কিভাবে জানবে?'

'জানো, ওকে আমারও খুব ভাললাগে, কিন্তু কখনও মুখ ফুটে বলিনি। ও আমাকে আরও আগে কেন চুমো খায়নি—সেই রাগেই তো আমি চড় মেরেছিলাম!'

'নারীর মন দেবায়ে ন জান্তি!' মন্তব্য করল রনি।

'কি বললে?'

'কিছু না। বলছিলাম, তোমার তরফ থেকে কোন ইঙ্গিত না পেলে তোমার মনের কথা ও কি করে বুঝবে? এইভাবেই তরুণ তরুণীর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ওদের অপরিণত মন পরস্পরের থেকে অনেক বেশি আশা করে। কচি মন ভাবে, ও কেন এই সহজ ব্যাপারটা বুঝল

না? কিন্তু তার অভিমানী মন বুঝতে চায় না, যে তার ওই সহজ ব্যাপারটাই সহজ ভাষায় প্রকাশ না করলে, অন্যজন সহজে বুঝতে পারবে না। কারণ, অন্যজন, একই পরিস্থিতি আর এক পরিবেশে বড় হয়নি। এই জন্যে কেবল আকার ইঙ্গিতে নয়, মাঝেমাঝে স্পষ্ট কথায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করা প্রয়োজন।" রনির মনে হলো সে বেশি কথা বলছে। তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা সে অল্প কথায় ব্যক্ত করে ফেলেছে। এই সতেরো বছর বয়সের মেয়ে তার কতটুকু বুঝবে তাতে ওর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু সে অবাক হয়ে লক্ষ করল এই সদ্য যৌবন প্রাপ্তা মেয়েটা যেন গত কয়েক মিনিটে আরও পরিণত হয়ে উঠল। প্রসঙ্গ পালটাল সে, 'আচ্ছা, ওই বাড়িটাতে কে থাকে?' পরিত্যক্ত অন্ধকার কেবিনটা দেখাল সে।

'ওইটা? ওটা তো খালি!' বলল সু। 'কেবিনের আউটল মালিক তোমার তাড়া খেয়ে পালিয়েছে। সেও সেদিন ঈগ্‌ল্ সেলুনেই ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল রনি। তার প্রশ্নের প্রকৃত জবাবটা পেয়ে গেছে ও। কয়েকটা ঘরের ছাদে এখনও তুষার জমে রয়েছে। চাঁদের আলোয় সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যেসব ছাদে তুষার রয়েছে সেসব বার্ন বা ছাপরায় আগুন জ্বালা হয়নি। ওখানে কোন উজ্জ্বল বাতিও জ্বলছে না। বাতি জ্বালানো বাড়িগুলোর ছাদে কোন তুষার নেই। কারণ ভিতরের আগুনের গরমে তুষার গলে গেছে। কিন্তু ওই অন্ধকার কেবিনের ছাদে কোন তুষার নেই।

'আমি যাই,' বলল রনি।

'আবার আসবে তো?' নিজের অশোভন আচরণে কিছুটা বিব্রত হয়েই প্রশ্ন করল সুজানা।

'অবশ্যই,' বলল রনি। সে জানে, "আসব না" বলার চেয়ে "আসব" বলাটাই নিরাপদ—এবং চলতি। 'নিশ্চয়ই আসব। কিন্তু তুমি একটু বুঝে চোলো—অন্তত রেডকে কিছুটা বুঝতে দিও।'

বারান্দা পার হয়ে নেমে এল রনি। ওর মনোযোগ সম্পূর্ণ অন্য দিকে। হাসল সে। জানে কি আসছে। অভিজ্ঞতা সতর্ক হতে শিখিয়েছে ওকে। সুজানার দিকে ফিরে সে বলল, 'আবার দেখা হবে, সুজানা। মনে হয় রাস্তার মাথায় আমাকে একটু থামতে হবে। বাডকে তুমি আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

জানালায় একটা ক্ষীণ আলো ওর চোখে পড়ল। নিভে গেল ওটা। নিশ্চিত হলো সে। টপারকে নিয়ে এগিয়ে কেবিনের কাছে পৌঁছে থেমে দাঁড়াল। শীপস্কিন কোটের কলারটা উঠিয়ে ঘোড়া থেকে নামল।

কেবিনের দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। ওর পরনে একটা ভারী বাফেলো কোট। কোটের বোতামগুলো খোলা।

ক্রস ড্র! নিজের মনেই ভাবল রনি। অত্যন্ত ফাস্ট। জনি রিগ ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। ওর বুটের তলায় কেবিন-সংলগ্ন তুষার ভাঙছে। রাস্তায় পৌঁছে থেমে দাঁড়াল। মৃত্যুর পূর্বাভাস চেনার ক্ষমতা ওর জন্মায়নি। সহজ সরল যুবক সে। ভাবাবেগে চলছে। ওর মাথায় কেবল একটাই চিন্তা—ড্যাশারকে হত্যা করতে হবে। এবং ওর বিশ্বাস সে তা পারবে।

'হাওডি, ড্যাশার।' নিচু স্বরে বলল সে।

'হাওডি, জনি। আমি জানতাম তুমি এখানে আছ।'

'কিভাবে?' বিস্মিত হলো সে। 'তুমি কেমন করে জানবে?'

'কেবিনের ছাদে কোন তুষার নেই,' বলল রনি। 'যেসব বাড়িতে আগুন জ্বালা হয়েছে, ওগুলোর ছাদেই কেবল তুষার নেই। আগুনের তাপে গলে গেছে।'

চট করে পিছন ফিরে তাকাল সে। দেখল, সত্যিই ওই ছাদে কোন বরফ নেই।

'আমি ওই ভাবে কখনও ভাবিনি।' শব্দ করে হেসে উঠল সে। 'তোমার মাথা আছে! কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতে কোন কাজ হবে

না—তুমি এখন মরবে।'

'পাগলামি কোরো না, জনি। জানি তুমি সত্যিই ফাইটার। কিন্তু নিজের জীবনটা এভাবে নষ্ট কোরো না। শনির কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ—এখন ভাল পথে চলো।'

'শনি? ও ছিল আমার বন্ধু। তুমি শার্পিকে মেরেছ। না; তোমার নিস্তার নেই।'

'শোনো, রিগ। খুন-খারাবিতে তোমার কোন লাভ হবে না। তুমি ভাল লোক। আর কোথাও গিয়ে একটা র‍্যাঞ্চ-ট্যাঞ্চ করে জীবন কাটাও।'

'তুমি বেশি কথা বলছ, রনি। তোমাকে আমি পছন্দ করি। তোমার সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন বিরোধ নেই। কিন্তু—তুমি শার্পিকে মেরেছ। ভাল হোক, খারাপ হোক, সে ছিল আমার বন্ধু। একমাত্র বন্ধু। তোমাকে মেরে আমার খারাপ লাগবে—কিন্তু তুমি তো পশ্চিমের রীতি জানো। তৈরি হও!'

রিগের ডান হাত আলতো ভাবে খোলা ওভার কোটের বাম ধার ছুঁয়ে আছে। পিস্তলের বাঁট মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। 'সরি, রনি—!'

কোমর থেকে ওর দেহটা ঘুরল। পিস্তল তুলেই গুলি করল সে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র গতি।

রনির পিস্তল খাপ ছাড়ল। সামান্য দেরি হয়েছে ওর। চুল পরিমাণ। প্রায় একই সাথে ফায়ার করল দুজন। তাড়াহুড়া করে ট্রিগার টিপেছে রিগ। বেশি ফাস্ট।

বাঁচতে হলে গানম্যানকে প্রথম যা শিখতে হয়—গুলি ছোঁড়ার পূর্ব মুহূর্তে ক্ষণিক সতর্ক বিবেচনা—সেটাই ওর শেখা হয়নি। ওর বুলেটটা রনির শীপস্কিন কোটের কাঁধে গভীর দাগ কেটে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয়টা কোটের ভারী ভাঁজের ভিতর হার্টের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে গেল, দেহ ছুঁলো না।

কোমরের পাশ থেকে গুলি করেছে রনি। একটাই। পড়ে যাওয়া লোকটার কাছে ছুটে গেল সে। মারা যাচ্ছে রিগ। ওর চোখে অবিশ্বাস।

'শোধ নেয়া হলো না।' মরণ যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল রিগের মুখ। 'শার্পি আমার বন্ধু ছিল।'

ধীরে মাথা ঝাঁকাল রনি। সে জানে, ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়, এটা পশ্চিমের রীতি।

***